প্রেসিডেন্সি কলেজ

প্রাসঙ্গিকী

১৭৮তম প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস

২০শে জানুয়ারি ১৯৯৫

প্রেসিডেন্সি কলেজ
কলকাতা

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী

১৭৮তম প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস

২০শে জানুয়ারি ১৯৯৫

প্রেসিডেন্সি কলেজ
৮৬/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী

[Annual report of the achievements and activities of different departments of the Presidency College, Calcutta for the year 1994]

প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত

২০শে জানুয়ারি, ১৯৯৫

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

সংকলক-সম্পাদক : অধ্যাপক অরুণকুমার ঘোষ

বিতরণের জন্য মুদ্রিত

মুদ্রক : সুপ্রিয় ট্রেডার্স, ঘোষপাড়া, বালী, হাওড়া।

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী

১৯৯৪

বিষয়সূচী

	পৃষ্ঠা
প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস	১
উল্লেখযোগ্য সংবাদ	
প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস উদ্‌যাপন ১৯৯৪	১
ডিরোজিও জন্মবার্ষিকী পালন	২
ছাত্রী আবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন	২
বঙ্কিমের প্রয়াণ-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন	২
প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাত্র সংসদ : সংস্কৃতি সংবাদ	৩
উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা	৩
অছি-তহবিলের খবর	৪
সরকারী পুরস্কার ও বৃত্তি	৫
পরীক্ষার ফল	৫
কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা	৫
শোক-সংবাদ	৫
আসা-যাওয়ার সংবাদ	৬
বিভিন্ন বিভাগের সংবাদ	
অধ্যক্ষ	৭
অর্থনীতি	৭
ইংরেজি	৮
ইতিহাস	৯
উদ্ভিদবিদ্যা	৯
গণিত	১০
দর্শন	১১
পদার্থবিদ্যা	১২
প্রাণিবিদ্যা	১২
বাংলা	১৫
ভূগোল	১৬
ভূতত্ত্ব	১৭
রসায়ন	১৮
রাশিবিজ্ঞান	১৯
রাষ্ট্রবিজ্ঞান	২৪
শারীরবিদ্যা	২৫

সমাজতত্ত্ব	২৬
হিন্দী	২৭
গ্রন্থাগার	২৭
ক্রীড়া	২৯
ইডেন হিন্দু হোস্টেল	৩০
কলেজ অফিস	৩২
প্রেসিডেন্সি কলেজ কর্মী সাংস্কৃতিক সংস্থা	৩২
পরিশিষ্ট ১ : অছি-তহবিলের তালিকা	৩৩
পরিশিষ্ট ২ : পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের তালিকা	৩৫
পরিশিষ্ট ৩ : এক নজরে বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষার ফল ...	৪০
পরিশিষ্ট ৪ : বিভিন্ন বিভাগে আয়োজিত বিবিধ গবেষণা-প্রকল্পের তালিকা...	৪২
পরিশিষ্ট ৫ : বিভিন্ন বিভাগে অয়োজিত আলোচনাচক্রের বিবরণ ...	৪৬
পরিশিষ্ট ৬ : বিভিন্ন বিভাগে আগত গবেষক-অধ্যাপক ...	৪৯
পরিশিষ্ট ৭ : বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকদের প্রকাশিত গ্রন্থ এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধের তালিকা...	৫১
পরিশিষ্ট ৮ : প্রেসিডেন্সি কলেজের সকল শ্রেণীর কর্মীর নামের তালিকা ...	৬৫

প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস

পিছন ফিরে তাকানো শুধুই পিছন ফেরা নয়। শিকড় সন্ধানের ঐকান্তিকতাই আমাদের নিয়ে যায় আমাদের এই শিক্ষায়তনের সূচনার পুণ্যলগ্নে। আমরা স্মরণ করি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাক্ষণটির কথা। তার ফলে বাংলা তথা ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সৃষ্টিসাধনার ইতিহাসে কি এক সুদূর তাৎপর্যগর্ভ অভিঘাতেরই না সৃষ্টি হয়েছিল! ঐ হিন্দু কলেজের সিনিয়র সেক্‌শনই তো ১৮৫৫-য় পরিণত হয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজে! তাই হিন্দু কলেজের অতিসমৃদ্ধ ঐতিহ্যই যে আমাদের শিক্ষায়তনের মধ্যে বহমান তা আমরা সগর্বে উপলব্ধি করি। আর হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা-দিবসকেই আমরা তাই গণ্য করি প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিষ্ঠা-দিবসরূপে। প্রতি বছর এই দিনটিতে আমরা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি সেই বরেণ্য পুরুষদের যাঁদের নিষ্ঠা, অবিশ্রান্ত প্রয়াস ও পরাদৃষ্টির ফলেই আমাদের এই মহতী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্ম সম্ভব হয়েছে, অস্তিত্ব তাৎপর্যময় হয়ে উঠতে পেরেছে।

প্রতিষ্ঠার দিনটি থেকেই এই মহাবিদ্যালয়কে উদ্বুদ্ধ করেছে পরম উৎকর্ষের এক আদর্শ, নূতন জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকরশ্মি আহরণ ক'রে এগিয়ে যাওয়ার দৃপ্ত প্রেরণা ও এক সর্বাঙ্গীণ কল্যাণবুদ্ধি। কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষভাবে আমাদের এই শিক্ষায়তন তার শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রসমাজের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনকে নূতন নূতন ভাব ও ভাবনায় নিষিক্ত করেছে।

একটি স্বাধীন দেশ ও জাতির আকাঙ্ক্ষার যথার্থ ধারক কি করে হবে ঐ দেশ ও জাতির পরাধীন দশায় বিদেশী শাসকদের আরোপিত শিক্ষাপদ্ধতি? পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে শিক্ষাকে মানানসই করে নিতে হলে পুরোনো পদ্ধতির তাই আমূল পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। কিন্তু এ ধরনের ব্যাপক কাজ সরকারী প্রচেষ্টায় গৃহীত একটি সর্বাত্মক শিক্ষা-পরিকল্পনা ভিন্ন নিষ্পন্ন হতে পারে না। এক অনিবার্য সীমাবদ্ধতাকে তাই স্বীকার করে নিয়েই আমাদের শিক্ষায়তনকে এগিয়ে চলতে হয়েছে। তবু এর বিভিন্ন বিভাগের বিস্তারিত কার্যবিবরণী এবং পরীক্ষার ফল পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে এর মধ্যেই আমাদের কলেজ উৎকর্ষের একটি উন্নত মান রক্ষা করে চলতে পেরেছে। তবে এ ব্যাপারে নিশ্ছিদ্র আত্মতৃপ্তি সর্বদাই পরিহার্য। অকপট আত্মবিশ্লেষণ তথা নির্মোহ আত্মসমালোচনাই এক্ষেত্রে সুস্থতার লক্ষণ। সৎ শিক্ষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য-সূত্রে জড়িত যে সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি তা আমাদের শিক্ষায়তনের ক্ষেত্রেও এক অবক্ষয়িত রুচি, অন্ধ অনুচিকীর্ষা, স্থূল, লঘু ও চটুলের প্রতি দুর্বার মোহ, শূন্যগর্ভ বাহ্য চাকচিক্যকে প্রাধান্য দেওয়ার পরিতাপজনক প্রবণতায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে।

উল্লেখযোগ্য সংবাদ

প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস উদ্‌যাপন : ১৯৯৪

এ বছরের প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রীঅজিতনাথ রায়। প্রধান অতিথির আসনে বৃত হন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

ডঃ মোহিত ভট্টাচার্য। বিশেষ অতিথি উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যসাধন চক্রবর্তী অন্যত্র কর্মব্যস্ততার জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন এ কলেজের বহু পূর্বের পদার্থবিদ্যা বিভাগের ছাত্র, পরে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা-অধিকর্তা ও অন্যান্য উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত মোহাম্মদ ফেরদাউস খান। স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যক্ষ অমলকুমার মুখোপাধ্যায়। বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন অধ্যাপক অরুণকুমার ঘোষ। পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করেন অধ্যাপক বিশ্বনাথ দাস।

ডিরোজিও জন্মবার্ষিকী পালন, ১৯৯৪

হিন্দু কলেজের গৌরবময় ঐতিহ্যই যে প্রেসিডেন্সি কলেজ বহন করে চলেছে আমাদের এই ঐকান্তিক প্রতীতি বিমূর্ত ধারণামাত্র না থেকে মূর্ত রূপ পেল এ বছর আমাদের কলেজে ডিরোজিও জন্মবার্ষিকী পালনে। ১৬ই এপ্রিল ডিরোজিও হলে দুপুর ২ টোয় এই জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান বক্তা হিসাবে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন সুপরিচিত ইতিহাসবিদ্ অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়। অধ্যাপকদের পক্ষ থেকে সুচিন্তিত ভাষণ দেন অধ্যাপক অশোককুমার মুস্তাফি। কবিতায় ডিরোজিওর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন শ্রীশ্যামল মুখোপাধ্যায়। ছাত্রদের পক্ষে ডিরোজিওর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন সাম্মানিক সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শান্তময় চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রাশিবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক, কলেজের বারসার শ্রীবিশ্বনাথ দাস। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলা বিভাগের প্রধান শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ।

ছাত্রী আবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

প্রেসিডেন্সি কলেজ তথা হিন্দু কলেজের ১৭৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে যে বহু-প্রতীক্ষিত ছাত্রী আবাস প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল, তা পূরণের সূচনা হয় গত ২০শে নভেম্বর রবিবারে। বিধাননগরে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জমির উপর ঐদিন প্রতিশ্রুত ছাত্রীআবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান হয়। ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন রাজ্য ভূমিসংস্কার মন্ত্রী শ্রীবিনয় চৌধুরী। ভিত্তিপ্রস্তরের আবরণ উন্মোচন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথির মর্যাদায় ভূষিত হন অর্থমন্ত্রী শ্রীঅসীম দাশগুপ্ত, পূর্তমন্ত্রী শ্রীমতীশ রায়, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যসাধন চক্রবর্তী। স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যক্ষ শ্রীঅমলকুমার মুখোপাধ্যায়। শেষে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন শিক্ষা-অধিকর্তা অধ্যাপক পীযুষ গঙ্গোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ, এই ছাত্রীনিবাসের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ভবন নির্মাণ, আসবাবপত্র ক্রয় এবং যাতায়াতের জন্য একটি বাস কেনা বাবদ ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকার অনুদান পাওয়া গেছে।

বঙ্কিমের প্রয়াণ-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

১৯৯৪-এর ৭ই ডিসেম্বর বুধবার বাংলা বিভাগের উদ্যোগে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়াণ-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। ঐ উপলক্ষে যে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় তাতে অংশগ্রহণ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীঅরুণকুমার দাশগুপ্ত ও বাংলা বিভাগের বিশ্রুত অধ্যাপক শ্রীউজ্জ্বলকুমার

মজুমদার। এঁদের দুজনেরই আলোচনার বিষয় ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস। শ্রীঅরুণকুমার দাশগুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে আশ্চর্য সূক্ষ্ম দ্যোতনাময়, গভীর তাৎপর্যঋদ্ধ আলোচনা করেন। শ্রীউজ্জ্বলকুমার মজুমদারও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কিছু স্বল্প আলোচিত দিক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণনৈপুণ্যে আলোকিত করেন। সমগ্র আলোচনাচক্রটি পরিচালনা করেন ও শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলা বিভাগের প্রধান শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ।

প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাত্র সংসদ : সংস্কৃতি সংবাদ

বিতর্ক প্রতিযোগিতা

ছাত্র সংসদের বিতর্ক পরিষদ্ অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর নামে একটি আন্তঃকলেজীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা সংগঠন করে। ২৭শে এবং ২৮শে সেপ্টেম্বরে সংগঠিত এই অনুষ্ঠানটি খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল এবং প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অর্জন করেছিল প্রেসিডেন্সি কলেজই।

নাট্যাভিনয়

প্রেসিডেন্সি কলেজ নাট্যপরিষদ্ ১৯৯৪-এর নভেম্বরে একদিনের একটি নাট্যোৎসব সংগঠন করে। ঐ নাট্যোৎসবে দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল : রমাপ্রসাদ বণিকের 'ত্রাতা' এবং থিয়েটার প্যাশানের 'আয়না'।

চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

এই বছর প্রেসিডেন্সি কলেজ চলচ্চিত্র পরিষদ বিশেষ সক্রিয়তা দেখিয়েছে। ডিরোজিও হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইংগমার বার্গম্যানের চলচ্চিত্রকর্মের এক রেট্রস্পেক্টিভ্। এ ছাড়াও বিশ্বচলচ্চিত্রের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে 'দি ক্রাই', 'দি সাইলেন্স' প্রভৃতি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা

এই কলেজের নূতন ৪ তলা বাড়ীর জন্য সরকার ৮৭,২১,৩১৭·০০ টাকা ও নূতন বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন ও সমস্ত বাড়ীতে অডিটোরিয়াম সহ ডি.সি. কে এ.সি. তে রূপান্তরিত করার জন্য ৩৯,৭৬,৭৮৩·০০ টাকা মঞ্জুর করেন। সরকারী ব্যবস্থায় পূর্ত বিভাগকে উক্ত টাকার সম্পূর্ণ Letter of Credit না দেওয়ায় কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। এজন্য পূর্ত বিভাগ পুনরায় হিন্দু হস্টেল ও ডিরোজিও হল সহ সমস্ত বিভাগীয় উন্নতি প্রকল্পে ১৯৯৪-৯৫-এ ৯৬·০০ লক্ষ টাকার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছেন।

এই কলেজের নূতন লাইব্রেরী ভবনের জন্য ইউ. জি. সি. পরিকল্পনা মাফিক ৩৭·৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

অন্যান্য বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য অধ্যক্ষ মহাশয়ের উদ্যোগে যোজনা কমিশনের কাছে প্রতিশ্রুতি মতো ১·০৭ কোটি টাকা পাবার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

পুরোনো কলেজ-ভবনের প্রায় সমস্ত জলের লাইন ইত্যাদি পুরোনো। এর সম্পূর্ণ মেরামত প্রয়োজন।

কর্পোরেশনের পরিস্রুত জল উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে না। দীর্ঘ প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও উপযুক্ত সুরাহা করা যায়নি। সেজন্য অনেক বিভাগের প্রাকটিক্যাল ক্লাসে অসুবিধা দেখা যাচ্ছে।

নূতন বাড়ীতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, বাংলা ও হিন্দী বিভাগ '৯৫-এর গোড়ার দিকে স্থানান্তরিত হলে কিছু বিভাগকে সুবিধামত নতুন স্থান দেওয়া যেতে পারে।

সাম্প্রতিক চিন্তাভাবনায় পূর্ত বিভাগকে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণে প্রবৃত্ত করতে একটি বড় গভীর নলকূপ ও নিজস্ব আরও একটি বড় ফেরুলযুক্ত কর্পোরেশনের পরিস্রুত জলের লাইনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। সম্ভবত মার্চ মাসের মধ্যেই প্রকল্প দুটি চালু হবে ও সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে।

ফোর্ড ফাউণ্ডেশন

ফোর্ড ফাউণ্ডেশন, নিউ দিল্লী, তাদের ক্যাম্পাস ডাইভারসিটি ইনিশিয়েটিভ প্রোগ্রামে ১৯৯৫ এবং ১৯৯৬ সালের জন্য লিংগুইষ্টিক ডাইভার্সিটি এবং রুরাল আর্বান ডিভাইড বিষয়ে দুটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে।

অছি-তহবিলের খবর

প্রেসিডেন্সি কলেজে বর্তমানে রয়েছে ৫৮টি অছি-তহবিল। এদের সম্মিলিত অর্থমূল্য ১২,৫১,৬৫০ টাকা। প্রিয়জনের স্মৃতিতে অনেক বদান্য ব্যক্তির দানে গড়ে উঠেছে এইসব তহবিল। এসবের আয় থেকে প্রতি বছর কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মেধা ও সঙ্গতির বিচারে পুরস্কার, ছাত্রবৃত্তি, এককালীন অনুদান ইত্যাদি দেওয়া হয়ে থাকে।

বর্তমানে বছরে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মোট ১৯,৩৪৬ টাকার পুরস্কার, পদক এবং মেধাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। প্রাপকদের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

কলেজেরই স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যয়নরত এই কলেজের মোট ১১জন স্নাতক ছাত্রছাত্রীকে এবছর মোট ১৩,২০০ টাকা মূল্যের প্রেসিডেন্সি কলেজ স্নাতক-ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

কলেজের আর্থিক সঙ্গতিহীন ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যের জন্য রয়েছে টি. এস. স্টার্লিং অছি তহবিল এবং ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের স্বেচ্ছাদানে গড়ে ওঠা ছাত্র-সহায়ক তহবিল। প্রথমোক্ত তহবিল থেকে ২৯জন ছাত্রছাত্রীকে মোট ২০,৮৮০ টাকার এবং দ্বিতীয়োক্ত তহবিল থেকে ৯ জন ছাত্রছাত্রীকে মোট ৪,৫০০ টাকার বৃত্তি, এককালীন সাহায্য (পুস্তক ক্রয়, পরীক্ষার ফি, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদি খাতে) দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি-গঠিত একটি তহবিল থেকে আলোচ্য বছরে মেধা ও সঙ্গতির বিচারে ১৮জন আবাসিক ছাত্রছাত্রীকে মোট ১৯,৫০০ টাকার হোস্টেল স্টাইপেণ্ড এবং কলেজের ১৭টি বিভাগে ৮,৫০০ টাকার সেমিনার গ্রান্ট দেওয়া হয়েছে।

অছি-তহবিলের একটি সম্পূর্ণ তালিকা পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হল।

কলেজে আরও বেশ কয়েকটি অছি-তহবিল গঠনের প্রস্তাব সরকারী অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য রকমের সরকারী দীর্ঘসূত্রতা, কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং দাতা, উভয় পক্ষেরই প্রবল হতাশার

কারণ। এই অসুবিধা দুর করতে কলেজ-কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি রাজ্য সরকারের কাছে এই মর্মে প্রস্তাব পেশ করেছেন যে অছি-তহবিল গঠন-সংক্রান্ত দান গ্রহণের ক্ষমতা কলেজের পরিচালন সমিতিকে দেওয়া হোক। সরকারি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার এই আদেশনামা ইতিমধ্যেই জারি করেছেন। আশা করা যায় সরকারি কলেজের ক্ষেত্রেও অচিরেই এই স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

অছি-তহবিল-সংক্রান্ত বিস্তারিত খবর কলেজের 'বারসার'-এর কাছ থেকে পাওয়া যাবে।

সরকারি পুরস্কার ও বৃত্তি

১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বৎসরে জাতীয় বৃত্তি পেয়েছিল ৩০ জন, জাতীয় মেধাবৃত্তি ৪ জন, ত্রিপুরা সরকারের বৃত্তি ১ জন, তফসিল জাতি ও তফসিল উপজাতি বৃত্তি ২ জন, হিন্দী ভাষাভাষী বৃত্তি ৯ জন, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের বৃত্তি ৬ জন। মোট বৃত্তিপ্রাপকের সংখ্যা ৫২।

পরীক্ষার ফল

এ বছরে ১২৪ জন ছাত্রছাত্রী বি. এ পরীক্ষা ও ১৯৩ জন ছাত্রছাত্রী বি. এস-সি পরীক্ষা দিয়েছিল। তার মধ্যে বি. এ পরীক্ষায় ১২২ জন ও বি. এস-সি পরীক্ষায় ১৮৪ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। শতকরা পাশের হার যথাক্রমে ৯৮·৩৮ ও ৯৫·৩৩। বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর অনার্সপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বি.এ ও বি. এস-সি পরীক্ষায় যথাক্রমে ২৩ ও ৯৮। পরিশিষ্টে বিভিন্ন বিভাগের ফলাফলের বিস্তারিত পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে।

কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা

কলেজে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৬১৭। এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৭৪৫, ছাত্রীর সংখ্যা ৮৭২।

শোক সংবাদ

প্রায় প্রতিবছরই এই মহাবিদ্যালয়ের কোনও প্রাক্তন শিক্ষক ও কৃতী ছাত্রের মৃত্যুসংবাদ আমাদের কর্ণগোচর হয়; কর্মরত অবস্থায় শোকাবহ মৃত্যু ঘটে কলেজের কোনও শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মচারীর। উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের দুই কৃতী প্রাক্তন ছাত্র ডঃ আশিসকুমার চন্দ ও ডঃ নরেন্দ্রনাথ দত্তের অকালমৃত্যু বিশেষ শোকাবহ মনে হয়েছে। বাংলা বিভাগের দুই প্রাক্তন প্রধান ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র ও অধ্যাপক বাবুরামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু আমাদের কাছে আত্মীয়-বিয়োগ ব্যথার মতই মর্মান্তিক মনে হয়েছে। কবি ও সমালোচক অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্রের মৃত্যু খণ্ডিত এ বঙ্গভূমির সংস্কৃতিজগতের পক্ষে এক অপূরণীয় ক্ষতি বলেই বিবেচিত হবে। বাবুরামবাবুর হৃদয়ের উষ্ণ সান্নিধ্য অনেকের কাছেই এক অমূল্য স্মৃতিসম্পদ বলে গণ্য। ভূগোল বিভাগের প্রাক্তন নক্শাকার শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের মৃত্যুও আমাদের ব্যথিত করেছে। ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন দুই শিক্ষক, জিওলজিকাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়ার প্রাক্তন অধিকর্তা ডঃ ডব্লু. ডি. ওয়েষ্ট ও অধ্যাপক গৌরীকান্ত মোদক এবং দীর্ঘদিনের ষ্টোরকিপার শ্রীনিশিকান্ত সরকারও এই বছরেই প্রয়াত

হয়েছেন। এই বছরেই মৃত্যু ঘটেছে বিজ্ঞান-গ্রন্থাগারের তরুণ কর্মী নিমাইচন্দ্র মণ্ডলের এবং প্রাণীবিদ্যা বিভাগের সাফাই-কর্মী শ্যামলাল হেলা ও গ্রন্থাগারের সাফাই-কর্মী শেখ বাবুলালের। এদের সকলের মৃত্যুই আমাদের শোকাভিভূত করেছে।

আসা-যাওয়ার সংবাদ

অর্থনীতি বিভাগে শ্রীমতী মমতা রায় একটি প্রফেসর পদে যোগদান করেছেন।

ইংরেজি বিভাগে ইন্‌স্টিটিউট্‌ অব্‌ ইংলিশের পরিচালনভার থেকে মুক্ত হয়ে এই বিভাগেরই প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীবিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় যোগদান করেছেন।

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ থেকে বদলি হয়ে এসে যোগদান করেছেন ডঃ তারাপদ চট্টোপাধ্যায় এবং বিভাগীয় প্রধান পদে তিনি আসীন হয়েছেন। আগস্ট মাসে অবসর গ্রহণ করেছেন অধ্যাপক নির্মলকুমার ভট্টাচার্য।

গণিত বিভাগে টাকি সরকারী কলেজ থেকে বদলি হয়ে এসে যোগদান করেছেন শ্রীহিমাংশুশেখর গুহ এবং লেকচারার পদে যোগ দিয়েছেন আমাদের কলেজেরই পদার্থবিদ্যা বিভাগের শ্রীতুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

দর্শন বিভাগের অধ্যাপক শ্রীনবকুমার নন্দী অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি এখন I.C.P.R.-এর সিনিয়র ফেলোশিপ নিয়ে আমাদের কলেজেই গবেষণা কর্মে রত রয়েছেন। এই বিভাগের অধ্যাপিকা প্রিয়ংবদা সরকার বদলি হয়ে চন্দননগর কলেজে যোগ দিয়েছেন। মৌলানা আজাদ কলেজ থেকে বদলি হয়ে এসে অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিভাগের প্রফেসর পদে যোগ দিয়েছেন এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

পদার্থবিদ্যা বিভাগে যোগ দিয়েছেন প্রফেসর সলিল সরকার, ডঃ সৌমিত্র সেনগুপ্ত, ডঃ দেবপ্রিয় শ্যাম এবং ডঃ মহেন্দ্র সিংহ রায়। এই বিভাগের বহুদিনের অভিজ্ঞ ডেমনস্ট্রেটর ডঃ তুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পদোন্নতি লাভ ক'রে গণিত বিভাগে লেক্‌চারার পদে যোগ দিয়েছেন।

বাংলা বিভাগে গত জানুয়ারি মাসে ডঃ স্বরাজব্রত সেনশর্মার শূন্য পদে বারাসত সরকারি কলেজ থেকে বদলি হয়ে এসে যোগ দেন ডঃ দেবদাস জোয়ারদার। গত ৩০শে জুন অবসর গ্রহণ করেন ডঃ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও অধ্যাপক বুদ্ধজীবন চক্রবর্তী। নভেম্বরে ডঃ জয়শ্রী চক্রবর্তী বদলি হয়ে যান লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজে। তার স্থানে কোচবিহার আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ থেকে বদলি হয়ে এসে যোগ দেন ডঃ মিহিরকুমার মজুমদার। ডিসেম্বরে অধ্যাপক দিলীপকুমার বসুর পদে বারাসত সরকারি কলেজ থেকে বদলি হয়ে এসে যোগ দেন অধ্যাপক অমিতাভ ঘোষ। অধ্যাপক বুদ্ধজীবন চক্রবর্তীর শূন্য পদে অস্থায়ীভাবে যোগ দেন অধ্যাপক বসু।

রসায়ন বিভাগে অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও অধ্যাপক অলককুমার পতি বদলি হয়ে দার্জিলিং সরকারি কলেজে এবং অধ্যাপক নিতাইচাঁদ ঘোষ বদলি হয়ে দুর্গাপুর কলেজে যোগদান করেছেন। অধ্যাপক

হিমাংশু গুপ্ত ও অধ্যাপক স্বপনকুমার ভট্টাচার্য ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ থেকে ও অধ্যাপক উদয়চাঁদ ঘোষ দুর্গাপুর কলেজ থেকে বদলি হয়ে এসে বিভাগে যোগদান করেছেন।

রাশিবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক শৈবাল চট্টোপাধ্যায় আমেরিকার কনেক্‌টিকট্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি.-র কাজ শেষ করে আগস্ট মাসে বিভাগে পুনরায় যোগদান করেছেন।

অধ্যক্ষ

অধ্যক্ষ ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

সরকারি কলেজগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ডেভেলপমেণ্ট কমিটি তৈরি করেছিলেন তার অন্যতম সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন অধ্যক্ষ ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায়। এই কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দেন, যার প্রত্যেকটিই কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়। এ ছাড়া প্রেসিডেন্সি কলেজের পক্ষ থেকে কমিটির কাছে তিনি উচ্চশিক্ষার সর্বাত্মক পরিবর্তন-সংক্রান্ত একটি খসড়া দলিল পেশ করেন। এই দলিলে প্রস্তাবিত পরিবর্তন খতিয়ে দেখার জন্য কমিটি সুপারিশ করেছে এবং দলিলটি কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্টে দ্বিতীয় পরিশিষ্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন যে পর্যালোচনা করার জন্য দলিলটি উচ্চশিক্ষা সংসদের কাছে পাঠানো হবে। উচ্চশিক্ষা ও শিল্পকেন্দ্রের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন জাতীয় স্তরে যে ইণ্ডাস্ট্রি-য়ুনিভার্সিটি কো-অপারেশন কমিটি গঠন করেছেন অধ্যক্ষ ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায় পূর্ব ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে তার সদস্য মনোনীত হয়েছেন। গত ৬ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লীর পি এইচ ডি চেম্বার অব কমার্স ভবনে অনুষ্ঠিত কমিটির প্রথম অধিবেশনে অধ্যক্ষ যোগ দেন এবং তাঁর বক্তব্য পেশ করেন।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন-আয়োজিত স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ও আদর্শ-সংক্রান্ত সেমিনারে এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ও কাউন্সিল ফর পোলিটিক্যাল স্টাডিজ এর যৌথ উদ্যোগে হ্যারল্ড ল্যাস্কির জীবন ও সাধনা-বিষয়ক সেমিনারে অন্যতম মুখ্য বক্তা ছিলেন অধ্যক্ষ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ-আয়োজিত রিফ্রেশার কোর্স এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ-আয়োজিত রিফ্রেসার কোর্সের প্রত্যেকটিতে অধ্যক্ষ মুখোপাধ্যায় দু'টি করে বক্তৃতা দেন। এ ছাড়া বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ-আয়োজিত রিফ্রেশার কোর্সেও তিনি দুটি বক্তৃতা দেন। তাঁর অধীনে গবেষণারত অধ্যাপিকা স্বপ্না বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পি এইচ ডি থিসিস জমা দিয়েছেন।

ডঃ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সমাজ বিজ্ঞানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা সোস্যালিষ্ট পারস্‌পেক্‌টিভ বাইশতম বছরে পদার্পণ করেছে।

বিভিন্ন বিভাগের সংবাদ

অর্থনীতি বিভাগ

অর্থনীতি বিভাগের সেণ্টার ফর্ ইকণমিক স্টাডিজ-এ Research Associate পদে যোগ দিয়েছেন শ্রীমতী চন্দনা দাস এবং শ্রীমতী মীনাক্ষী রাজীব যথাক্রমে ১-৯-৯৪ ও ১৩-৯-৯৪ তারিখে। প্রসঙ্গতঃ

উল্লেখযোগ্য যে শ্রীমতী দাস সেণ্টার ফর্ ইকনমিক স্টাডিজে তাঁর গবেষণা সম্পূর্ণ করে ১৯৯৪ সালের গোড়ার দিকে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন।

অন্যান্য বছরের মত গত বছরেও অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্বের ছাপ রেখেছে। বি. এস-সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ৩০ জনের মধ্যে ১৭ জন এবং পার্ট টু পরীক্ষায় ২৩ জনের মধ্যে ১৫ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হ'য়েছে।

অর্থনীতি বিভাগের অন্তর্গত সেণ্টারে-এ North Eastern University (U.S.A)-র অধ্যাপক John Adams "Are India's Economic Rerorms on the Right Course ?" এই বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন ২২-৮-৯৪ তারিখে। পরে বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা বিষয়টির নানান দিক নিয়ে প্রশ্ন-উত্তর পর্বে আলোচনা চালায়।

বিভাগীয় অধ্যাপক শ্রীশিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ICSSR-এর অর্থানুকুল্যে Post-Doctoral গবেষণার কাজে লিপ্ত আছেন। শ্রীমতী মমতা রায়ের একটি প্রবন্ধ অধ্যাপক অমিয় বাগচী সম্পাদিত 'New Technology and the Workers' Response' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

ইংরেজী বিভাগ

আলোচ্য বর্ষে ইংরেজী বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। পার্ট টু অনার্স পরীক্ষায় তিনজন প্রথম শ্রেণীর অনার্স লাভ করেছে। পার্ট ওয়ান অনার্স পরীক্ষায় দুজন প্রথম শ্রেণীর অনার্স নম্বর পেয়েছে। ১৯৯৩-এর এম এ পরীক্ষায় এই বিভাগের দুজন ছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

বিভাগে পঠন-পাঠন ও গবেষণামূলক কাজের ধারা অব্যাহত রয়েছে। অধ্যাপিকা জয়তী গুপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাইনর রিসার্চ প্রোজেক্টের অঙ্গ হিসেবে 'ইংলিশ ট্রাভেল রাইটার্স ইন দি নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী—রেসপন্সেস টু ইণ্ডিয়া' বিষয়ে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। এছাড়া অধ্যাপক প্রদোষ ভট্টাচার্য ও অধ্যাপিকা ভাস্বতী চক্রবর্ত্তী নিজ নিজ গবেষণার কাজে লিপ্ত আছেন।

আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপিকা তপতী গুপ্ত বৃটিশ কাউন্সিলে সেণ্টার ফর স্টাডিজ ইন্ রোমান্টিক লিটারেচার এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে The Passionate Eye : The Visual Arts in the Romantic Age শীর্ষক ভাষণ প্রদান করেন।

অধ্যাপিকা ভাস্বতী চক্রবর্ত্তী উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যের উপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সেমিনারে "Delicated Magic : Architecture, Dream and the Victorian text" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই ইংরেজী বিভাগ পরিচালিত উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সম্পর্কে রিফ্রেশার কোর্সে 'Expressive Theories' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। উইমেন্স্ খৃষ্টান কলেজ আয়োজিত 'Romanticism : twentieth century perspectives' শীর্ষক সেমিনারে অধ্যাপিকা চক্রবর্ত্তী কবি কীট্স্ এর উপর একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। এছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম ও মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের আমন্ত্রণে 'Theories of Expression' বিষয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

তিনটি বক্তৃতা দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের একশত পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সাহিত্য আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিম-স্মারক-গ্রন্থের জন্য শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী যে বঙ্কিম-জীবনপঞ্জী রচনা করেন তা উক্ত গ্রন্থে প্রকাশের জন্য ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেন অধ্যাপক অশোককুমার মুখোপাধ্যায়।

এ বছর ইংরেজী সেমিনারের উদ্যোগে কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে শ্রীমতী সুনেত্রা গুপ্ত তাঁর নিজের রচনা থেকে পাঠ করেন ও সৃজনধর্মী সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের আহ্বানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শ্রীঅর্ণব গুহ সেমিনারে কবি শেলী সম্পর্কে আলোচনা করেন। বছরের গোড়ার দিকে বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা কাব্য, নাটক ও উপন্যাস সম্পর্কে সেমিনারে ভাবের আদান-প্রদান করেন।

ইতিহাস বিভাগ

১৯৯৪-এ প্রকাশিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক পরীক্ষায় আমাদের কলেজের ইতিহাস বিভাগের ফল আগের বছরের তুলনায় ভালো। পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় একজন প্রথম শ্রেণীর অনার্স নম্বর লাভ করেছে; পার্ট টু পরীক্ষায় চারজন প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে।

আলোচ্য বর্ষে এই বিভাগে দুটি আলোচনাচক্র সংগঠিত করা সম্ভব হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক হরি বাসুদেবন 'লেনিন ইন্ হিস্টোরিকাল পার্সপেকটিভ' শীর্ষক বক্তৃতা দেন। ১৯৯৪-এর প্রতাপচন্দ্র সেন স্মারক বক্তৃতা দেন অধ্যাপক অমিয়কুমার বাগচী। তাঁর বিষয় ছিল: 'দি মিনিং অফ্ দি মিরাকল্ ইন ইস্ট এশিয়া'।

ইতিহাস বিভাগের প্রধান ডঃ রজতকান্ত রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত রিফ্রেশার্স কোর্সে 'এমার্জেন্স অব্ এ রিজিওনাল পলিটি : বেঙ্গল ইন দি এইটিন্থ সেঞ্চুরী'-বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ-আয়োজিত আলোচনাচক্রে অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী 'মার্কস ও ১৮৪৮ এর বিপ্লব'-সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটির লিখিত রূপ আগামী বছর সংসদ-কর্তৃক প্রকাশিতব্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হবে।

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

পূর্ববর্তী বৎসরগুলির মত কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ এবারেও তার ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। এই বৎসর বি. এস-সি পার্ট টু পরীক্ষায় ২১ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৮ জন প্রথম শ্রেণীর এবং অবশিষ্ট ১৩ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্মান লাভ করেছেন।

গবেষণাতেও এই বিভাগ পেছিয়ে নেই। বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী খ্যাতনামা অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত গবেষণায় নিযুক্ত ও বিভিন্ন গবেষণাপত্র প্রকাশ করে চলেছেন। প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডঃ অশোক কুমার করের তত্ত্বাবধানে শ্রীকনককুমার সর্বজ্ঞ পি-এইচ. ডি উপাধি লাভ করেছেন।

অধ্যাপক ডঃ মানসরঞ্জন মজুমদার গত আগষ্ট মাসে বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত পঞ্চম আন্তর্জাতিক 'এরোবায়োলজি' সম্মেলনে যোগদান করে বিভাগের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন।

মহম্মদ ইসাক্ এবং শ্রীমতী কৃষ্ণা ব্যানার্জী বিভাগীয় কর্মী হিসাবে যোগদান করেছেন।

শিক্ষামূলক ভ্রমণেও এই বিভাগ যথারীতি নিয়মিত অংশগ্রহণ করে চলেছে। এই বৎসরেই দুটি ভ্রমণ সম্পন্ন হয়েছে। গত এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে অধ্যাপক অশোককুমার রায় ও শ্রীতরুণকান্তি রায় স্নাতকোত্তর (২য় পর্ব) ছাত্রছাত্রীদের নৈনিতাল, আলমোড়া, কৌশালী ও রাণীক্ষেত ইত্যাদি স্থানে শিক্ষামূলক ভ্রমণ সম্পূর্ণ করেছেন।

স্নাতকশ্রেণীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ডঃ বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাল কোদাইকানাল, রামেশ্বরম, কন্যাকুমারী ইত্যাদি স্থানে বিভিন্ন ফ্লোরা পর্য্যবেক্ষণ ও সংগ্রহ করেছেন।

এই বৎসরেই দুটি হৃদয়বিদারক ঘটনায় আমরা মর্মাহত। এইবিভাগেরই দুই কৃতি প্রাক্তন ছাত্র ডঃ আশিষ কুমার চন্দ ও ডঃ নরেন্দ্রনাথ দত্তদের অকাল মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।

গণিত বিভাগ

১৯৯৪ সালের বি. এস-সি পার্ট টু অনার্স পরীক্ষায় গণিত বিভাগের অনার্সের ফল আশানুরুপ নয়। ১৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন প্রথম শ্রেণীর ও ৯ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর নম্বর পেয়েছে।

প্রায় বার বছরেরও বেশী সময় ধরে এই বিভাগে একটি প্রফেসর পদ শূন্য রয়েছে এবং আর একটি প্রফেসর পদও কয়েক মাস হল শূন্য হয়েছে। এই বিভাগের ডঃ গৌরী দে মুন্সী ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ছুটিতে আছেন। বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক হরিহর ঘোষ অসুস্থতার জন্য ছুটিতে থাকায় অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র সাহা বিভাগীয় প্রধানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ডঃ মণীন্দ্র মিত্র ও অধ্যাপক সাধনকুমার মাপার পুনর্নিয়োগকাল সরকারী আদেশে ১৯৯৪-এর ৩০শে জুন শেষ হয়। তারপর মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের মৌখিক আশ্বাসে ওঁরা দুজনেই নিষ্ঠার সঙ্গে গণিত বিভাগে অধ্যাপনা করে যাচ্ছেন। গণিত বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা ওঁদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে।

২৩-২-৯৪ থেকে ২৬-২-৯৪ পর্যন্ত N.C.E.R.T., New Delhi দ্বারা আয়োজিত "Revision of the Semesterwise Syllabus in Mathematics at plus two stage" কর্মশালায় ডঃ মণীন্দ্র মিত্র অংশগ্রহণ করেন। গত ৭ই ও ৮ই মার্চ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগ দ্বারা আয়োজিত "U G C.-D.S.A. Programme" এর অংশ বিশেষ "National seminar on Mathematical Modelling"-এ ডঃ মণীন্দ্র মিত্র তাঁর গবেষণাপত্র "Tortion of a rigid disc embedded at a finite depth in a micropolar elastic medium" পাঠ করেন।

১১-৭-৯৪ থেকে ৩০-৭-৯৪ পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ দ্বারা আয়োজিত সমুদ্রবিজ্ঞান এর ওপর Refresher Course এ অধ্যাপক হিমাংশুশেখর গুহ যোগদান করেছিলেন।

গত সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যাপক হিমাংশুশেখর গুহ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত গণিতে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। গবেষণা পত্রের বিষয় ছিল : "Some flow problems with permeable boundaries"।

দর্শন বিভাগ

প্রতি বছরের মতই এ বছরেও দর্শন বিভাগের ঐতিহ্য বজায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাতেই ছাত্রছাত্রীরা কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছে। এ বছর বি.এ. পার্ট টু পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স প্রাপকের সংখ্যা ৬, দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে ৭ জন। কলেজের কলা বিভাগের সর্ব্বোচ্চ স্থানে রয়েছে বিভাগীয় ছাত্রী দেবশ্রুতি রায়চৌধুরী ও ছাত্র সরিৎ ভট্টাচার্য (যুগ্মভাবে)। বি.এ. পার্ট ওয়ান পরীক্ষাতেও ৬ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স নম্বর পেয়েছে এবং বাকি ১১ জনও সসম্মানে উত্তীর্ণ। এই বিভাগের এম.এ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ২ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং বাকিরা সকলেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

বিভাগীয় অধ্যাপক শ্রীনবকুমার নন্দী ক্যালকাটা স্কুল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ আয়োজিত প্রথম রাহুল সাংকৃত্যায়ন স্মৃতি বক্তৃতামালায় "Menace of growing Bonopartism globally and in the Indian context" শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই বিভাগের অধ্যাপক ডঃ দিলীপকুমার রায় ১৯৯৪ সালের আগষ্ট মাস থেকে প্রতি মাসে শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের ওপর ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা দিলেন।

জানুয়ারিতে বারাসত মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে "সর্বধর্মসমন্বয়ের পথিকৃৎ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" শীর্ষক এক বক্তৃতা দেন এই বিভাগের অধ্যাপক শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্তী। ফেব্রুয়ারিতে তিলজলা বিবেকানন্দ সেন্টার আয়োজিত সভায় "যুগনায়ক বিবেকানন্দ ও দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র" শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক শ্রী চক্রবর্তী। তিনি আকাশবানীর কলকাতা কেন্দ্র থেকে ১৪ই মার্চ "এই মুহূর্তের চিন্তাধারা : ধর্মে" এবং ১৫ই আগষ্ট "শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে মানবধর্ম"—এই দুটি বিষয়ে ভাষণ দান করেন। গত ২৯শে এপ্রিল গ্রীক ক্লাব "কিক্লস"-আয়োজিত সারাদিনব্যাপী এক আলোচনা সভায় "দর্শন শাখার" পৌরোহিত্য করেন তিনি। প্রেসিডেন্সি কলেজের ফিজিক্স্ লেকচার থিয়েটারে "গ্রীক বিজ্ঞান ও গ্রীক দর্শন"-এর উপর অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় অধ্যাপক শ্রীচক্রবর্তী "গণিত শাস্ত্রের পাদপ্রদীপে গ্রীক বিজ্ঞান ও গ্রীক দর্শন" শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। জুলাই মাসে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দর্শন বিভাগ পরিচালিত প্রথম ইউ জি.সি সর্বভারতীয় সেমিনারে যোগদান করেন ঐ বিভাগের অতিথি অধ্যাপক শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্তী। ঐ সেমিনারে অধ্যাপক শ্রীচক্রবর্তী "বিবেকানন্দের প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্তের" উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার শতবার্ষিকী সমাপ্তি উৎসব উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌ষ্টিটিউট অব কালচার ও বেলুড় মঠের যৌথ উদ্যোগে বেলুড়মঠ, নেতাজী ইন্‌ডোর স্টেডিয়াম ও রবীন্দ্র-সরোবর স্টেডিয়ামে নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত "বিশ্বধর্ম-মহাসম্মেলন" ও "আধুনিক যুগ ও বর্তমান প্রজন্মের নিকট বিবেকানন্দের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক সেমিনারে আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন শ্রীচক্রবর্তী। ২৫শে ডিসেম্বর বারাসত মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এবং শ্রীশ্রীসারদামাতার জন্মতিথিতে ঐ মঠে "বিশ্বজননী সারদা" শীর্ষক এক বক্তৃতাও দেন তিনি।

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

অন্যান্য বছরের মত এবারের ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে। বি. এস-সি তে ২০ জন প্রথম শ্রেণী এবং ৯ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স লাভ করেছে। এম. এস-সি তে ১৩ জন প্রথম শ্রেণী এবং ২৫ জন দ্বিতীয় শ্রেণী অর্জন করেছে। প্রতি বৎসর Saha Institute of Nuclear Physics, Institute of Mathematical Sciences (Madras) ও Mehta Research Institute থেকে গবেষণা বৃত্তির জন্য যে সর্বভারতীয় পরীক্ষার আয়োজন করা হয় তাতে প্রেসিডেন্সির ছাত্ররা প্রথম ৭টি স্থান অধিকার করেছে। সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এটা এক বিরল সম্মান। Institute of Mathematical Physics ছাড়াও Institute of Science (Bangalore), IIT (Kanpur) ও JNU-তে আমাদের ছাত্ররা গবেষণার সুযোগ পেয়েছে। এ ছাড়াও S. N. Bose National Centre for Basic Sciences, Indian Association for the Cultivation of Science, Electronic Science Department (CU) ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ছাত্ররা গবেষণা-বৃত্তি পেয়েছে। এ বছর Campus interview-এ এম. এস. সি.-র একজন ছাত্র Telo কোম্পানীর দ্বারা নির্বাচিত হয়েছে।

রাজ্য সরকার ও UGC-র উদার অনুদানে স্নাতকোত্তর গবেষনাগারের প্রভূত উন্নতি সাধন করা হয়েছে। যুগোপযোগী বিষয়ের উপর ছাত্রদের দাবী অনুসারে High Energy Physics special paper পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে ল্যাবরেটারীর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র কেনার জন্য আরো অনেক অর্থের প্রয়োজন। আগের ৪টি special paper ও ২টি elective paper ছাড়াও General Theory of Relativity (elective) এবার থেকে চালু করা হয়েছে। Bio-physics special paper এবারেও খোলা যায় নি—আশা করা যায় আগামী বছর ব্যবস্থা করা যাবে।

ডঃ সৌমিত্র সেনগুপ্ত এবার Trieste-এ International Centre for Theoretical Physics-এ visiting fellowship-এ গিয়েছিলেন। ডঃ শ্যামল শেঠ UGC থেকে X-ray cryatallography-র একটি scheme পেয়েছেন এবং GATE অনুমোদিত স্কলার নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন। এ ছাড়াও একাধিক সহকর্মীর গবেষণা পত্র বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

কয়েক বছর এম. এস. সি. পড়ানোর পর বোঝা যাচ্ছে যে বিভাগে আরো পদ সৃষ্টি করা না গেলে সুষ্ঠু পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা বেশীদিন সম্ভব হবে না।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাকেন্দ্র ও কলেজের যে অধ্যাপকরা এম. এস. সি.-তে আনন্দ ও উৎসাহের সাথে পড়িয়েছেন বিভাগের পক্ষ থেকে তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

এ বৎসর আমাদের নবলব্ধ পূর্ণাঙ্গ স্নাতকোত্তর স্তরের অবস্থিতি তিন বছর অতিক্রম করে গেল। এ ছাড়া স্নাতকোত্তর সমন্বিত আমাদের বিভাগের ১৯৯৪-জুড়ে কর্মধারার সংক্ষিপ্ত সালতামামি এ'রকম :

ক) পরীক্ষার ফলাফল — বছরে প্রকাশিত হিসেব :

		প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	মোট
স্নাতকস্তর পার্ট ওয়ান	—	১	৮	৯
,, ,, টু	—	৭	১	৮
স্নাতকোত্তর পার্ট ওয়ান	—	৪	১৪	১৮
,, ,, টু	—	১৫	৪	১৯

স্নাতকস্তরে পার্ট টু-র ফলাফল আনন্দ দেয়, পার্ট ওয়ানের ফলাফল তা দেয় না। স্নাতকোত্তর স্তরে ফলাফল তার বিপরীত।

স্নাতকস্তর সম্বন্ধে বক্তব্য : এবারে প্রাণিবিদ্যায় সামগ্রিকভাবেই ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণের সংখ্যা খুব সীমিত যার প্রতিফলন ঘটেছে আমাদের পার্ট ওয়ান বিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে। এর সংশোধনের জন্য আমাদের আরো সচেষ্ট হতে হবে। তবে যতদিন আমাদের বিভাগীয় শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর জুলজি কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্তি না ঘটছে এবং আমাদের সর্বাঙ্গীন পরিকাঠামো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সমতুল্য না হচ্ছে ততদিন বোধহয় আমরা স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ফলাফলকে উল্লেখযোগ্য করে তুলতে পারবো না। আর তার ফলে আমাদের স্নাতকোত্তর স্তরে স্নাতকস্তরের ভালো ফল করা বিদ্যার্থীরা স্বাভাবিক নিয়মেই আসবে না। ১৯৯২-র নভেম্বর থেকে '৯৪-র ডিসেম্বর—এই ক'বছরে আমরা পরিকাঠামোতে কিছুটা উন্নতি ঘটাতে পেরেছি যার জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ। নানা সংযোজনের ফলে আমাদের বিভাগ স্বয়ম্ভর হয়ে উঠেছে। পঠন পাঠনের উন্নতি ছাড়াও বিভাগীয় গবেষণামূলক কাজে ব্যাপ্তি ও গভীরতা বাড়ছে। কিন্তু এখনো সরকারী অনুদান অপ্রতুল এবং কলেজের অন্য স্নাতকোত্তর বিভাগের মত UGC'র কাছ থেকে আমাদের স্নাতকোত্তর বিভাগের জন্য বাৎসরিক কোন অনুদান আমরা পাচ্ছি না।

খ) পঠন-পাঠন : গত বছরের মত এ বছরও এসবের ন্যস্ত দায়িত্ব বিভাগীয় শিক্ষকরা যত্নের সাথে সম্পন্ন করেছেন। এ বছরও কলেজের দুটো প্রধান অবকাশকালীন দিনগুলো এঁরা বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করে পুনর্পাঠনও করিয়েছেন, স্নাতকোত্তরের ক্লাস নিয়মিত নিয়েছেন। এ বছর থেকে কলেজে প্রথম বর্ষের ক্লাসে একাডেমিক ক্যালেণ্ডার চালু হয়ে যাওয়ায় আমরা খুশী ; এতে পঠন পাঠনের আরো সুষ্ঠু রূপায়ণ হবে, আমরা মনে করি।

গ) সেমিনার ও শিক্ষামূলক ভ্রমণ : সেমিনার লাইব্রেরীতে কিছু বই আনা হ'য়েছে, আরো আনা দরকার। স্নাতকোত্তর স্তরের চারটে স্পেশাল পেপারের প্রত্যেকটির আলাদা সেমিনার কর্ণার তৈরী করে নেওয়া আমাদের লক্ষ্য—প্রত্যেকটি একটি বিশেষ শিক্ষকের অধীনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলমারী ভর্ত্তি বই নিয়ে চালিত হবে। কিন্তু তার আগে দরকার—বিভাগের মূল লাইব্রেরী যাতে সবস্তরের ব্যবহার্য্য বইগুলো থাকবে তার পূর্ণায়ন। সহকারী অধ্যাপক ডঃ মিত্যা স্বীয় ক্লাস ও গবেষণা ছাড়াও এসব সামলে চলেছেন। এ বিষয়ে বিভাগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় নির্দেশিত একটি সেমিনার লাইব্রেরীয়ানের পদ চেয়ে আমরা গতবছরের প্রাসঙ্গিকীতে আবেদন রেখেছি। এ অভাব দুর হলে বিভাগীয় পঠন-পাঠন ও গবেষণায় ব্যাপক সাহায্য হবে।

সেমিনারের দেওয়াল পত্রিকা "স্পন্দন" স্পন্দিত হচ্ছে এখন সহকর্মী ডঃ দিলীপ চক্রবর্ত্তীর তত্ত্বাবধানে।

এ বছরে বিভাগে তিনটি সেমিনার লেক্‌চার হয়েছে (সংশ্লিষ্ট তালিকা দ্রষ্টব্য)। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে কলিকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভাগীয় শিক্ষকরা এ বছরও কিছু শিক্ষামূলক ভ্রমণ সম্পন্ন করেছেন এবং এ বিষয়ে শিক্ষা কর্মীরা পাশে থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করেছেন।

ঘ) অন্যান্য প্রসঙ্গ : ১) বিভাগীয় শিক্ষকরা এবছরও কলকাতা এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প: ব: ফরেষ্ট-সার্ভিস এবং সিভিল সার্ভিস ইত্যাদি পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে অংশ নিয়েছেন। ডক্টরেট থিসিস পরীক্ষায় যুক্ত থেকেছেন অধ্যাপক এস. কে. দাশগুপ্ত, ডঃ সীমানন্দ অধিকারী এবং ডঃ ত্রিলোচন মিশ্র।

২) বিভাগে গবেষণামূলক কাজের গতি ও ব্যপ্তি বাড়ছে, বিশেষতঃ কয়েকবছর পুরানো পূর্ণাঙ্গ পি.জি. স্তরের অবস্থিতি হেতু-এর প্রয়োজনীয়তা বিভাগে পক্ষে অপরিহার্য্য হয়ে পড়ছে। বিভাগের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দ, আমন্ত্রিত শিক্ষক গবেষকগণ ও রিসার্চ স্কলার'রা এ বছরে যা গবেষণা-প্রসূত নিবন্ধ, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বা নিবন্ধ প্রস্তুত করে প্রকাশ করেছেন বা প্রকাশের জন্য যথাস্থানে জমা দিয়েছেন তার তালিকা পৃথকভাবে দেওয়া হোলো। এ বছর এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দাবীদার হিসেবে বিভাগের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা চলে—ডঃ ভানুচন্দ্র নন্দী, যিনি একক গবেষণায় ভারতীয় উপমহাদেশের "সারকোফেজিড্ পতঙ্গ"—গোষ্ঠীর উপর আন্তর্জাতিক মানের পুস্তক রচনা করেছেন যা ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশের অপেক্ষায়; ডঃ নির্মল সরকার ও তাঁর ছাত্রী ধৃতি ব্যানার্জী, হেরোয়িন ড্রাগ এফেক্টের উপর মৌলিক গবেষণা প্রসূত নিবন্ধ নিয়ে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক মহলে সাড়া তুলেছেন। ডঃ সরকারের তত্ত্বাবধানে বিভাগে তৈরী করা ধৃতি ব্যানার্জীর পেপার "Hepatobilliary function in chronic heroin smokers" ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৮২তম অধিবেশনে Young Scientist Programme এ নির্বাচিত হয়েছে। বিভাগে বর্তমান ৮ জন রেজিষ্টার্ড ছাত্র বিভাগের বিভিন্ন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পি এইচ ডি-র কাজ করে চলেছেন।

ডঃ নন্দী, ডঃ দাসগুপ্ত ও ডঃ চক্রবর্ত্তীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় বিভাগে অন্ততঃ তিনটি পতঙ্গ গোষ্ঠীর আন্তর্জাতিক স্তরের প্রজাতি চিহ্নিতকরণের একটি সর্বজন স্বীকৃত কেন্দ্র গড়ে উঠছে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা এসব গোষ্ঠীর ভারতীয় নমুনা চিহ্নিতকরণের কাজ আমাদের কাছে করিয়ে নেওয়া শুরু করেছেন।

৩) ১লা মার্চ, ১৯৯৪, কলকাতায় অনুষ্ঠিত প: ব: রাজ্য বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১ম বার্ষিক সম্মেলনে অংশ নেন বিভাগের স্কলার ধৃতি ব্যানার্জী সহ ডঃ নির্মলকুমার সরকার এবং ডঃ ভানুচন্দ্র নন্দী। এবছরে বিজ্ঞান ভিত্তিক রেডিও টক দেন প্রথম দুজন। ভারতীয় জুলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে বিভাগের ডঃ রূপেন্দু রায় কলকাতায় মে মাসে আয়োজিত অনুষ্ঠিত 'বিশ্ব পরিবেশ দিবসে'র আলোচনাচক্রে যোগ দেন। অপর অধ্যাপক ডঃ সুমিত হোমচৌধুরি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকোয়া-কালচার ইউনিটের সহযোগে তাঁর বিশেষ গবেষণামূলক কাজ—ফাইটোটক্সিন এবং মৎস্যচাষে তার ব্যবহার সম্পূর্ণ করেছেন যা তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন ফিস-বায়োলজি কনফারেন্সে উপস্থাপন করবেন। পার্ট টাইম শিক্ষক প্রদীপ দে অমরাবতী (মহারাষ্ট্র) বিদর্ভ মহাবিদ্যালয়ে জাতীয় স্তরে ইকো-এন্‌ভিরনমেণ্ট সংক্রান্ত সিম্পোজিয়ামে অংশ নেন। ডঃ ত্রিলোচন মিশ্র ফোর্ট উইলিয়ামের সেণ্ট্রাল স্কুলে পি. জি. টি. শিক্ষকদের জন্য রিফ্রেশার্স কোর্সের সেমিনার ক্লাসে অংশ নেন। এ ছাড়া ডঃ প্রবাল দে ও ডঃ সুমিত হোমচৌধুরি নিমপীঠ রামকৃষ্ণ মিশন কৃষিবিভাগে অনুষ্ঠিত মৎস্যচাষ সংক্রান্ত এক প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

৪) বিভাগের শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধির সে ইঙ্গিত গতবছর প্রাসঙ্গিকীতে দেওয়া হয়েছিল তার রূপায়ণ ঘটেছে। বিশেষ ব্যবস্থায় বিধাননগর সরকারী কলেজে পোষ্টিং পেয়ে তিনজন শিক্ষক—ডঃ দিলীপ চক্রবর্ত্তী, ডঃ রূপেন্দু রায় ও ডঃ প্রবাল দে এ বছরের জানুয়ারী থেকে আমাদের বিভাগে পূর্ণাঙ্গভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে কাজ করে চলেছেন। এইভাবেই এ বছরের ডিসেম্বরে আমাদের বিভাগে যোগ দিলেন ডঃ পীযুষকান্তি সাহা। এর ফলে আমাদের পূর্ণাঙ্গ সময়ের শিক্ষক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২ (আমাদের বিভাগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দেশ ২০ জন পূর্ণাঙ্গ শিক্ষক)। বিভাগে আরো ৫ জন গ্রুপ ডি কর্মচারী সংখ্যা বৃদ্ধির যে প্রস্তাবনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে তা কিন্তু এখনও অপূর্ণ। তেমনি অপূর্ণ নিয়ম অনুযায়ী বিভাগীয় শিক্ষকদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পি. জি. জুলজি কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্তি যাতে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বসে পি. জি. জুলজির পাঠক্রমের পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন, পরীক্ষার পরিচালন ইত্যাদির সক্রিয় ভাগীদার হতে পারি। আমাদের নবজাত পি. জি. বিভাগের শ্রীবৃদ্ধির স্বার্থে আমরা এসব বিষয় সংশ্লিষ্ট সবাইকে তৎপর হতে অনুরোধ করছি।

বাংলা বিভাগ

এ বছরে বাংলা বিভাগের পরীক্ষার ফল প্রায় গত দু বছরের মতোই হয়েছে। পার্ট ওয়ান বাংলা অনার্সে পরীক্ষা দিয়েছিল ১৯ জন। তার মধ্যে ১ জন অকৃতকার্য হয়েছে, প্রথম শ্রেণীর অনার্স-নম্বর পেয়েছে ২ জন, ১৬ জন পেয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স-নম্বর। পার্ট টু অনার্স পরীক্ষা দিয়েছিল ১৭ জন, তার মধ্যে ২ জন প্রথন শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে, বাকি ১৫ জন পেয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স।

বাংলা বিভাগে শিক্ষাদানের উপযোগী শ্রেণীকক্ষের শোচনীয় অভাব এখনও রয়েই গেছে। তেতলার একটি ঘরকেই পার্টিশান দিয়ে দুভাগ ক'রে প্রথম বার্ষিক শ্রেণী ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর অনার্স ক্লাস হয়। দোতলায় হিন্দী বিভাগ-কর্তৃক পরিত্যক্ত, পারাবত-কূজন-মুখর, তদীয় পুরীষ-ক্লিন্ন যে ঘরটি তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পঠন-পাঠনের জন্য নির্ধারিত তা কি শ্রেণীকক্ষ হবার সত্যই যোগ্য ?

বাংলা বিভাগের ৯টি অধ্যাপক পদের মধ্যে তিনটি পদই এখন শূন্য রয়েছে। ১৯৯১-এর ১লা নভেম্বর থেকে এই বিভাগের একমাত্র প্রোফেসর পদটি শূন্য রয়ে গেছে। ১৯৯৪-এর ১লা জুলাই থেকে আরও দুটি অধ্যাপক পদ শূন্য হয়। ৯ জনের জায়গায় ৬ জন শিক্ষক নিয়ে সাম্মানিক বাংলায় নির্দিষ্ট পাঠক্রম সম্পূর্ণ করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত বিভূতিভূষণ জন্মশতবর্ষ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯৪-এর ১২ই ও ১৩ই সেপ্টেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে। এই উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাচক্রের দ্বিতীয় দিনে ডঃ কার্তিক লাহিড়ীর 'বিভূতিভূষণ : স্বীকারোক্তি ও সমালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধপাঠের পরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক অরুণকুমার ঘোষ। ১৯৯৪-এর ১৯শে ডিসেম্বর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়নের জন্য সাহিত্য আকাদেমির আঞ্চলিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অন্যতম বিশেষজ্ঞ হিসেবে যোগ দেন অধ্যাপক ঘোষ।

১৯৯৪-এর এপ্রিলে ঢাকায় অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র সাহিত্য-সম্মেলনে প্রবন্ধপাঠের জন্য আমন্ত্রিত হন ডঃ দেবদাস জোয়ারদার। সরকারি লালফিতের কালহরণে তিনি শেষ পর্যন্ত ঢাকা যাওয়ার অনুমতি না পেলেও তাঁর অনুপস্থিতিতেই সম্মিলনে তাঁর প্রেরিত 'রবীন্দ্র চেতনায় আধুনিকতা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পঠিত হয়।

গত পঁচিশে বৈশাখে আকাশবানীর সংবাদ পরিক্রমায় ডঃ জোয়ারদারের রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক একটি লেখা সম্প্রচারিত হয়। ডঃ জোয়ারদার টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের রবীন্দ্র সাহিত্য-পাঠক্রমের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং ইনস্টিটিউটের মুখপত্র 'রবীন্দ্রভাবনা'-র যুগ্ম সম্পাদক।

ডঃ হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বহুমুখী সাহিত্যকর্ম আলোচ্য বছরেও অব্যাহত রয়েছে। আকাশবাণী কলকাতাতে তাঁর লেখা তিনটি নাটক সম্প্রচারিত হয় এবং কলকাতা দূরদর্শনে প্রদর্শিত হয়েছে তাঁর গৃহীত একটি সাক্ষাৎকার। 'আকাশবাণী' কলকাতা থেকে সম্প্রচারিত হয় তাঁর একটি গ্রন্থ-সমালোচনা ও 'চিরকালের সুকুমার রায়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ। 'দেশ' ও 'আনন্দবাজার'-এ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর একাধিক উল্লেখ্য গল্প। 'কিশোর ভারতী' পত্রিকায় গত মার্চ মাস থেকে তাঁর লেখা একটি কিশোর উপন্যাস ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

১৯৯৪-এর ৭ই ডিসেম্বর বুধবার বাংলা বিভাগের উদ্যোগে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়াণ-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। ঐ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্রে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেন কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দুই বিশ্রুত অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগের শ্রীঅরুণকুমার দাশগুপ্ত, বাংলা বিভাগের শ্রীউজ্জ্বলকুমার মজুমদার।

ভূগোল বিভাগ

১৯৯৪-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল অন্যান্য বছরের মতোই ভাল হয়েছে। তৃতীয় বর্ষ সাম্মানিক ভূগোলের ২১ জনের মধ্যে ২০ জন পার্ট টু পরীক্ষা দেয়। তার মধ্যে ১৩ জন প্রথম শ্রেণী ও বাকী ৭ জন উচ্চ দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে। ২য় বর্ষ সাম্মানিক ভূগোলের যে ২০ জন ছাত্রছাত্রী পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দেয় তার মধ্যে ৫ জন প্রথম শ্রেণী ও ১৫ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স লাভ করেছে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে ৪৫% ছাত্রছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এম. এস-সি পরীক্ষায় আমাদের ছাত্রীরা (৪ জন) সবাই প্রথম শ্রেণী পেয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত লীলা মাহাতো প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে।

এই শিক্ষাবর্ষে ভূগোলের ব্যবহারিক ক্ষেত্র-শিক্ষণের জন্য তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অধ্যাপক গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনের পাশে কোপাই নদী উপত্যকায় সফর করেন। এর পরে অধ্যাপক বিমলকুমার চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুধাংশু শেখর দাস ও শ্রীজয়দেব দাস মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর পাঁচমারী অঞ্চলে ২য় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সফর করেন। ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ডঃ গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এ বছর একাধিক আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন। বিড়লা ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়মে ১৯-৩-৯৪-তে তিনি 'লাদাখ হিমালয়ের ভৌগোলিক পরিবেশ ও মানবজীবনের বিবর্তন' সম্বন্ধে, ৯-৪-৯৪-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের ইনস্টিট্যুট অব্‌ কালার ট্র্যান্‌স্‌পেরেন্সিতে 'হিমালয়ের মালানা অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবর্তন' সম্বন্ধে এবং ৩-৯-৯৪ তে কলকাতার উইমেন খ্রীশ্চিয়ান কলেজে 'পশ্চিম হিমালয়ের হিমবাহ ও পরিবেশ' সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

আলোচ্য বর্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন পাঠ্যসূচী প্রণয়ণে ভূগোল বিভাগের সমস্ত অধ্যাপকই

সক্রিয় ভূমিকা নেন। Geographical Institute এর বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসব এই কারণে এখনও করা যায়নি। মনে হয় জানুয়ারী মাসে এটি করা যাবে। অবশ্য আমাদের প্রাচীর পত্রিকা TRAVERSE সময়মতো বেরোচ্ছে।

এ বছর থেকে ভূগোলের পাস কোর্স পুনরায় চালু হয়েছে। ১৯৬৭ থেকে মূলতঃ স্থানাভাবের জন্য পাশকোর্স বন্ধ ছিল। মনে হয় স্থানাভাব অদুর ভবিষ্যতে মিটে যাবে।

ভূগোলের পঠন ও গবেষণার উপযুক্ত উপকরণ থাকা সত্ত্বেও ভূগোল বিভাগের ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ পরিসরের জন্য শিক্ষণ প্রয়াস ব্যাহত হচ্ছে। স্নাতকোত্তর স্তরে ও এই বছর থেকে স্নাতক স্তরে নতুন পাঠক্রম চালু হয়েছে। এই নতুন পাঠক্রমের জন্য প্রয়োজন : ক) আরও নতুন বই ; খ) ল্যাবরেটরীতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও পুরোনো যন্ত্রপাতির সংস্কার ; গ) আরও কয়েকজন শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারী ; ঘ) উপযুক্ত গবেষণাকক্ষ, শ্রেণীকক্ষ, গ্রন্থাগারকক্ষ ও একটি স্টোররুম।

স্থানাভাব ও লোকাভাব ভূগোল বিভাগের মুখ্য সমস্যা। নতুন পাঠক্রমের প্রবর্তনে এবং পাস কোর্স শুরু হওয়ায় এ সমস্যা আরও গভীর হয়েছে। ১৯৯৪ সালে জুলাই মাসে স্টোরকিপারের পদে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মুখার্জী যোগ দিয়েছেন। এই পদটি প্রায় দু বছর শূন্য ছিল। হাজার হাজার বই, অ্যাটলাস, মানচিত্র ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও দেওয়া নেওয়ার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন একজন স্টেনোটাইপিস্ট, যিনি অ্যামোনিয়া প্রিন্ট জেরক্স মেশিন চালাতে পারবেন। অধ্যাপকের সংখ্যা ক্রমশঃ না বাড়ালে দায়িত্ব সহকারে স্নাতকোত্তরে পঠন-পাঠন শুরু করা যাবে না। এই বিভাগের ডেমনস্ট্রেটার এর পদটি বহুদিন ধরে শূন্য পড়ে আছে। গত ১১ই নভেম্বর শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, প্রাক্তন নকশাকার অসুস্থতার পর প্রয়াত হন। তিনি ১৯৫০ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত এই বিভাগে কর্মরত ছিলেন এবং কলেজের অন্যান্য বিভাগের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। এই বিভাগ তাঁর প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

ভূতত্ত্ব বিভাগ

অন্যান্য বছরের মতোই এবারও ভূতত্ত্ব বিভাগের ১৯৯৩-৯৪ সালের শিক্ষা, ক্ষেত্র শিক্ষণ এবং গবেষণার কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়ে চলেছে। বর্তমানে প্রাক্ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ৮১ এবং ৪ এবং গবেষকের সংখ্যা ১১, যারা বিভিন্ন C S I R, UGC (DSA) এবং DST প্রকল্পের কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় এই বিভাগের ফল বেশ ভালো। ১৯৯৪ সালে B. Sc Part-I পরীক্ষায় ১৮ জনের মধ্যে ৭ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে এবং M. Sc. Part-I এ চারজনই দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। ক্ষেত্র শিক্ষণের জন্য ছাত্রছাত্রীদের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, সিকিম এবং মধ্যপ্রদেশের কোন কোন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এছাড়া স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রদের M.Sc গবেষণাপত্রের জন্য স্বতন্ত্রভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ ডঃ অজিতকুমার সাহা বিভাগের সঙ্গে সরকারের এমেরিটাস প্রফেসার হিসেবে যুক্ত রয়েছেন এবং বিভিন্ন সেমিনার ও আলোচনাচক্রের আয়োজনে উৎসাহ দান করছেন। তাছাড়া অধ্যাপক মিহিরকুমার বসুও আগের মতই CSIR Emeritus Scientist হিসাবে এই বিভাগে গবেষণারত রয়েছেন।

অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ এই যে, Geological Survey of India-র ভূতপূর্ব Director General, ডঃ ডি কে রায় এই বিভাগে ১৯৯৩ সাল থেকে গবেষণার সঙ্গে যুক্ত আছেন। তিনি যে কাজে ব্যাপৃত আছেন তা হলো "The relation of metallogeny with Crustal evolution in the Pre Cambrian Shield of India (Preparation of Monograph) in collaboration with the Indian Society of Earth Sciences, Presidency College, Calcutta."

বর্তমানে বিভাগে একটি রীডার এবং একটি প্রফেসরের পদ খালি রয়েছে। এছাড়া Contract Service (COSIS-UGC) একজন অধ্যাপক, দুজন রীডার এবং একজন রিসার্চ এসোসিয়েটের পদ এখন পূরণ করা যায় নি। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সবগুলি পদই পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন।

বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক প্রদীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায় নূতন দিল্লীর UGC-র Earth Science Pannel-র সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন গত জুন মাস থেকে। এছাড়া তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের পরামর্শদাতা হিসাবেও রয়েছেন। এই বিভাগের অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর ঘটক IGCP 288 International Field Workshop-এ অংশগ্রহণ করেন জানুয়ারি ১৩—২১ তারিখ পর্যন্ত। এছাড়া তিনি ডিসেম্বরের ২৩-২৪ তারিখের Dhalla Univesity-তে আমন্ত্রিত হন ভাষণ দেবার জন্য। তিনি UNESCO Sponsor IGCP 368 Project on Protorozoid Fold belts of Gondwana Land-এ অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রিত হন এবং Gondwana Research Group, Japan-র Accorded Member নির্বাচিত হন। এই বিভাগের অপর এক অধ্যাপক ডঃ সাগরলাল রায় Indian Geological Congress-র Executive Council-এর সদস্য নির্বাচিত হন। এছাড়া তিনি Geological Association and Research Centre Balaghat-এর Editorial Board-এর সদস্যও নির্বাচিত হয়েছেন।

এবছর একজন পি এইচ ডি থিসিস্ জমা দিয়েছেন অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের অধীনে কাজ করে।

গত ১৭ই নভেম্বর UGC Advisory Committee DSA Phase II-এ যে প্রকল্পগুলি চলছিল সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার এবং উড়িষ্যায় সেগুলির কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন এই বিভাগে এসে এবং তাঁদের মূল্যবান মতামত এই বিষয়ে পেশ করেন। এই বিভাগে গবেষণার কাজে তারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এছাড়াও Data Base এবং Computer Modelling-এর কাজও সন্তোষজনক। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা গত বছর এখানে গবেষণার কাজ করে গেছেন তাঁরাই আবার এবছরেও কাজ করতে আসেন এই বিভাগে।

এবছর এস রে মেমোরিয়াল লেকচার দেন অধ্যাপক অজিতকুমার সাহা। তাঁর বিষয় ছিল: "Early History of the Earth — Example from Eastern Indian Shield".

গভীর শোকের বিষয় এই যে শ্রীনিশিকান্ত সরকার, যিনি প্রায় ৪০ বছর ধরে এই বিভাগের স্টোর-কিপারের দায়িত্ব অত্যন্ত বিশ্বস্তার সঙ্গে পালন করেছিলেন, তিনি গত জুন মাসে দেহ রক্ষা করেন। এছাড়া Dr. W. D. West ভূতপূর্ব Director, G S I. যিনি এই কলেজে ১৯৩১-১৯৩৩ অবধি শিক্ষকতা করেছিলেন তিনিও ১৯৯৪ সালে মারা যান। এছাড়াও এই বিভাগের অপর এক ভূতপূর্ব শিক্ষক (১৯৪৯-১৯৬৫) এবং

পরে যিনি বি. ই. কলেজে বদলি হন সেই অধ্যাপক গৌরীকান্ত মোদকও দেহরক্ষা করেন এই বছরে। এঁদের মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত এবং তাঁদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

Geological Institute-এর মুখপত্র ভূবিদ্যার Golden Jubilee Volume একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই বছরেই প্রকাশিত হতে চলেছে।

এছাড়া এই বিভাগের বিশ্রুত গবেষণামূলক পত্রিকা "The Indian Journal of Earth Sciences" স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

জিওলজি বিভাগের নূতন (Extension IV) অংশটির কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। আশা করা যায় নূতন বছরে আমরা এই অংশে আমাদের বিভাগের গবেষণার কাজ আরো দ্রুততার সঙ্গে সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে পারবো।

রসায়ন বিভাগ

এই বিভাগের পঠন-পাঠন, গবেষণা ও পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যাবলী আগের মতই সন্তোষজনক। পরীক্ষার ফল এবারেও উৎসাহব্যঞ্জক। এবছর স্নাতক পর্যায়ে ১৩ জন এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১১জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। বর্তমানে এই বিভাগে বিভিন্ন অধ্যাপকদের অধীনে বিভিন্ন গবেষণাপ্রকল্পে মোট গবেষকের সংখ্যা ৯।

আমাদের বর্তমান তৃতীয় বর্ষের ছাত্র (স্নাতক পর্যায়ে) শ্রীমান প্রতীপ ভট্টাচার্য গত গ্রীষ্মাবকাশে ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অব্‌ সায়েন্সের অধীনস্থ জওহরলাল নেহেরু সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড সায়েন্টিফিক রিসার্চ আয়োজিত সামার রিসার্চ ফেলোশিপ প্রোগ্রাম '৯৫-এর জন্য নির্বাচিত হয়ে হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক গোবর্ধন মেহ্‌তার অধীনে ক্যান্সার ও এড্‌স-প্রতিরোধী ম্যাঞ্জামাইন (Manzamine) উপক্ষারের উপর দুমাস সফল গবেষণা করেছে।

এই বিভাগের অধ্যাপক ডঃ পরিমলকৃষ্ণ সেন গত ২৭শে এপ্রিল ১৯৯৪ তারিখে ডঃ এস.এন.ভাটনগরের উপরে "The Pioneer of Industrial Research in India"-শীর্ষক এবং গত ৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৪ তারিখে হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজ–অধ্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনের জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানের অংশ হিসাবে "ভারতবর্ষে রসায়নশিক্ষা" শীর্ষক বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক ডঃ সঞ্জীব ঘোষ ১৯৯৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে Bose Institute আয়োজিত IUBMB Indian Satellite Symposium on Protein Structure, Function and Engineering-এ উপস্থিত থেকে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন এবং অধ্যাপক ডঃ দীপক কুমার মণ্ডল উক্ত আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন। অধ্যাপক ডঃ সঞ্জীব ঘোষ ট্রম্বের ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে আমন্ত্রিত হয়ে "Radiation and Photochemistry"-র ওপর অলোচনাচক্রে বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক বিভূতিভূষণ মাজি, অধ্যাপক ডঃ রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক ডঃ অচিন্ত্যকুমার সরকার ২২-৩-৯৪ ও ২৩-৩-৯৪ তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত জৈব রসায়নের ওপর পঞ্চদশতম জাতীয় আলোচনাচক্রে (NASOC XV) অংশগ্রহণ করেন এবং ১৪-১২-৯৪ ও ১৬-১২-৯৪ তারিখে গুজরাটের ভাবানগরে (CSMCRI) অনুষ্ঠিত ডি.এস.টি-র ত্রয়োদশতম "Group Monitoring Workshop"-এ অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক ডঃ অচিন্ত্যকুমার সরকার।

এই বিভাগের বিভিন্ন অধ্যাপক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক স্টাফ কলেজ আয়োজিত বিভিন্ন পুনরনুধ্যান শিক্ষাক্রম (refreshers' course)-এ উপস্থিত থেকে বক্তৃতা করেন। বিস্তৃত তথ্য নীচে দেওয়া হ'ল :—

ক) গত ফেব্রুয়ারী মাসে (২রা থেকে ২৪শে) আয়োজিত "Organometallic Chemistry and Biological Aspects of Co-ordination Compounds" শীর্ষক পাঠ্যসূচীতে অংশগ্রহণকারী অধ্যাপকবৃন্দ :—

১) অধ্যাপক ডঃ সঞ্জীব ঘোষ : ৩-২-৯৪ তারিখে "Phosphorescence Spectroscopy : A Technique of Studying Biomolecule" বিষয়ে।

২) অধ্যাপক ডঃ পরিমলকৃষ্ণ সেন : ৬-১-৯৪ নারিখে "Bonding in Organomettalic Complex" শীর্ষক বক্তৃতাচক্রে সভাপতিত্ব করেন।

৩) অধ্যাপক ডঃ হিমাংশুরঞ্জন দাস : ১৭-২-৯৪ তারিখে "Chemistry of the atmosphere and its impact on the environment বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং "Fundamental considerations on the role of mentalions and ternery complexes in Biological Systems" শীর্ষক বক্তৃতাচক্রে সভাপতিত্ব করেন।

৪) অধ্যাপক ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত : ২২-২-৯৪ তারিখে "Redox potential Diagram and their intherpretations and applications" বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং "Trace elements in sea water" শীর্ষক বক্তৃতাচক্রে সভাপতিত্ব করেন।

৫) অধ্যাপক ডঃ গৌতম সিদ্ধান্ত : ২১-২-৯৪ তারিখে "IUPAC Nomenclature of Inorganic compounds" বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং "Electronic spectra of Transition Metal Complexes" শীর্ষক বক্তৃতাচক্রে সভাপতিত্ব করেন।

৬) অধ্যাপক ডঃ হরিগোপাল মিত্র মুস্তাফি ঐ শিক্ষাক্রমে অংশগ্রহণ করেন এবং ৫-৯-৯৪ তারিখে "Studies on Cryptates" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

খ) গত মার্চ-এপ্রিল মাসে (১৯৯৪) আয়োজিত "Topics in Physical Chemistry" শীর্ষক পাঠ্যসূচীতে "Fluorescence and Phosphorescence Spectroscopy and its application" শীর্ষক দুটি বক্তৃতামালায় বক্তৃতা দেন।

গ) গত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে (২১-১১-৯৪ — ৯-১২-৯৪) আয়োজিত "Recent Developments in Understanding Chemical Reactivity" শীর্ষক শিক্ষাক্রমে অংশগ্রহণকারী অধ্যাপকবৃন্দ :

১) অধ্যাপক সঞ্জীব ঘোষ : ২৬-১১-৯৪ তারিখে "Optical Emission Spectroscopy — its application in studying interaction of biomolecules, with other molecules" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

২) অধ্যাপক পরিমলকৃষ্ণ সেন : ৬-১২-৯৪ তারিখে "Molecular Recognition" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

৩) অধ্যাপক হিমাংশুরঞ্জন দাস : ২৮-১১-৯৪ ও ৭-১২-৯৪ তারিখে "Organometallic Compounds : Structure and Reactivity" বিষয়ে দুটি বক্তৃতা করেন।

৪) অধ্যাপক মনোতোষ দাশগুপ্ত : ১-১২-৯৪ তারিখে "Noble Metal Compounds" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

৫) অধ্যাপক গৌতম সিদ্ধান্ত : ৩-১২-৯৪ তারিখে "Inert gas compounds" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

এছাড়া অধ্যাপক মনোতোষ দাশগুপ্ত ২৪-৩-৯৪ তারিখে বিকাশ ভারতী ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও প্রেসিডেন্সি কলেজ কর্মী সংস্কৃতি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে মাদক ও এড্‌স্‌ সম্বন্ধে গণচেতনা উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনাচক্রে মদ্যপান (Alcoholism) বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

এবছরও এই বিভাগের উদ্যোগে নিয়মিত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বক্তৃতার বিষয় পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হল। বিভাগীয় দেওয়াল-পত্রিকা "কিমিয়া" অধ্যাপক সঞ্জীব ঘোষের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বিভিন্ন বর্ষের ছাত্রদের যে সব লেখা এতে প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্য দিয়ে এদের বিশ্লেষণী ক্ষমতা, পর্যবেক্ষণ ও তজ্জনিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা ও রচনাশৈলীর উৎকর্ষের পরিচয় মেলে।

দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে কাজ করার পর বিভাগের ইন্সট্রুমেন্ট কীপার শ্রীকাননবিহারী দাস এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী শ্রীহেমন্তকুমার দাস, শ্রীকল্পনাথ রাম ও শ্রীজীবনকৃষ্ণ পাঁজা অবসর গ্রহণ করেছেন।

গত ১লা অক্টোবর, ১৯৯৪ তারিখে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের (সাম্মানিক) ও স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্ররা সমস্ত অধ্যাপক ও কর্মীদের উপস্থিতিতে এক মনোজ্ঞ ও প্রাণবন্ত "নবীনবরণ" অনুষ্ঠানে সাম্মানিক প্রথমবর্ষের নবাগত ছাত্রদের বরণ করে নেয়।

এই বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত জৈব রসায়নের শুরুতে 'বর্ধন ও সেনগুপ্ত সংশ্লেষণের' জন্য বিশ্ববিশ্রুত। ১৯৯২ সালে ঐ সংশ্লেষণের ষাট বছর পূর্ণ হয়েছে। এই ঘটনা স্মরণ করার জন্য গত ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৯৪ তারিখে অধ্যাপক সেনগুপ্তের জন্মদিনে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাল রয়েল কেমিক্যাল সোসাইটির পূর্ব শাখা (Eastern Chapter)।

রাশিবিজ্ঞান বিভাগ

আলোচ্য বর্ষে বিভাগের স্নাতক স্তরের যে সব ছাত্র-ছাত্রী বি. এস-সি পার্ট-ওয়ান ও পার্ট-টু পরীক্ষায় বসেছিল তাদের ফলাফল বেশ সন্তোষজনক হয়েছে।

মোট এগার জন ছাত্রছাত্রী ১৯৯৪-এর বি. এস-সি, পার্ট-টু পরীক্ষায় বসেছিল। তাদের মধ্যে চার জন প্রথম শ্রেণী ও বাকি সাতজন দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্মান সহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

১৯৯৪-এর বি. এস-সি পার্ট-ওয়ান পরীক্ষায় বসেছিল সাম্মানিক স্তরের মোট পনের জন ছাত্র-ছাত্রী। তাদের মধ্যে সাতজন রাশিবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীর ও ছয়জন দ্বিতীয় শ্রেণীর নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে ; বাকি দুজনের ফলাফল অসম্পূর্ণ আছে।

পূর্ববর্তী বছরের মতো এ বছরেও বিভাগের শিক্ষকেরা অধ্যপনা ও নিজেদের গবেষণা-কর্ম ছাড়াও বিভিন্ন পেশাগত প্রতিষ্ঠানের কাজে যুক্ত থেকেছেন।

গত বৎসরের মতো এবারেও রাশিবিজ্ঞান বিভাগ কলেজের বিভিন্ন বিভাগে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সময় 'পার্সেণ্টাইল ইকুইভ্যালেন্স' পদ্ধতি অনুযায়ী একটি সূত্র নিরূপণ করেন যার সাহায্যে বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণ সংস্থা, যথা পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক সংসদ, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর সেকেণ্ডারী এডুকেশন ও অন্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত নম্বরের মানগত ফারাক দূর করে ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচন করা হয়। গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসর বিশদতর তথ্য থাকার ফলে ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচন পদ্ধতি অনেক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর অতীন্দ্রমোহন গুণ আলোচ্য বর্ষে নিম্নবর্ণিত অনুষ্ঠানসমূহে আমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতাদান করেছেন: (১) মার্চ মাসে বিশ্বভারতীর পল্লীশিক্ষাসদনের আমন্ত্রণে "Commonsense and Statistics" বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন, (২) ২রা অক্টোবর জয়শ্রী ফাউণ্ডেশন আয়োজিত লীলা রায় জন্মদিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আহূত সভায় বিশেষ আমন্ত্রিত হয়ে "জনসংখ্যা সমস্যা ও জাতীয় উন্নয়ন" সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছেন।

ডঃ বিশ্বনাথ দাস ব্যুরো অব ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্সের ম্যানেজমেণ্ট এ্যাণ্ড সিস্টেমস ডিভিশন কাউন্সিল এবং এর কয়েকটি সাবকমিটি ও প্যানেলের সদস্য হিসাবে এবছর কাজ করেছেন। সংখ্যা, সি.এস.এ বুলেটিন, আই. এ. পি. কিউ. আর ট্রানজাক্‌শনস্ এবং ডিসিশন নামক বিভিন্ন বিজ্ঞান পত্রিকার নির্দেশক হিসাবে এবং আমেরিকার Executi2e Science Institute Journal-এর সংক্ষেপক হিসাবে তিনি কাজ করেছেন। তিনি আমন্ত্রিত বক্তৃতা দিয়েছেন ২৯শে জানুয়ারী অপারেশনস সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া আয়োজিত সেমিনারে "Normalisation of scores awarded by different equivalent examinations" এই বিষয়ে, Indian Accociation for cultivation of Science-এ ১১ই আগষ্ট "ISO 900 series of standards" বিষয়ে, এবং ২৫শে নভেম্বর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশিবিজ্ঞান বিভাগে "Tests of location and Dispersion based on Gauging" বিষয়ে। এছাড়া গুয়াহাটির ইণ্ডিয়া কার্বন সংস্থায় ২৭ ও ২৮শে নভেম্বর ISO 9000 series of standards বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। ৫ই সেপ্টেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজেও ইউ. জি. সি-র উদ্যোগে আয়োজিত Importance of Orientation Programme and Refreshers Course for University and College Teachers বিষয়ে একদিনের সেমিনারে কলেজের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি এছাড়া Indian Association for Productivity, Quality and Reliability কর্তৃক ২৪ ও ২৫শে সেপ্টেম্বর কলকাতায় আয়োজিত National Conference on Quality : Inputs from Science and Technology-তে অংশগ্রহণ করেন।

শ্রীঅসিতবরণ আইচ সেপ্টেম্বরের ২৪-২৫ তারিখে আই. এ. পি. কিউ. আর এবং বিজ্ঞান কংগ্রেস দ্বারা যৌথভাবে আয়োজিত Quality : Inputs from Science and Technology নামক একটি সর্বভারতীয় সম্মেলনে যোগদান করেন এবং একটি গবেষণা প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শ্রীশৈবাল চট্টোপাধ্যায় আমেরিকার কানেকটিকট্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Sequential Infereuoe-এ পি এইচ ডি-র কাজ সমাপ্ত করে এই বছরের আগষ্ট মাসে বিভাগে পুনরায় যোগদান করেছেন।

শ্রীতুষারকান্তি ঘড়া ডিসেম্বরের ১২—১৭ তারিখে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউট, কলকাতা আয়োজিত Winter School on Directional Data-এ অংশগ্রহণ করেন।

ডিসেম্বর ৩০, ১৯৯৪ — জানুয়ারী ২, ১৯৯৫ তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশিবিজ্ঞান বিভাগে আয়োজিত International Triennial Calcutta Symposium on Probability and Statistics-এ গবেষণা প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক অসিত আইচ ও তুষারকান্তি ঘড়া। এছাড়াও এই Symposium-এ সংগঠক সমিতির সদস্য হিসাবে কাজ করেছেন ডঃ বিশ্বনাথ দাস এবং অংশগ্রহণ করেছেন অধ্যাপক অতীন্দ্রমোহন গুণ, শ্রীদেবেশ রায় ও ডঃ শৈবাল চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীদেবেশ রায় জানুয়ারী মাসে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউট, কলকাতা আয়োজিত একটি Refresher Course-এ যোগদান করেন।

শ্রীঅসিতবরণ আইচ ও শ্রীদেবেশ রায় এবছর পি. এইচ. ডি ডিগ্রির জন্য কাজ শেষ করে গবেষণাপত্র জমা দিয়েছেন।

স্বর্ণজয়ন্তী উৎসব

সারা ভারতের মধ্যে কলেজীয় স্তরে রাশিবিজ্ঞান পঠন-পাঠনের এই প্রথম বিভাগটির স্বর্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষে ডিসেম্বর '৯৪-এর ২৪ ও ২৫ তারিখে দুদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ডিসেম্বরের ২৪ তারিখে ডিরোজিও হলে স্বর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান খ্যাতনামা রাশিবিজ্ঞানী অধ্যাপক অনিলকুমার ভট্টাচার্য। এই অনুষ্ঠানে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক অমলকুমার মুখোপাধ্যায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাশিবিজ্ঞানী প্রফেসর সি. আর. রাও এবং রাজ্য উচ্চশিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী। প্রফেসর রাও তাঁর ভাষণে এদেশে রাশিবিজ্ঞান চর্চায় এবং শিক্ষাবিস্তারে এই বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। এই অনুষ্ঠানে বিভাগের ছ'জন খ্যাতনামা অধ্যাপক (সর্বশ্রী অনিল ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, অতীন্দ্রমোহন গুণ, মিলন গুপ্ত ও ভাগবত দাশগুপ্ত) এবং দুজন শিক্ষাকর্মীকে (শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীসুধীর সরকার) সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়া, প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যাপক এবং শিক্ষাকর্মীদেরও স্মারক উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। পরিশেষে, অধ্যাপক অনিলকুমার ভট্টাচার্যের সম্মানার্থে একটি festschrift বের করা হয়। রাশিবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সাম্প্রতিক গবেষণার উপর প্রায় ২০টি মূল্যবান গবেষণাপত্র এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। এছাড়া প্রকাশিত হয়েছে একটি স্বর্ণজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ।

কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের যে গবেষণাগারে ১৯৩১ সালে ISI স্থাপিত হয়, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর তার প্রবেশদ্বারে অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী প্রফেসর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের একটি স্মৃতিফলকের উদ্বোধন করেন। এছাড়া 'ভারতবর্ষে রাশিবিজ্ঞানের অগ্রগতি ও চর্চা'-র উপর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এর উদ্বোধন করেন প্রফেসর রাও। এই প্রদর্শনীটি খুবই প্রশংশিত হয়েছে। এই দিনের আর একটি অন্যতম আকর্ষণ ছিল বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ-এর অর্থানুকুল্যে আয়োজিত একটি জাতীয় সেমিনার। এর বিষয় ছিল : 'Statistics—its Social Relevance'। এতে দেশ-বিদেশ থেকে আগত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছেন। এই সেমিনারে বক্তারা বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানে রাশিবিজ্ঞানের উপযোগিতা এবং বিজ্ঞানের এই শাখাটির বিকাশ ও তার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। পুরো অনুষ্ঠানটি খুবই শিক্ষাপ্রদ ও মনোগ্রাহী হয়েছে।

২৫শে ডিসেম্বরের অনুষ্ঠান শুরু হয় বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন অনুষ্ঠান দিয়ে। এতে পুরোনো ছাত্রছাত্রীরা অতীত দিনের স্মৃতিচারণ করেন। এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা যে আসলে একই পরিবারের সদস্য, এটা নতুন করে সবাই উপলব্ধি করেন।

এর পরের অনুষ্ঠান ছিল আন্তঃকলেজ প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাশিবিজ্ঞান সাম্মানিক পর্যায়ে পড়ানো হয়, যথা প্রেসিডেন্সি, আশুতোষ, নরেন্দ্রপুর, হলদিয়া কলেজ ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, তারাই শুধু এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। এই প্রতিযোগিতার বিশেষত্ব ছিল রাশিবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপর প্রশ্ন। এই প্রতিযোগিতায় নরেন্দ্রপুরকে হারিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়।

এই দিন এছাড়াও পুরনো ও বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে একটি উপভোগ্য ক্রিকেট ম্যাচের আসর বসে। রাশিবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরাও যে ক্রিকেট ভালোই বোঝেন এবং খেলেন, সেদিন সেটা প্রমাণিত হল!

দু-দিনই সন্ধ্যেবেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের অ-বাক নাটক, গান এবং নাচ, প্রতুল মুখোপাধ্যায়সহ প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের গান, প্রদীপ ঘোষের আবৃত্তি এবং অমর-সব্যসাচীর হ্যাণ্ড-শ্যাডোগ্রাফী খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। এছাড়া প্রতিদিনই দুপুরবেলা পর্যাপ্ত মধ্যাহ্নভোজের (প্রথমদিন সম্পূর্ণ বাঙালী ঘরানায়!) আয়োজন ছিল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

১৯৯৪ সালের বি এ পার্ট-টু পরীক্ষায় বিভাগের কোন ছাত্র-ছাত্রী প্রথম শ্রেণীর অনার্স লাভ করেনি। তবে পার্ট-ওয়ান পরীক্ষায় তিনজন ছাত্রী প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে।

এই বছর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ও কাউন্সিল ফর পলিটিক্যাল স্টাডিজ-এর যৌথ উদ্যোগে 'হ্যারল্ড ল্যাস্কির জীবন ও কর্ম' বিষয়ে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিভাগীয় প্রধান ডঃ প্রশান্ত রায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনষ্টিটিউট অব্ এশিয়ান স্টাডিজ আয়োজিত Politics and Development in Asia বিষয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে 'Free Market, closed Polity' শীর্ষক বক্তৃতা করেছেন। ডঃ রায় ICSSR ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত Orientation Course of Research Methodology-তে অংশগ্রহণ ও 'Problems of Research in the Third World' বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন। UGC ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ আয়োজিত Refresher Course-এ (ডিসেম্বর '৯৪) 'Post Colonial State' বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

বিভাগের অধ্যাপক অশোককুমার মুস্তাফি প্রেসিডেন্সি কলেজ আয়োজিত আলোচনাচক্রে ডিরোজিও -র ওপর বক্তৃতা দিয়েছেন। Demographic Society of India আয়োজিত 'জনসংখ্যা ও জনশিক্ষা' বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন। Society and Change আয়োজিত আলোচনাচক্রে 'Political Criminalisation' বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন। বিভাগ ও কাউন্সিল ফর পলিটিক্যাল স্টাডিজ-আয়োজিত আলোচনাচক্রে 'হ্যারল্ড ল্যাস্কি' বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন। র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট আয়োজিত আলোচনাচক্রে 'Laski & India' শীর্ষক বক্তৃতা দিয়েছেন।

বিভাগের অধ্যাপক কৃত্যপ্রিয় ঘোষ সাহিত্য একাডেমি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় আলোচনাচক্রে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও বাঙালি সমাজ (১৯২৩-১৯৫৩)' বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। UGC ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ আয়োজিত দুটি Refreshers Course-এ সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে যথাক্রমে 'Sociological foundation of Tagores Political Thought' এবং 'Colonial mode of Education and Vidyasagar' বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন।

শারীরবিদ্যা বিভাগ

এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ১৯৯৪-এর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল তুলনামূলকভাবে পূর্বেকার বছরগুলোর চেয়েও অনেক বেশী সন্তোষজনক। উল্লেখযোগ্য, এম. এস-সি এবং বি. এস-সি পার্ট-টু, এই দুটি পরীক্ষারই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থানাধিকারী কৃতী ছাত্রছাত্রীরা এই বিভাগের। স্নাতক পর্যায়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে (বি. এস-সি পার্ট টু) সর্বোচ্চ নম্বর পাবার কৃতিত্বও এই বিভাগের একজন ছাত্রীর। বি. এস-সি পার্ট টু অনার্স পরীক্ষায় সর্বমোট ১৪ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১২ জন প্রথম শ্রেণীতে এবং পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় সর্বমোট ১৮ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১৪ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। এম. এস-সি পার্ট টু পরীক্ষায় ৪ জন এবং পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ১ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

এই বিভাগের তিনটি শূন্যপদে এখনো কোন শিক্ষক নিযুক্ত হন নি। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারিক পাঠ্যসূচীর কিছু কিছু পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা হয়েছে। যুগোপযোগী শিক্ষাপ্রসার এবং প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে এসব পরিবর্তন আনা হলেও, উপযুক্ত কিছু ব্যবস্থার অভাবে এবং অপ্রতুল শিক্ষক-সংখ্যার জন্য, পরিবর্তিত সবরকম সুযোগ-সুবিধা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ঠিক ঠিক দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য, প্রয়োজনের কথা স্মরণ রেখে, পঠন-পাঠনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য শূন্যপদগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ অবিলম্বে প্রয়োজন।

যদিও, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদানের অভাবে এধরনের ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত তত্ত্বমূলক বিষয়গুলির মধ্যে কয়েকটির জন্যও শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা ক্ষেত্র-সমীক্ষা (Field Study) একান্তই আবশ্যিক হওয়া প্রয়োজন। এধরণের শিক্ষাপদ্ধতির গুণগত উৎকর্ষ যেমন রয়েছে, তেমনি ক্ষেত্র-সমীক্ষার মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা কর্ম-ক্ষেত্রের প্রকৃত পরিবেশ এবং কার্যগত খুঁটিনাটি উপলব্ধি করার সুযোগ পায়। সাম্মানিক তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা অন্যান্য বছরের মত এবছরেও নিজেদের উদ্যোগে ও বিভাগীয় শিক্ষকদের সহায়তায় দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ক্ষেত্র-সমীক্ষা করে এসেছে। এজন্য সরকারের কাছে ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত ব্যয়ের অনুদানের জন্য আবেদনও করা হয়েছে। ক্ষেত্র-সমীক্ষার ফলাফল সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ব্যবহারিক পরীক্ষার অংশবিশেষ হিসেবে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করে। সরকারের কার্পণ্য এবং অনুদানের অনিয়মতায় এসব কিছুর ব্যয়ভার ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই বহন করে।

বিভাগের সেমিনার-গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষের কাজ ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীদেবাশীষ সেনের সুষ্ঠু পরিচালনায় নিয়মিতভাবে চলছে।

বিভাগীয় দেওয়াল-পত্রিকা প্রাচীরিকা'র নিয়মিত প্রকাশনা ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনয়ে আগেকার বছরগুলির মতোই অব্যাহত রয়েছে।

এই বিভাগের গবেষণাগারগুলির বিভিন্ন ধরণের অসুবিধার কথা কর্তৃপক্ষের গোচরে বারংবার আনা হলেও কোন সমাধান আজ পর্যন্ত হয়নি। জল সরবরাহের অপ্রতুলতা; গ্যাসের এবং A.C. ইলেকট্রিক লাইনের সরবরাহের কোন ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের গবেষণাগার-ভিত্তিক বহুধরণের কাজকর্মের এবং গবেষণাকার্যের খুবই অসুবিধা হয়। তাছাড়া, নানারকম আর্থিক সমস্যা ও অনুদানের অপ্রতুলতায় বিভাগীয় গবেষণার কাজ ভীষণ ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এতসব প্রতিকূলতার মধ্যেও বিভাগীয় অন্যতম অধ্যাপক ডঃ পৃথ্বীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে অনুদান এনে গবেষণা করছেন। অপর অধ্যাপক শ্রীদেবাশীষ সেন "শব্দদূষনের শারীরিক প্রতিক্রিয়া" গবেষণা-প্রকল্পের কাজ বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডঃ চন্দন মিত্রের তত্ত্বাবধানে অব্যাহত রেখেছেন। অধ্যাপক শ্রীপুরুষোত্তম প্রামাণিক (ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ) ডঃ মিত্রের তত্ত্বাবধানে কাজ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য গবেষণাপত্র জমা দিয়েছেন। বর্তমানে তিনজন ছাত্রছাত্রী বিভাগীয় প্রধান ডঃ মিত্রের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করছেন।

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

সমাজতত্ত্ব বিভাগের পরীক্ষার ফলাফল গত কয়েক বছরের মতোই উচ্চমানের হয়েছে। ১৯৯৪ সালের বি. এ পার্ট ওয়ান সাম্মানিক পরীক্ষায় ৮ জন ও বি. এ পার্ট টু সাম্মানিক পরীক্ষায় ৬ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকার কোন পরিবর্তন হয় নি। বিভাগের শুরু থেকেই ধারাবাহিকভাবে কলেজের ইতিহাস ও অর্থনীতি বিভাগের কিছু অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, বর্ধমান, কলকাতা ও কল্যাণী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কিছু অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ ম্যানেজমেণ্টের অধ্যাপক বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত পড়িয়ে সাহায্য করছেন। বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চমানের কৃতিত্বে তাঁদের শিক্ষার অবদান অনস্বীকার্য। বিভাগ তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

শ্রীমতী শম্পা দত্তগুপ্ত ও শ্রীমতী শান্তিলতা বিশ্বাস সমাজতত্ত্ব বিষয় রিফ্রেসার কোর্সে যোগদান করেছেন।

হিন্দী বিভাগ

বিশ্ববিদ্যালয়-পরীক্ষায় অন্যান্য বছরের মতোই এ বছরেও বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৯৪ সালে পার্ট টু পরীক্ষায় ২ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে। মিতা মণীষ এই পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হয়েছে। পার্ট ওয়ানে ২ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

এ বছরে 'সুলতানপুর সমাজ' এর বিশেষ সহযোগিতায় এই বিভাগের জন্য ১টি পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ও আর একটি পার্ট টু পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থানাধিকারীর জন্য দুটি বার্ষিক পুরস্কারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

এই বিভাগের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অনুবাদের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা পাঠক্রম শুরু হতে চলেছে। বিষয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এছাড়া বিভাগে হিন্দী এম. এ-র পঠন-পাঠনের বিষয়টিও অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য নীতিগত-ভাবে পাঠক্রমটি প্রবর্তন করার পক্ষে মত দিয়ে চিঠি দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় হিন্দী নির্দেশালয় এই বিভাগে নিয়মিতভাবে কয়েকটি পত্র-পত্রিকা পাঠাচ্ছেন।

হিন্দী সাম্মানিক পাঠক্রমের সঙ্গে এ বছর থেকে পাশ-বিষয় হিসেবে ভূগোল পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই বিভাগে অধ্যাপকের সংখ্যা কম। সেজন্য দুজন আংশিক সময়ের শিক্ষিকা বিভাগে যোগদান করেছেন।

এই বিভাগে প্রেমচন্দ বিষয়ক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছিল, কিন্তু অনিবার্য কারণে সেটি পিছিয়ে দিতে হয়েছে। সম্ভবতঃ আগামী ফেব্রুয়ারিতে তা অনুষ্ঠিত হবে।

ডঃ সুব্রত লাহিড়ী বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অনুমোদিত ও হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত হিন্দী সাহিত্য বিষয়ক দুটি রিফ্রেশার কোর্সে—হিন্দী নাটক ও রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে ১) আধুনিক নাট্যচেতনা ও মোহন রাকেশ, ২) আধুনিক নাট্যচেতনা ও ভুবনেশ্বর/নাটক আস্বাদ ও শিক্ষণ/সমকালীন নাট্যালোচনা; উপলব্ধিয়াঁ-পাঁচটি করে দশটি বক্তৃতা করেছেন। বিশ্বভারতীতে রাষ্ট্রীয় সেমিনার-এ বনারসীদাস চতুর্বেদীর স্মরণ, সাহিত্য ও সমাজ বিবেকগ বেষণাপত্র পাঠ করেছেন। হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগে মোহন রাকেশ এবং সর্বেশ্বরদয়াল সক্সেনার নাট্যব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব নিয়ে তিনটি বক্তৃতা করেন। এছাড়া তিনি দিল্লীতে এন সি আর টি আয়োজিত অরুণাচলের পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞরূপে আমন্ত্রিত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সিরামিক ও গ্লাস রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও এয়ার ইণ্ডিয়া আয়োজিত হিন্দী কর্মশালা "অহিন্দী ভাষীদের হিন্দী ভাষার উচ্চারণ ও ব্যাকরণ সমস্যা" নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দুটি বক্তৃতা করেন। আকাশবাণীতে দুবার সুব্রত লাহিড়ীর কবিতা প্রসারিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বার্তা প্রসারিত হয়েছে। হিন্দীভাষীদের জন্য "বাংলা ভাষা শিক্ষা"র আসর পরিচালনা করছেন। আকাশবাণীর বিশেষ অনুরোধে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পারমিট' গল্পের নাট্যরূপের হিন্দী রূপান্তর করেন।

ডঃ বিবেকানন্দ দেব বাংলাভাষীদের জন্য আকাশবাণীতে 'হিন্দী ভাষা শিক্ষার আসর' পরিচালনা করছেন।

গ্রন্থাগার

বিশিষ্ট গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ শিয়ালিরামামৃত রঙ্গনাথন-এর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চ সূত্রের একটিতে বলা হয়েছে **Library is a growing organism**। কলেজের গ্রন্থাগার তিনটিও বেড়ে চলেছে। পরি-ষেবার পরিধি বাড়ছে। রাজ্য সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-এর বর্দ্ধিত অনুদানে গত ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বৎসরে আর্টস, সায়েন্স ও ইকনমিক্স ও পলিটিক্যাল সায়েন্স গ্রন্থাগারে মোট ৩২৯৭ সংখ্যক পুস্তক

কেনা সম্ভব হয়েছে। দুটি গ্রন্থাগারে পত্রিকার সংখ্যা ছিল ৭২। দান হিসাবে পাওয়া বই এর সংখ্যা হল ২৮ খানা।

গ্রন্থসম্ভার বেড়ে চলেছে কিন্তু সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। প্রস্তাবিত দু'জন 'ফরাস' না পাওয়ায় নিয়মিত ঝাড়-পোঁছ হচ্ছে না। ফলে গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকা দুই-ই নষ্ট হচ্ছে।

তিনটি গ্রন্থাগারে ছাত্র-শিক্ষক-গবেষক ও কলেজ কর্মীদের মধ্যে ১,৪৫,০০০ খানা বই গত ১৯৯৩-৯৪ সালে দেওয়া হয়। আলোচ্য বৎসরে যথেষ্ট সংখ্যক অনুসন্ধিৎসু পাঠক, গবেষক বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে গ্রন্থাগারে এসেছেন। গ্রন্থাগার পরিষেবায় "রেফারেন্স সার্ভিস" যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিষেবায় আগন্তুক পাঠক/গবেষক প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে তৃপ্ত হলে তথ্য সরবরাহকারীও তৃপ্ত হন। পরিষেবা তখন হয় সার্থক। গ্রন্থাগারে "বিশেষ ব্যবহারকারী" (Special Borrower)-র সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

আর্ট স লাইব্রেরীতে এ. সি বিদ্যুৎ সংযোগ এবং ফ্লুরেসেন্ট আলোর ব্যবস্থা আলোচ্য বৎসরে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। টিউব লাইটের ব্যবস্থা হওয়ায় গ্রন্থাগার কক্ষ আলোকোজ্জ্বল হয়েছে। নতুন 'ষ্ট্যাক' রুমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাখার ব্যবস্থা না হওয়ায় কাজের অসুবিধা হচ্ছে। বাতানুকুল কক্ষের ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ হয়নি। প্রয়োজনীয় এবং বিশেষ আবশ্যকীয় ষ্টীল র‍্যাকের ব্যবস্থাও হয়নি। ফলে সংগৃহীত বই-পত্র ঠিকমত রাখা সম্ভব হচ্ছে না। নতুন ভবন নির্মাণের কাজ অদুর ভবিষ্যতে শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমান বৎসরে গ্রন্থাগার কর্মী সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। আর্ট স ও ইকনমিক্স লাইব্রেরী থেকে শ্রীসম্পৎ প্রসাদ ও শ্রীকিষাণ দেবশর্মা যথাক্রমে কলেজ অফিস ও ক্যাশ বিভাগে বদলী হয়েছে। শ্রীদেবশর্মার স্থানে শ্রীস্বপন গুহকে দেওয়া হলেও সম্পৎ প্রসাদের পরিবর্তে কোনও কর্মী দেওয়া হয়নি। গ্রন্থাগারের কাজে বুদ্ধি এবং অধ্যবসায় কিছু বেশী রকমের প্রয়োজন। তাই অভিজ্ঞ কর্মী অন্যত্র চলে গেলে গ্রন্থাগার পরিষেবা ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য।

গ্রন্থাগার তিনটিতে সংগৃহীত পুস্তকের সূচীকরণের কাজ স্বল্প সংখ্যক কর্মী দিয়েই করা হচ্ছে। স্বাভাবিক কারণেই অসূচীকৃত বই-এর সংখ্যাও বাড়ছে। তবে সূচীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের আন্তরিক প্রয়াস প্রশংসার দাবী রাখে।

কলা বিভাগে সংগৃহীত পত্রিকা সমূহের সূচী-পত্রের নকল শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে নিয়মিত দেওয়া হচ্ছে। সম্ভবতঃ তাঁরা উপকৃতও হচ্ছেন। এই পরিষেবা অন্য দুটি গ্রন্থাগারেও সম্প্রসারিত হতে পারে। দর্শন বিভাগের বন্ধ হয়ে যাওয়া তিনটি নামী পত্রিকা পুনরায় রাখা শুরু হয়েছে। হিন্দী বিভাগে চারটি পত্রিকা দান হিসাবে আসছে।

হিন্দী বিভাগে ছাত্র সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু গ্রন্থাগার কর্মী বাড়ানো হয় নি। একজন গ্রন্থাগারিক কাজ করে চলেছেন। হিন্দীভাষী একজন সহকারী এই বিভাগে দেওয়া প্রয়োজন।

গ্রন্থাগারের সাফাই কর্মী শেখ বাবুলাল আলোচ্য বৎসরে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর শূন্য পদে শেখ আজম নিযুক্ত হয়েছেন। বিজ্ঞান গ্রন্থাগারের যুব কর্মী নিমাইচন্দ্র মণ্ডল-এর মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে আকস্মিক মৃত্যু হয়। প্রয়াত মণ্ডলের স্ত্রীর চাকুরীর ব্যবস্থা এখনও হয়নি। শীঘ্র হবে বলে আশা করা যায়।

আর্টস লাইব্রেরীর মুখ্যতম অভিজ্ঞ এবং নিরলস কর্মী শ্রীচিত্তরঞ্জন তালুকদার এই বৎসর অবসর নিয়েছেন। গ্রন্থাগারিক শ্রীবিমলেন্দু গুহও অবসর গ্রহণ করেছেন।

কলেজের প্রধান গ্রন্থাগারিক শ্রীফণিভূষণ পাল চল্লিশ বৎসরাধিক সময় চাকুরী সমাপন করে গত ৩০শে নভেম্বর অবসর নিয়েছেন। শ্রীপালের সুদীর্ঘ কর্মজীবন কলেজের নিজস্ব ইতিহাসের অংশবিশেষ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

বর্তমানে আর্টস ও সায়েন্স গ্রন্থাগারে চারটি গ্রন্থাগারিকের পদ শূন্য। 'ডি' গ্রুপের শূন্য কর্মী পদের সংখ্যা তিন। কলেজ অফিসের শ্রীপ্রদীপ ব্যানার্জী বিজ্ঞান গ্রন্থাগারে বদলী হয়েছেন।

গ্রন্থাগারের শূন্য পদগুলি পূরণ না হলে গ্রন্থাগার-পরিষেবা ভেঙ্গে পড়বে একথা মনে রাখা প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার-এর প্রতিবেদনে পরিষেবার বিবরণ-এর সঙ্গে কিছু সমস্যাও উল্লিখিত হয়েছে। সমস্যাগুলির নিরসনে যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া প্রয়োজন তা হল :

ক) গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের শূন্য পদগুলি জরুরী ভিত্তিতে পূরণ করা দরকার।

খ) সংগৃহীত পুস্তকগুলি সংরক্ষণের স্বার্থে প্রস্তাবিত 'ফরাস'-এর পদ সৃষ্টি করে পূরণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া দু'জন বাইণ্ডার এবং কিছু সংখ্যক হাল্কা ধরনের যন্ত্রপাতি এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের যোগান দিয়ে ক্ষুদ্রাকারে একটি নিজস্ব বাঁধাই ব্যবস্থা চালু করা।

গ) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের কাজের ধরণ, আবশ্যকীয় দক্ষতা, শ্রম এবং দায়িত্ব বিবেচনা করে উচ্চতর বেতন বা ভাতার সুপারিশ কার্যকর করা। কলেজে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা সমূহে গ্রন্থাগার কর্মীদেরও পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হলে এই শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের আর্থিক বঞ্চনাজনিত ক্ষোভের অবসান হয়।

ঘ) 'রিপ্রোগ্রাফিক' পরিষেবা সম্প্রসারণের জন্য Xerox মেসিন অপারেটর পদ সৃষ্টি এবং এই পরিষেবার খাতে কিছু পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন।

ঙ) হিন্দী বিভাগের জন্য একজন হিন্দীভাষী চতুর্থ-শ্রেণীর কর্মী দেওয়া আবশ্যক।

চ) গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের স্বার্থে বেশী সময় গ্রন্থাগার খুলে রাখার যে প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে, তা কার্যকর করা।

ক্রীড়া বিভাগ

শারীর শিক্ষা বিভাগের ৯৪ সালের কর্মকাণ্ড শুরু হয় বাৎসরিক শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। কলেজের নিজস্ব মাঠে ৭-২-৯৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই প্রতিযোগিতা। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন এবং প্রাক্তন ওলিম্পিক ক্রীড়াবিদ্ শ্রীগুরুবক্স সিং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন। ছাত্রছাত্রীগণ প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করেন। পুরুষ বিভাগে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হন শ্রীমান সঞ্জীবকুমার হালদার (৩য় বর্ষ বিজ্ঞান) ১৯ পয়েন্ট পেয়ে এবং মহিলা বিভাগে কুমারী সংযুক্তা ঘোষ (১ম বর্ষ কলা) ২৫ পয়েন্ট পেয়ে। প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন এবং সভাপতি ঐ প্রয়োজনীয়তার কথা সমর্থন করে বিশেষতঃ ছাত্রীদের সর্বাত্মক অংশগ্রহণের ওপর জোর দেন।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগ পরিচালিত আন্তঃ সরকারী কলেজ শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও ফুটবল খেলা যথাক্রমে ২৬।২ ও ২৭।২।৯৪ তারিখে এবং ২৮।২ থেকে ৪।৩।৯৪ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রতি-

যোগিতায় আমাদের কলেজ অংশগ্রহণ করেছিল। শীতকালীন ক্রীড়ায় কোন স্থানলাভ হয়নি তবে ফুটবলে প্রথম খেলায় বিধাননগর সরকারী কলেজের বিপক্ষে জিতলেও পরবর্তী খেলায় চন্দননগর কলেজের কাছে আমাদের কলেজ ৫-২ গোলে পরাজিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়াপর্ষদ এ বছর ফুটবল প্রতিযোগিতা না করায় আমাদের কলেজ অংশগ্রহণ করতে পারেনি। ২৭-৯-৯৪ তারিখে অনুষ্ঠিত টেবিল টেনিস প্রতি-যোগিতায় আমাদের কলেজ অংশগ্রহণ করে, কিন্তু কোন স্থান লাভ করতে পারেনি। ২৯-১১ ও ৩০-১১-৯৪ তারিখে অনুষ্ঠিত শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজ অংশগ্রহণ করে। কুমারী সংযুক্তা ঘোষ ১০০ মিঃ হার্ডলসে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। উক্ত সংস্থা আয়োজিত আন্তঃ কলেজ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজ অংশগ্রহণ করে এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন কলেজের কাছে পরাজয় বরণ করে।

ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট পরিচালিত হার্ডিঞ্জ চ্যালেঞ্জ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজ অংশগ্রহণ করে। উক্ত প্রতিযোগিতার প্রথম খেলায় বিরাটী কলেজের সঙ্গে জিতলেও দ্বিতীয় খেলায় পরাজয় বরণ করে। এছাড়া সেণ্ট পল্‌স ও সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের সঙ্গে প্রতিপূর্ণ ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করে এবং সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। মৌলানা আজাদ কলেজ পরিচালিত আমন্ত্রণ ক্রিকেট খেলায় সেমিফাইনাল পর্যন্ত উঠেও বিভাগীয় পরীক্ষা থাকার কারণে ওয়াক-ওভার দিতে বাধ্য হয়।

কলেজের আভ্যন্তরীণ খেলাধূলায় ছাত্রছাত্রীদের অধিক অংশগ্রহণের দ্বারা তাদের মধ্যে ক্রীড়া মনস্কতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কলেজের মোট ছাত্রছাত্রীদের চারটি 'হাউসে' ভাগ করা হয়েছে। প্রদর্শনী ফুটবল (ছেলেদের) ও হ্যাণ্ডবল (মেয়েদের) খেলার আয়োজন করে অধ্যক্ষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই বিভাজনের ঘোষণাটি করা হয়। মণীষীদের নামাঙ্কিত এই হাউসগুলি যথাক্রমে ডিরোজিও হাউস, সাহা হাউস, বোস হাউস ও নেতাজী হাউস।

আন্তঃ বিভাগীয় ফুটবল খেলার মাত্র একটি খেলা সম্পন্ন হয়েছে। বাকি খেলাগুলি পরবর্তী পর্যায়ে হবে। আন্তঃ বিভাগীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় শ্রীমান সুদীপ্ত মুহুরী (৩য় বর্ষ পদার্থবিদ্যা, ডিরোজিও হাউস) বিজয়ী এবং শ্রীমান মৈনাক বসু (৩য় বর্ষ পদার্থবিদ্যা, নেতাজী হাউস) বিজিত হয়েছে। ৩য় স্থানে (সেমি ফাইনালিষ্ট) শ্রীমান স্বতনারায়ণ চৌধুরী (২য় বর্ষ ইকনমিক্স, নেতাজী হাউস) এবং শ্রীমান আনন্দ রায় (২য় বর্ষ রসায়ণ, সাহা হাউস) যুগ্ম বিজয়ী ঘোষিত হয়েছে। আন্তঃ বিভাগীয় ক্রিকেট টুর্ণামেণ্টে টিম 'এ' (বোটানী, ইকনমিক্স ও ফিজিওলজি) বিজয়ী এবং টিম 'বি' (হিন্দী, ফিজিক্স, ইতিহাস ও বাংলা) বিজিত হয়।

শারীরশিক্ষা বিভাগে বর্তমানে চারজন শিক্ষক আছেন। শ্রীঅজয় ঘোষ বদলী হয়েছেন। সেই শূন্য স্থানে এসেছেন শ্রীশান্তিরঞ্জন সাঁতরা। শ্রীসাঁতরা বর্তমানে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন।

ইডেন হিন্দু হোস্টেল

ইডেন হিন্দু হোস্টেল তার প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে ভাল ভাবেই চলছে। বর্তমানে ডঃ বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় অধীক্ষক ও অধ্যাপক শ্রীনিখিলরঞ্জন প্রামানিক সহ-অধীক্ষক হিসাবে কার্যভার চালাচ্ছেন। একটি সহ-অধীক্ষকের পদ খালি পড়ে আছে। ছাত্রাবাসের অনেকদিনের দাবী কিছুটা মিটেছে। ছাত্রাবাসের সমস্ত ঘরে বাল্‌বের পরিবর্তে টিউব লাইট লাগানো হয়েছে। এর ফলে ছাত্রাবাসের কিছু শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। আশা করা যায় আগামী কিছুদিনের মধ্যে আবাসিকদের ঘরে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা পূর্তবিভাগ

(বিদ্যুত) করে দেবে। গত ১৯৮৯ সালে ছাত্রাবাসের নতুন বাড়ীর কাজ শুরু হয়েছিলো ; এখনো শেষ হয়নি, তবে পূর্তবিভাগ আগের থেকে কিছুটা তৎপরতা দেখাচ্ছেন। সুতরাং আশা করা যায় আগামী মার্চের (১৯৯৫) মধ্যে নির্মানকাজ কিছুটা সম্পন্ন হবে। এই নতুন আবাসগৃহের সঙ্গে আসবাবপত্র এবং আরও কয়েকজন আবাসিক কর্মী পেলে প্রায় ১০০ জন ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা হবে। তাহলে মনে হয় এই ছাত্রাবাস ভারতবর্ষের মধ্যে বৃহত্তম ছাত্রাবাসের মর্যাদা পাবে। ছাত্রাবাসের শৌচাগারের অবস্থা খারাপ। এই শৌচাগারের সমস্যা কবে মিটবে জানা নেই। তবে বর্তমান কলেজ-অধ্যক্ষ ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করছেন যাতে ছাত্রাবাসের সার্বিক উন্নতি হয়। কলেজের 'বারসার' ডঃ বিশ্বনাথ দাস-এর চেষ্টায় ছাত্রাবাসে এখন অনেক বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে এবং নিয়মিতভাবে ছাত্ররা সেগুলো অর্জন করছে। কলেজ তহবিলের নিজস্ব বৃত্তি ছাড়া আছে 'ডঃ সুখময় চক্রবর্তী বৃত্তি'। এই বৃত্তির শর্ত হল আবাসিকদের মধ্যে থেকে যে ছাত্র সব থেকে বেশী নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় বর্ষে উত্তীর্ণ হবে; এবং যে পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় হোস্টেলের মধ্যে প্রথম হবে। এই বৃত্তি প্রাপককে কলকাতার বাইরের ছাত্র হতে হবে। গতবছর আবাসিকদের মধ্যে থেকে প্রায় ৫০ জন ছাত্র এইসব বৃত্তি পেয়েছে।

বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজের বেশী সংখ্যক ছাত্র ভর্তি হওয়ার জন্য অন্য কলেজের ছাত্রদের ভর্তির সমস্যা দেখা দিয়েছে। একমাত্র নির্মীয়মান ছাত্রাবাস এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। পূর্তবিভাগ ও শিক্ষাবিভাগের সহযোগিতা পেলে সমস্যার সমাধান সম্ভব। শিক্ষাবিভাগের সামান্য অনুদানে ছাত্রাবাসে একটা ছোট পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার অনেক বিস্তৃত হয়ে উঠতে পারে। তবে এই গ্রন্থাগার থেকেই ছাত্রদের অনেক উপকার হচ্ছে।

ছাত্রাবাসের খেলাধূলা তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে। কিন্তু অর্থাভাবের ফলে সকল খেলাধূলা চালানো ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়েছে। সরকারী অনুদান পেলে খুব ভালো হয়। ছাত্রাবাসের ছাত্রদের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। বি. কম পরীক্ষায় সকল ছাত্র কৃতিত্বের সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। একমাত্র শ্রীপুষ্পেন্দু সামন্ত প্রথম বিভাগ পেয়েছে। বি. এ পরীক্ষায় সকলে পাশ করেছে। দর্শন শাস্ত্রে শ্রীপ্রলয়ংকর ভট্টাচার্য এবং হিন্দীতে শ্রীনিবাস সিং যাদব প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। বি. এস-সি তে সকলে উত্তীর্ণ হয়েছে, তার মধ্যে শ্রীকৌস্তভ বেরা ও অরিন্দম দাসগুপ্ত ভূগোলে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। এছাড়া বি. এস-সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় রসায়নে শ্রীস্বপনকুমার দাস ও শিবাজী চক্রবর্তী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এম. এস-সি পদার্থবিদ্যায় শ্রীপিনাকী পাল ও শ্রীতরুণকুমার বেরা প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

ষ্টুয়ার্ড পদে এবছর শ্রীতরুণকুমার নাগ যোগদান করেছেন। প্রতিবছর সরস্বতী পূজোর পরের দিন পুনর্মিলন উৎসব হয়। এবছর তা ভালোভাবেই হয়েছে। বিগত দিনের ছাত্ররা এই অনুষ্ঠানটিকে সাফল্য-মণ্ডিত করে তোলেন। গতবছর থেকে ছাত্রাবাসে নবীনবরণের যে প্রথা প্রচলিত হয়েছে তা এবারেও সুষ্ঠুভাবে অনুসৃত হয়েছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র শ্রী আর. পি. গোয়েঙ্কা ছাত্রদের বিনোদনের জন্য ছাত্রাবাসকে একটি রঙিন টি. ভি. দান করছেন। কৃতী প্রাক্তন আবাসিকদের কাছে অনুরূপ সাহায্য পেলে আবাসিকদের সুবিধা হয়।

কলেজ অফিস

কলেজ অফিসের বিশ্বস্ত ও সর্বজনপ্রিয় কর্মী শ্রীমধুসূদন নায়েক আলোচ্য বৎসরে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজ-কর্মী সাংস্কৃতিক সংস্থা

কলেজের সকল শ্রেণীর কর্মীবন্ধুদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং 'বিদায় বঙ্গাব্দ ১৪০০ ও স্বাগত ১৪০১' নিয়ে একটি সেমিনার করা হয়। এতদ্ব্যতীত এডস্ ও ড্রাগ বিরোধী দিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ সেমিনার করা হয়। মূল অনুষ্ঠানে প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়, আবৃত্তি পাঠের আসর বসে ও নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করা হয়।

প্রাক্-রজত জয়ন্তী বছরের সূচনা হিসাবে 'স্মৃতি-শ্রদ্ধা-অভিনন্দন' নামে এক অভিনব অনুষ্ঠান প্রতি বছরের জন্য অনুষ্ঠিত করার দিন 'বিদ্যাসাগর দিবস' হিসেবে ঘোষিত হয়। অনুষ্ঠানটি মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী উদ্বোধন করেন। প্রাক্তন অধ্যক্ষ সদ্যপ্রয়াত রাজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত মহাশয়ের স্মৃতিতে মাল্যদান করা হয় এবং শ্রদ্ধা জানানো হয় অধ্যক্ষ সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও অধ্যক্ষ সুধীরচন্দ্র সোম মহাশয়দ্বয়কে। বিশেষ স্মারক হিসাবে 'খ ও গ শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী বন্ধু'র সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে মাধ্যমিকে সর্ব্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ২ জনকে ১৫১·০০ টাকা করে সাম্মনিক বৃত্তি প্রদান করা হয়।

এ বছরের প্রতিযোগিতাসমূহ যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে; সেমিনারেরও ব্যবস্থা করা হবে এবং নাটকেরও মহড়া শুরু হয়ে গেছে।

পরিশিষ্ট—১

অছি-তহবিলের তালিকা

(১৯৯৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর)

ক্রমিক সংখ্যা	অছি-তহবিলের নাম	অর্থের পরিমাণ
১	টি. এস. স্টালিং পুওর ষ্টুডেণ্টস্ ফাণ্ড	৩,৩০,৬০০ ০০
২	নীরোদবরণ বক্সী মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	৬,৫০০ ০০
৩	প্রফুল্লচন্দ্র মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	৪,০০০ ০০
৪	স্বপন দাস মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	১,০০০ ০০
৫	বিজয় মেমোরিয়াল স্কলারশিপ ফাণ্ড	১০,০০০ ০০
৬	প্রোফেসর পি. সি. মহলানবিশ প্রাইজ ফাণ্ড	৩,০০০ ০০
৭	ধ্রুব দাস এ্যাথলেটিক কাণ্ড	৫০০ ০০
৮	ইউ. এস. ঘোষাল প্রাইজ ফাণ্ড	১,৫০০ ০০
৯	গঙ্গাধর দাস সর্দা স্কলারশিপ প্রাইজ ফাণ্ড	২০,০০০ ০০
১০	টি. এস. স্টালিং পুওর ষ্টুডেণ্টস্ ফাণ্ড	৬৩,৭০০ ০০
১১	ডোনেশান ফ্রম স্যাডলার হল, ইউ. কে.	১১,০০০ ০০
১২	কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক মেমোরিয়াল মেডাল ফাণ্ড	১,৩০০ ০০
১৩	বি. সি. দাস স্কলারশিপ ফাণ্ড	১৮,৫০০ ০০
১৪	চন্দ্রনাথ মৈত্র মেডাল ফাণ্ড	৫০০ ০০
১৫	প্রেসিডেন্সি কলেজ অ্যাসেম্বলি হল ফাণ্ড	৩,০০০ ০০
১৬	আনক্লেমড্ ডিপোজিট মানি এনডাওমেণ্ট ফাণ্ড	১,১০০ ০০
১৭	বাণী বসু মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	১,৯০০ ০০
১৮	স্যার আশুতোষ মেমোরিয়াল ফাণ্ড	১,৭০০ ০০
১৯	কুরুভিল্লা জ্যাকারিয়া মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	৪,৬০০ ০০
২০	কুঞ্জবিহারী বসাক ট্রাষ্ট ফাণ্ড	২০০ ০০
২১	নাগ মেমোরিয়াল ফাণ্ড	৬০০ ০০
২২	মহারাজা গোয়ালিয়র মেডাল এণ্ড প্রাইজ ফাণ্ড	৯০০ ০০
২৩	সিণ্ডিয়া ডোনেশান টু প্রেসিডেন্সি কলেজ	৩,৫০০ ০০
২৪	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্কলারশিপ ফাণ্ড	১০,৩০০ ০০
২৫	প্রেসিডেন্সি কলেজ গ্রাজুয়েট স্কলারশিপ ফাণ্ড	৬১,০০০ ০০
২৬	অরুণ সরকার মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	১০,৩০০ ০০
২৭	আস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি অব্ ইণ্ডিয়া ফাণ্ড	১,০০০ ০০
২৮	চন্দ্রনারায়ণ গোল্ড মেডাল ফাণ্ড	১,৫০০ ০০
২৯	বি. সি. লাহা ফ্রি ষ্টুডেণ্টশিপ ফাণ্ড	৮,০০০ ০০
৩০	গিরিশচন্দ্র দেব প্রাইজ ফাণ্ড	৮০০ ০০

ক্রমিক সংখ্যা	অছি-তহবিলের খবর	অর্থের পরিমাণ
৩১	এইচ. সি. কালীরত্ন মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	৪০০ ০০
৩২	রায় বাহাদুর বি. সি. ঘোষ এনডাওমেণ্ট ফাণ্ড	২,০০০ ০০
৩৩	চারুচন্দ্র ঘোষ মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	১,৫০০ ০০
৩৪	কানিংহাম মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	২,৭০০ ০০
৩৫	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	৪,৭০০ ০০
৩৬	প্রিন্সিপ্যাল, প্রেসিডেন্সি কলেজ	৪,২৫,০০০ ০০
৩৭	এস. এন. বোস মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	১,৫০০ ০০
৩৮	সুদীপ সোম মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	১০,০০০ ০০
৩৯	এস. সি. মহলানবিশ মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	৫,০০০ ০০
৪০	দেবাশীষ চন্দ্র মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট ফাণ্ড	৫,০০০ ০০
৪১	রাজেন্দ্র কিশোর মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	২,০০০ ০০
৪২	প্রোফেসর তারাপ্রসাদ মুখার্জী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	৫,০০০ ০০
৪৩	প্রোফেসর তারাপদ মুখার্জী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	৫,০০০ ০০
৪৪	প্রোফেসর প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত ফাণ্ড	১০,০০০ ০০
৪৫	সোসিওলজি ফাউণ্ডেশন কোমেমোরেশন্ ফাণ্ড	৫,০০০ ০০
৪৬	প্রোফেসর এন. সি. বসুরায় চৌধুরী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	৫,০০০ ০০
৪৭	প্রফেসর অচিন্ত্যকুমার মুখার্জী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	৪,০০০ ০০
৪৮	প্রফেসর এন. বি. বসু মেমোরিয়াল ফাণ্ড	৫,০০০ ০০
৪৯	প্রফেসর এস. ব্যানার্জী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	৫,০০০ ০০
৫০	অখিল ভারতীয় প্রগতিশীল সুলতানপুর সমাজ ফাণ্ড	৫,০০০ ০০
৫১	অরিজিৎ সেনগুপ্ত মেমোরিয়াল ফাণ্ড	১২,০০০ ০০
৫২	হিমানী দেবী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	২,৫০০ ০০
৫৩	নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস ফাণ্ড	২,৫০০ ০০
৫৪	স্যার আশুতোষ মুখার্জী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	২,৫০০ ০০
৫৫	ডঃ মেঘনাথ সাহা মেমোরিয়াল ফাণ্ড	২,৫০০ ০০
৫৬	নির্মলকান্তি মজুমদার মেমোরিয়াল ফাণ্ড	১০,০০০ ০০
৫৭	অরুণকুমার রায় মেমোরিয়াল ফাণ্ড	২৫,০০০ ০০
৫৮	প্রফেসর কার্তিকচন্দ্র মুখার্জী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	১০,০০০ ০০
	মোট—	১২,৫১,৬৫০ ০০

পরিশিষ্ট—২

পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের তালিকা

বি.এ. / বি. এস-সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষা ১৯৯৪

Sl. No.	Name of the Student	Name of the Prize and Medal	Particulars
1.	Sm. Sinjini Mitra (B.Sc. Roll 4)	Scindia Silver Medal & Gwalior Prize	First from the College in Part I Hons. Science Exam
2.	Sm. Abantika Chakrabarti (B.A. Roll 79)	-do-	First from College in Part I Hons. Arts Exam.
3.	Sm. Antara Chaudhuri (B.A. Roll 71)	Arun Sarkar Memorial Medal	Highest marks in Bengali Hons. Part I Exam.
4.	No Student	Harish Chandra Kabiratna Prize	Highest marks in Sanskrit Hons. Part I Exam.
5.	Sri Rudradip Ganguli (B.Sc. Roll 92)	Chandranath Maitra Medal	Highest marks in Geology Hons. Part I Exam.
6.	Sm. Sukanya Sarkar (B.A. Roll 44)	Raibahadur Debendra Chandra Ghosh Prize	Highest marks in History Hons. Part I Exam.
7.	Sri Santanu Das (B.A. Roll 87)	C. C. Ghosh Memorial Prize	Highest marks in English Hons. Part I Exam.
8.	Sm. Sohini Bhattacharyya (B.Sc. Roll 112)	College Prize	Highest marks in Geography Hons. Part I Science Exam.
9.	Sm. Sinjini Mitra (B.Sc. Roll 4)	P. C. Mahalanobis Prize	Highest marks in Statistics Hons. Part I Exam.
10.	Sm. Prakriti Basak (B.Sc. Roll 11)	Kunja Behari Basak Medal	Highest marks in Practical Chemistry in Part I Exam.
11.	-do-	Sudip Shome Memorial Prize	Highest marks in Chemistry Hons. Part I Exam.
12.	Sm. Seemanti Datta (B.Sc. Roll 116)	Prof. Sachidananda Banerjee Prize	Highest marks in Physiology Hons. Part I Exam.
13.	-do-	Prof. Achintya Kr. Mukherjee Memorial Prize	-do-
13. a)	Sm. Manpreet Kaur Janaja (B.Sc. Roll 100)	Department of Sociology Found. Commemoration Prize	Highest marks in Sociology Hons. Part I Exam.
14.	Sm. Sukanya Sarkar (B.A. Roll 44)	Arijit Sen Gupta Memorial Schlorship	Highest marks in History Hons. Part I Exam.
15.	Sri Debasish Ghosh (B.A. Roll 149)	Akhil Bharatiya Pragatishil Sultanpur Samaz Prize	Highest marks in Hindi Hons. Part I Exam.
16. a)	Sm. Abantika Chakrborty (B.A. Roll 79)	Prof. Arun Kr. Ray Memorial Scholarship	Securing highest marks in B.A. and B.Sc. Part I Test Exam. 1994.
b)	Sri Deepak Kr. Agarwal (B.Sc. Roll 5)	-do-	

Sl. No.	Name of the Student	Name of the Prize and Medals	Particulars
17.	Sm. Anindita Sen (B.A. Roll 18)	Netaji Subhas Chanda Bose Cash Prize	Highest marks in Pol. Sc. Hons. Part I Exam.

বি.এ. / বি. এস-সি পার্ট ওয়ান ও পার্ট টু একত্রে (১৯৯৪)

18. a)	Sm. Debosruti Roychaudhuri (B.A. Roll 28)	Nirod Baran Bakshi Memorial Prize	First from the college in B.A. Hons. final Exam.
b)	Sri Sarit Bhattacharyya (B.A. Roll 52)	(to be distributed equally)	do
19. a)	Sm. Manideepa Ray (B.Sc. Roll 119)	Nirod Baran Bakshi Memorial Prize	First from the college in B.Sc. Hons. final Exam.
b)	Sri Bibash Sen (B.Sc. Roll 29)	(to be distributed equally)	do
20.	Sm. Jayita Guha Niyogi (B.Sc. Roll 202)	J. C. Nag Memorial Medal	Highest marks in Botany Hons.
21.	Sm. Punam Sen (B.Sc. Roll 108)	J. C. Sinha Economics Prize	Highest marks in Economics Hons.
22. a)	Sm. Debosruti Roychaudhury (B.A. Roll 28)	Kartick Ch. Mallick Memorial Medal	Highest marks in Philosophy Hons.
b)	Sri Sarit Bhattacharyya (B.A. Roll 52)	(To be distributed equally)	do
23.	Sm. Rakhi Mathur (B.A. Roll 101)	Kuruvilla Zacharia Memorial Prize	Highest marks in History Hons.
a)	Sm. Sulagna Ray	do	The same prize for 1991.
24.	Sm. Sucharita Bagchi (B.A. Roll 42)	Prof. Amal Bhattacharyya Prize	Highest marks in English Hons. in B.A. Exam.
25. a)	Sm. Chaitali Brahma (B.A. Roll 71)	Bani Bose Memorial Prize	Two toppers in Bengali Hons. among the girls
b)	Sm. Ayantika Ghosh (B.A. Roll 40)	(to be distributed equally)	students
26.	Sri Goutam Saha (B.Sc. Roll 13)	Swapan Saha Memorial Prize	Highest marks in Physics Hons.
27.	Sm. Chaitali Brahma (B.A. Roll 71)	Bibhuti Bhusan Bandyopadhyay Memorial Prize	Highest marks in Bengali Hons.
28.	Sm. Rupa Mukherjeee (B.Sc. Roll 67)	Cunninghum Memorial Prize and Prafulla Ch. Centenary Prize	Highest marks in Chemistry Hons. Exam.
29.	Sri Sajal Kr. Dinda (M.Sc. 1st Yr. Roll 27)	College prize	Highest Marks in Chemistry Hons. among those admitted in 1st Year M.Sc. Class
30.	Sm. Chaitali Brahma (B.A. Roll 71)	Adhyapak Tarak Nath Sen Memorial Prize	Highest marks in Bengali Hons.

Sl. No.	Name of the Student	Name of the Prize and Medals	Particulars
31.	Sm. Bhramar Mukherjee (B.Sc. Roll 40)	P. C. Mahalanabis Prize	Highest marks in Statistics Hons.
32.	Sm. Punam Sen (B.Sc. Roll 108)	U. N. Ghosal Prize	Highest marks in Economics Hons.
33.	Sri Vijnanmoy Mandal (B.Sc. Roll 210)	Jnanendra Bhusan Mukherjee Prize	Highest marks in Math. Hons.
34.	Sri Mrinal K. Das (B.Sc. Roll 295)	Charusila Devi Prize	2nd in Math. not securing any other prize or medal from the college.
35.	Sm. Manideepa Ray (B.Sc. Roll 119)	Prof. S. C. Mahalanabis Memorial prize	1st in Physiology Hons.
36.	Sm Manideepa Ray (B.Sc. Roll 119)	do	Highest marks in Physiology Hons. provided the candidates gets a 1st class
37.	Sm. Nayanika Mukherjee (B.A. Roll 21)	Rajendrakishore Memorial prize	Highest marks inof Pol. Sc. Hons.
38.	Sm. Meeta Manisha (B.A. Roll 15)	Akhil Bharatiya Pragatishil Sultanpur Samaj Prize	Highest marks in Hindi Hons.
39.	Smt. Sucharita Bagchi (B.A. Roll 42)	Taraprasad Mukherjee Silver Medal	Highest marks in English Hons.
40.	Sm. Atreyee Sen (B.A. Roll 45)	Nirmal Chandra Basu Raychaudhuri Memorial prize	Highest marks in Socology Hons. with atleast 55% marks.
41.	Sm. Rakhi Mathur (B.A. Roll 101)	Himani Devi Memorial prize	1st position in B.A. Hist. Hons.
42.	Sm. Chaitali Brahma (B.A. Roll 71)	Asutosh Mukherjee Memorial prize	Highest marks in Bengali Hons.
43.	Sri Vijnanmoy Mandal (B.Sc. Roll 210)	Dr. Megnath Saha Memorial prize	Highest marks in B.A. / B.Sc. Marh. Hons.
44.	Sm. Rupa Mukherjee (B.Sc. Roll 67)	Prof. Pratul Chandra Raksiht prize	Highest marks in Chem.
45.	Sm Sucharita Bagchi (B.A Roll 42)	Prof. Tarapada Mukherjee Memorial prize	1st position in English Hons.

Sl. No.	Name of the Student	Name of the Prize and Medals	Particulars
		এম. এ / এম. এস-সি পরীক্ষা ১৯৯৩	
46.	Sm Preeti Raksit (M.Sc Roll 12)	Cunninghum Memorial prize	Highest marks in Chemistry
47.	Sm Sulagna Ray (M.A. Roll 49)	Chandranarayan Silver Medal	Highest marks in History
48.	Sri Arpan Chakrabarti (M.A. Roll 35)	Jibananda Das prize	Highest marks in Bengali
49.	Sm Sanghamitra Guha (M A. Roll 20)	Prof. P. C. Ghosh Memorial prize	Highest marks in English
50.	Sm Kakali Das Mahapatra (M.Sc. Roll 92)	Prof. Narendra Mohan Basu prize	Highest marks in Physiology provided he/she gets first class marks
		এম. এস-সি পার্ট ওয়ান ১৯৯৩	
51.	Sm Juine Suthradhar (M.Sc. Roll)	Gangadas Sarda Scholarship	1st in M.Sc. Part I Geology
52.	No Student	Gangadas Sarda prize	2nd in M.Sc. Part I Geology
53.	Sri Raj Kumar Jana (M.Sc. Roll 98)	Sudip Shom Memorial prize	Highest marks in Chemistry
		কলেজ পরীক্ষা ১৯৯৪	
54.		Nistarini Dasi prize	Best Laboratory Note book in Physics Hons.
55.	Sm. Saonli Basu (B.Sc. Roll 69)	Surendra Nath Bose Memorial prize	Highest marks in Annual Exam. in Statistics Hons.
56. a)	Sri Anil Kumar Ghosh (B.Sc. Roll 74)	Surendra Nath Bose Memorial prize	2nd Highest marks in Annual Exam. in Statistics Hons.
b)	Sri Rajan Rao Pundir	(To be distributed equally)	
57.		Debasish Chandra Memorial prize	1st in B.Sc. Part I Test Exam. in Economics.
58.	Sm. Garima Sindhee (B.Sc. Roll 158)	Nirmal Kanti Mazumdar prize	Highest marks in Econmics in 1st yr. Annual Ex.
59.	Sm. Nandita Atal (B.A. Roll 47)	Nirmal Kanti Mazumdar prize	Highest marks in Pol. Sc. in 1st yr. Annual Exam.

Sl. No.	Name of the Student	Name of the Prize and Medal	Particulars
60. a)	Sri Rajarshi Bhattacharyya (B.Sc. Roll 139 2nd Yr.)	Sukhomay Chakrabarti Memorial Hostel Scholarship	One 2nd Yr. and one 3rd Yr. hostel students selected on merit cum means basis.
b)	Sri Swapan Kr. Das	do	
61.	Sm. Indrani Pal (B.Sc. Roll 41 2nd Yr.)	Vijoy Memorial Scholarship	Highest marks in Chem. in 1st Yr. Annual Exam. 94

অন্যান্য পুরস্কার ও বৃত্তিসমূহ

62. a)	Sri Saikat Pal (B.Sc. Roll 166 2nd Yr.)	Acharyya Prafulla Chandra Ray Scholarship	Two stndents of Chem. merit cum means basis.
b)	Sm. Suparna Roychaudhuri (B.Sc. Roll 65 2nd Yr.)	do	
63. a)	Sri Ajit Kr. Das (M.Sc. Roll 178)	Prof. Bhupendra Chandra Das Memrial Scholarship	Two best students of post graduate class in pure Mathematics.
b)	No Students	do	
64. a)	Sm. Susmita Basu B.A. Roll 135 (Phil)	Presidency College, Alumni Association paize	Two 3rd Yr. students on meait cum means basis.
b)	Sri Arup Roychaudhuri B.Sc Roll 75 (Math)	do	

পরিশিষ্ট—৩

এক নজরে বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষার ফল

১৯৯৪ সালে প্রকাশিত স্নাতক (পার্ট ওয়ান ও পার্ট টু একত্রে) পরীক্ষার ফলাফল

বি এ

বিষয়	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	মোট উত্তীর্ণের সংখ্যা	অকৃতকার্য
ইংরেজি	১৮	৩	১৫	১৮	—
বাংলা	১৭	২	১৪	১৬	১
ইতিহাস	২৩	৪	১৯	২৩	—
দর্শন	১৪	৬	৭	১৩	১
রাষ্ট্রবিজ্ঞান	২১	—	২১	২১	—
সমাজতত্ত্ব	২৩	৬	১৭	২৩	—
হিন্দী	৮	২	৬	৮	—
মোট	১২৪	২৩	৯৯	১২২	২

মোট ১২৪ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। তার মধ্যে ১২২ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। শতকরা পাশের হার ৯৮·৩৮%।

পদার্থবিদ্যা	২৭	১৯	৮	২৭	—
রসায়ন	২৬	১১	১৪	২৫	১
গণিত	১৮	১	৯	১০	৮
শারীরবিদ্যা	১৪	১২	২	১৪	—
ভূতত্ত্ব	১৪	৯	৫	১৪	—
উদ্ভিদবিদ্যা	২১	৮	১৩	২১	—
প্রাণিবিদ্যা	১৫	৭	৮	১৫	—
রাশিবিজ্ঞান	১৩	৪	৯	১৩	—
ভূগোল	২২	১২	১০	২২	—
অর্থনীতি	২৩	১৫	৮	২৩	—
মোট	১৯৩	৯৮	৮৬	১৮৪	৯

মোট ১৯৩ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। তার মধ্যে ১৮৪ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। শতকরা পাশের হার ৯৫·৩৩%।

পরিশিষ্ট—৪

বিভিন্ন বিভাগে আয়োজিত বিবিধ গবেষণা-প্রকল্পের তালিকা

ইংরেজী বিভাগ

অধ্যাপিকা জয়তী গুপ্ত

English Travel Writers in the 19th Century—Responses to India.
—ইউ. জি. সি মাইনর রিসার্চ প্রোজেক্ট।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

ডঃ এস কে দাশগুপ্ত

Heleids and other insects Taxonomy and biology of India (arrangement with Z.S.I., Calcutta for preparing the fauna volume on Indian Heleids ; with Bengal Natural Hist. Soc. Journal, to prepare monograph on Indian Culicoides and with Microbiology Deptt of Hisar Veterinary College, to prepare a write-up on blue- tongue vectors).

ডঃ এস অধিকারী

Ecotoxicity and its impact on embryonic development.

ডঃ দিলীপকুমার চক্রবর্তী

Chemical and Biological characterisation and impact assessment of air, land and water pollution in and around Salt Lake City (Bidhan Nagar), Calcutta (a project to start in collaborotion with Prof. S. Santra, Kalyani University, sanction from DST)

ডঃ ভানুচন্দ্র নন্দী

Studies on medically and veterinary important calliphorid flies from Calcutta and adjoining areas—a DST (Govt. of West Bengal) project.

ডঃ প্রবাল দে

Sporozoan fauna of earthworms of West Bengnl.

ডঃ রূপেন্দু রায়

Blood parasites of some cold-blooded vertebrates—a project in process for sanction from D.O.E., Govt. of India.

ডঃ দীপকরঞ্জন মণ্ডল

Protozoan parasites in Wildlife.

ডঃ ত্রিলোচন মিদ্যা

Cytological aspects of reproduction in males.

ডঃ সুমিত হোমচৌধুরী

Dynamics and Interactions in zooplanktonic food web of a sewage fed fish pond.

Ecology of Animal pests on *Sechirum edule* in Darjeeling Hills.

ডঃ নির্মলকুমার সরকার

Effect of drug (Heroin) on humah tissues.

শ্রীঅমিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

Engaged in writing a book for Honours students. (West Bengal State Book Board)

ভূগোল বিভাগ

ডঃ গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

হিমালয়ের গ্লেসিয়াল-পেরিগ্লেসিয়াল পরিবেশ (১৯৯২-৯৪) — বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সহায়তায় গবেষণা।

ভূতত্ত্ব বিভাগ

১) Kalimpong - Gangtok - Lachen transect across the Sikkim Dome with special reference to emplacement of Lingtse gnesies.
(DST , 1993 — continuing)

২) P-T t path in some sectors (e. g., Ghatsila & Kulapal) of Singhbhum Fold Belt.

৩) Land degradation and Natural Hazards Mitigation in three districts of North Bengal, Govt. DST & NCES Project.

৪) Techno stratigraphic & Geochemical Evolution of the Precambrian Rocks around the Bonai Granite Massif.

৫) Structural and Petrological evolution of the precambrian crust & related Mineralisation in parts of Bihar Mica Belt and adjoining Chhotnagpur Gneissic Complex.

রসায়ন বিভাগ

ডঃ পরিমলকৃষ্ণ সেনের অধীনে গবেষণা-প্রকল্প :

Synthesis and Dehydrogenation studies of Polycyclic compounds containing seven carbon ring system : Education Dept., Govt. of West Bengal.

গবেষণা-প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত গবেষক — শ্রীউত্তমকুমার সাহা

ডঃ সুধীরচন্দ্র সোমের অধীনে গবেষণা-প্রকল্প :

Determination and Separation of Platinum metals with organic reagents : Education Dept., Govt. of West Bengal

গবেষণা-প্রকল্পটির সঙ্গে যুক্ত গবেষক : শ্রীমতী অনন্যা চক্রবর্তী (ডঃ হিমাংশুরঞ্জন দাসের তত্ত্বাবধানে)

ডঃ সঞ্জীব ঘোষের অধীনে গবেষণা-প্রকল্প :

Optical spectroscopic studies of organic compounds, organised molecular assembles and biopolymers — CSIR Project.

Studies of organised molecular assembles and biopolymers by triplet state spectroscopy — DST Project (Govt. of West Bengal)

গবেষণা-প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত গবেষকগণ :

শ্রীজয়ন্ত রায় (DST Project)
শ্রীমতী শম্পা মণ্ডল (CSIR Project)
শ্রীমতী অঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়

যুক্তগবেষণা-প্রকল্প : ডঃ হিমাংশুরঞ্জন দাস, ডঃ সঞ্জীব ঘোষ ও ডঃ পার্থসারথি চক্রবর্তী

Study of Pollutants in the environment by spectroscopic and chelating ion cxchange methods with special reference to metal ions and SO_2, NO_x, CO, Hydrocarbons over Calcutta — DST Project (Govt. of West Bengal)

এই গবেষণা-প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত গবেষক :

শ্রীসুরজিৎ ভট্টাচার্য (ডঃ সঞ্জীব ঘোষের তত্ত্বাবধানে)
শ্রীমতী সুরঞ্জিতা ঘোষ (ডঃ পার্থসারথি চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে)

ডঃ অচিন্ত্যকুমার সরকারের অধীনে গবেষণা-প্রকল্প :

Preparation of dienylmethylamines and their diastereofacial selectivity in Diels-Alder reactions — DST Project (Govt. of India)

অধ্যাপিকা ডঃ স্নিগ্ধা গঙ্গোপাধ্যায়ের (অধুনা লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজে কর্মরত) অধীনে গবেষণা-প্রকল্প :

Prospect of other metal compounds as alternative to chrome tanning — DST Project (Govt. of West Bengal)

গবেষণা-প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত গবেষক :

শ্রীসঞ্জয় চক্রবর্তী

শ্রীবুদ্ধদেব চ্যাটার্জী

শ্রীমতী ডঃ শিখা লাহিড়ী

শারীরবিদ্যা বিভাগ

অধ্যাপক চন্দন মিত্র

১) Role of organic nitrates on *in situ* transference of electrolytes : a correlative study with pathophysiology of cardiovascular diseases (continued).

২) Mechanism of chloramphenicol — induced modulation of ileal motility.

৩) A study on the mechanism of development of hypogonadal asteoporosis.

অধ্যাপক পৃথ্বীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১) Characterization of a soluble factor(s) from submaxillary gland of rat *and its specific role in female reproduction and fertility control* (continued).

অধ্যাপক দেবাশিস সেন

১) Prevelent traffic noise in various cross-sectional areas of Calcutta — its physical characterization and audiometric studies (continued).

২) Physiological alteration of certain blood parameters and tissues under the influence of prevalent traffic noise of Calcutta — an animal study (continued).

পরিশিষ্ট—৫

বিভিন্ন বিভাগে আয়োজিত আলোচনাচক্রের বিবরণ

ইংরেজী বিভাগ

১) নিজের রচনা থেকে পাঠ ও সৃষ্টিশীল সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা
শ্রীমতী সুনেত্রা গুপ্ত।

২) কবি শেলী
শ্রীঅর্ণব গুহ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণী।

ইতিহাস বিভাগ

১) লেনিন ইন্ হিস্টোরিকাল পার্সপেক্টিভ
অধ্যাপক হরি বাসুদেবন, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২) প্রতাপচন্দ্র সেন স্মারক বক্তৃতা ১৯৯৪
দি মিনিং অব্ দি মিরাক্‌ল ইন্ ইস্ট এশিয়া
অধ্যাপক অমিয়কুমার বাগচী

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

১) Complex Angular Momentum
ডঃ সুব্রত দত্ত, বিভাগীয় প্রধান, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা।

২) A critical look at some works of Isaac Newton
অধ্যাপক অমলকুমার রায়চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান, পদার্থবিদ্যা বিভাগ,
প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা।

৩) Symmetrices and their uses in Physics
অধ্যাপক শ্যামল সেনগুপ্ত, এমেরিটাস প্রফেসর, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা।

৪) Magnetic Monopole
এস. দাস, ইনস্টিটিউট অব্ ম্যাথামেটিকাল সায়েন্সেস, মাদ্রাজ।

৫) Introduction to Renormalisation Group
ডঃ ডি গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ন্যাশানাল সেণ্টার ফর বেসিক সায়েন্সেস, কলকাতা।

৬) Quasi-periodicity as a new kind of odering Solid State Physics
অধ্যাপক আর. কে. মৈত্র, এস এস এম পি ডিভিশন,
সাহা ইনস্টিটিউট অব্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স্, কলকাতা।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

১) **Modern trends in Aquaculture**

ডঃ সি. আর. দাস, সায়েনটিষ্ট-ইন-চার্জ, রহড়া
সাবষ্টেশন অব্ মিউয়েজ-ফেড্ ফিসেস্, সিফা (আই-সি-এ-আর)।

২) **Soul in The Sholas**

ডঃ তারকনাথ খান, সহকারী অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, হুগলী মহসীন কলেজ এবং সহকারী অধ্যাপক ডঃ শুভ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও ডঃ কমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩) **Tiger conservation in The Sunderbans**

ডঃ কল্যাণকুমার চক্রবর্তী, আই. এফ. এস্, কনজার্ভটর অব্ ফরেষ্টস্,
পঃ বঃ সরকার, বিকাশ ভবন, সল্ট লেক্, কলকাতা।

বাংলা বিভাগ

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়াণ-শতবার্ষিকী স্মারক আলোচনাচক্র
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস

১) অধ্যাপক অরুণকুমার দাশগুপ্ত, ইংরেজি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২) অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভূতত্ত্ব বিভাগ

এস রায় স্মারক বক্তৃতা

Early History of the Earth — example from Eastern Indian Shield

অধ্যাপক অজিতকুমার সাহা

রসায়ন বিভাগ

১) ***Recombinant DNA Technology***

শ্রীমতী অনুরাধা গুহ নিয়োগি, বিভাগের তৃতীয় বর্ষ স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রী।

২) **NML Spectroscopy**

শ্রীঅমিতাভ চক্রবর্তী, বিভাগের তৃতীয় বর্ষ স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র।

৩) **Intercalators in Photodynamic Therapy**

প্রতীপ ভট্টাচার্য, বিভাগের তৃতীয় বর্ষ স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র।

৪) Chemistry Education in under graduate and post graduate levels

অধ্যাপক ডঃ পি. কে. ঘোষ, বিভাগীয় প্রধান, রসায়ন বিভাগ, আই. আই. টি, কানপুর।

৫) Supersonic Jet Spectroscopy

ডঃ তাপস চক্রবর্তী, রসায়ন বিভাগ, আই. আই. টি, কানপুর।

শারীরবিদ্যা বিভাগ

১) Differential sensitivity to Bradykinin of Esophgeal Distension sensitive mechanoreceptors in vagal and sympathetic afferents of the Opossum.

ডঃ জয়কৃষ্ণ সাহা, ডিপার্টমেণ্ট অফ্ মেডিসিন, ডিভিসন অফ্ গ্যাসট্রোএনটারোলজি, হাভার্ড মেডিকেল স্কুল, বস্টন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

২) Mechanism of action of endocrine nuclear receptors : A systemic development.

ডঃ নৈবেদ্য চ্যাটার্জি, ডিপার্টমেণ্ট অফ্ এণ্ডোক্রিনোলজি এণ্ড মেটাবলিজম্, সঞ্জয়গান্ধী পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ইন্স্টিটিউট অফ্ মেডিকেল রিসার্চ, লক্ষ্ণৌ।

৩) Current trend of teaching of physiology in United states.

ড়ঃ হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন রীডার, ডিপার্টমেণ্ট অফ্ ফিজিওলজি, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা।

৪) Oxygen Radicals and anti-oxidants

চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা।

এ্যাডুকেশানাল মিডিয়া রিসার্চ সেণ্টার, কলকাতা দ্বারা প্রদর্শিত।

পরিশিষ্ট—৬

বিভিন্ন বিভাগে আগত গবেষক-অধ্যাপক

ইংরেজি বিভাগ

১) শ্রীমতী সুনেত্রা গুপ্ত

২) শ্রীঅর্ণব গুহ, স্নাতকোত্তর শ্রেণী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

ইতিহাস বিভাগ

১) অধ্যাপক হরি বাসুদেবন, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২) অধ্যাপক অমিয়কুমার বাগচী

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

১) এস. দাস, ইনস্টিটিউট অব্ ম্যাথামেটিকাল সায়েন্সেস, মাদ্রাজ।

২) ডঃ ডি গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ন্যাশানাল সেণ্টার ফর বেসিক সায়েন্সেস, কলকাতা।

৩) অধ্যাপক আর. কে. মৈত্র, এস এস এম পি ডিভিশন,
সাহা ইনস্টিটিউট অব্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স্, কলকাতা।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

১) ডঃ টি. কে. চট্টোপাধ্যায়, পি জি হসপিটাল, এম্টন, ইংল্যাণ্ড।

২) ডঃ অশোক দাস এবং ডঃ মদন দত্ত, ডেপুটি ডাইরেক্টার, জুলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া, কলকাতা।

৩) ডঃ রামদাস চ্যাটার্জী, প্রধান, ভাইরোলজী বিভাগ, চিত্তরঞ্জন ন্যাশানাল ক্যানসার রিসার্চ সেণ্টার।

৪) ডঃ এস. সি. তিওয়ারী, প্রোফেসার ও প্রধান, ভেটারিনারী মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ,
হরিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়, হিসার।

বাংলা বিভাগ

১) অধ্যাপক অরুণকুমার দাশগুপ্ত, ইংরেজি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২) অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

রসায়ন বিভাগ

১) ডঃ প্রদীপকুমার ঘোষ, বিভাগীয় প্রধান, রসায়ন বিভাগ, আই. আই. টি, কানপুর।

২) ডঃ তাপস চক্রবর্তী, রসায়ন বিভাগ, আই. আই. টি, কানপুর।

শারীরবিদ্যা বিভাগ

১) ডঃ জয়কৃষ্ণ সাহা, ডিপার্টমেণ্ট অব্ মেডিসিন, ডিভিসন অব গ্যাসট্রোএনটারোলজি, হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল, বস্টন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

২) ডঃ নৈবেদ্য চট্টোপাধ্যায়, ডিপার্টমেণ্ট অব্ এ্যাণ্ডেক্রিনোলজি এ্যাণ্ড মেটারলজিম্, সঞ্জয় গান্ধী পোস্ট-গ্রাজুয়েট ইন্‌স্টিটিউট অব্ মেডিকেল রিসার্চ, লক্ষ্ণৌ।

৩) ডঃ করুণাময় লাহিড়ী, ডাইরেক্টর, টি টি কে ফারমা লিমিটেড, হায়দ্রাবাদ।

পরিশিষ্ট—৭

বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকদের প্রকাশিত গ্রন্থ এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধের তালিকা

অধ্যক্ষ ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

১) Vidyasagar and the Young Bengal : Their Search for Modernity in the Golden Book of Vidyasagar, All Bengal Vidyasagar Death Centenary Committee, Calcutta.

২) 'Harold Laski : His Life and Works', Socialist Perspective, Vol. 21, No. 3-4, Dec '93 — Marce, '94

৩) 'Harold Laski : The Non-conformist', Images, Department of Political Science, Calcutta University May 1994

৪) 'The Passionate Pluralist', the Statesman Literary Supplement, June 4, 1994

৫) বাঙালি মধ্যবিত্তের আত্মপরিচয়ের সংকট — শারদ সমন্বয়, অক্টোবর, ১৯৯৪।

৬) নতুন বাংলা শতাব্দী ও বাঙালির ভবিষ্যৎ — কবিতা সীমান্ত, মে-জুন, ১৯৯৪।

৭) গান্ধীর উত্তরাধিকার ও আজকের ভারতবর্ষ — সাপ্তাহিক বর্তমান; ১ অক্টোবর, ১৯৯৪।

৮) ইন্দিরা গান্ধী — সাপ্তাহিক বর্তমান, ১৯ নভেম্বর, ১৯৯৪।

৯) জন্মশতবর্ষের আলোকে ভারতবন্ধু হ্যারল্ড ল্যাস্কি — বর্তমান, ১৩ জুন, ১৯৯৪।

১০) সাম্প্রতিক নির্বাচনী ফলাফলের নানা দিক — তিনটি নিবন্ধ, বর্তমান, ১৯ ও ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৯৪ এবং ২ জানুয়ারি, ১৯৯৫।

ইতিহাস বিভাগ

অধ্যাপক রজতকান্ত রায়

গ্রন্থ :

পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ

প্রবন্ধ :

Modern Asian Studies গ্রন্থে Asian Capital in the Age of European Domination প্রবন্ধ (প্রকাশিতব্য)

দর্শন বিভাগ

অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ :

১) 'Whither Semantics ?'—Dierdre Wilson's new approach to Semantics as envisaged in her book *Presuppositions and Non-Truth-Conditional Semantics 1975* সম্পর্কে লেখা প্রবন্ধ — Journal of the Indian Academy of Philosophy, Vol. XXXII, No. 2.

২) অর্থ-তত্ত্বে সত্য-শর্ত ও পূর্ব-স্বীকৃতি — Presuppositional and Truth-conditional Semantics সম্পর্কে প্রবন্ধ ১৯৯৪-তে দর্শন পরিষদের এক সভায় পঠিত, 'দর্শন' পত্রিকায় ১৯৯৪-১৯৯৫-তে প্রকাশিতব্য।

অধ্যাপক নবকুমার নন্দী

অনুবাদ-গ্রন্থ : ধর্ম সম্পর্কে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের প্রবন্ধ-সংকলন।

অধ্যাপক দিলীপকুমার রায়

গ্রন্থ : The comparative Study of Religions — SAS Publications, Calcutta, 1994

অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্তী

১) Concept of Cause in Physics and Philosophy — Presidency College, Autumn Annual, Vol. XXII

২) A Critical Note on Strict and Material Implication — The Journal of the Indian Academy of Philosophy, Vol. XXXII, No. 1.

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

অধ্যাপক সুভাষচন্দ্র কর

The Gluon Condensate — J. Physics G. Nucl. Part. Phys. 20 (1994) 63.

অধ্যাপক মহেন্দ্র সিংহ রায়

A New Prediction in Pion Physics (Communicated for Publication in Physics letter A 1994)

অধ্যাপক দেবপ্রিয় শ্যাম

১) Particle Identification by SSNTD — A New Approach (To appear in Nuclear Tracks, Pergamon Press)

২) Note on New Geometrical Interpretation of KNO scaling. (To appear a Proceedings of National Symposium on selected Topics in Nuclear and condensed matter Physics, 19-20 April, '94, Calcutta Universitter Physics Department, Calcutta University to be published by Wiley Easterr.

৩) Finite size effects, freeze out and non-linarmaps in multi particle producing process.

অধ্যাপক সৌমিত্র সেনগুপ্ত

১) String in a maximally symmetric background and O (d) XO (d) transformation. S. N. Bose National Centre preprint.

২) Generalising maximal symmetry in presence of torsion—S. N. Bose National Centre prepringt.
[Communicated Physical Review letters]

অধ্যাপক শ্যামল শেঠ

১) 1 : 1 adduct of 4, 6-Dimethyl pyrimidine -2- thione and Thiourea.
[Acta Crystallographyica-50, 1994]

২) Structure and biological activity of 4-(4-Bromophy)-Thiosemicarbazide
[Communicated to Acta Crystallographica, 1994]

৩) Structure of Bis(N-isoprophyl-2 methyl propane-1, 2-diamine) di-isothiocyanate
[Communicated to Acta Crystallographica, 1994]

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

ডঃ সুজিতকুমার দাশগুপ্ত

১) Dietetic effects on the developing populations of *Aedes aeqypti* (L) of Calcutta. in Environment and Ecology 12(2), 368-370, 1994.

২) A taxonomic study of Darjeeling Culicoides. in Journal Ben. Natt. Hist. Soc. (Accepted).

৩) The Calyptogon species···from India. Ibedem.

৪) Notes on a tetrathecoid *Culicoides* ···in Indian J. Entomol (Accepted)

(শিবেন্দু দত্ত, শাশ্বতী সিন্‌হা, ডঃ পিনাকীপ্রসাদ চৌধুরী, ডঃ বীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ও ডঃ পি কে চৌধুরী সহযোগে)

ডঃ সীমানন্দ অধিকারী

১) Effects of starvation on the life span of cercaria *Euparyphum malayalum* in Ecology and Environment. 12(2), 1994

২) Impact of Industrial chemical effluents — a case study in National symposium on Eco-environmental impact and organism response, 1994.

৩) একটি অত্যাশ্চর্য গ্রন্থির কথা *in* স্বাস্থ্য — দীপিকা (শিবতোষ মুখোপাধ্যায় স্মারক-সংখ্যা, '৯৪)
(প্রদীপ দে ও ডঃ বলরাম দাশগুপ্ত সহযোগে)

ডঃ ভানুচন্দ্র নন্দী

১) 'The Fauna of India and the adjacent countries (Diptera : Sarcophagidae)' to be published by the Director, Zoological Survey of India, Calcutta, as one in Indian Fauna Volume Series.

২) Two new species of Indian Flesh files (Diptera : Sarcophagidae) in the collections of British Museum (National History), London. *Proc. Zool. Soc. Calcutta. 47(1)* : 52-62, 1994.

৩) Studies on Calliphorid flies (Diptera : Calliphoridae) from Calcutta and adjoining areas. 1st West Bengal State Science Congress, p. 70
(Abstract published)

৪) Calliphorid flies (Diptera : Calliphoridae) from Calcutta and adjoining areas. *J. Beng. Nat. Hist. Soc. 13(1)* : (in press)

ডঃ দীপকরঞ্জন মণ্ডল

১) Parasites of the wild primate of Sundarban forest, India, *in* Proc. International Symp. Diseases of zoo and wild Animals (Accepted for Vol. 37)

ডঃ রূপেন্দু রায়

১) *Plasmodium calotesi* sp, nov. from the Indian lizard *Calotes versicolor* (Daudin). *J. Protozol*, (Communicated).

২) Ecological observations of *Macrochlamys indica* Godwin-Austin (Gastropoda : Pulmonata) in Darjeeling, West Bengal, India. *J. Beng. Nat. Hist. Soc.* (Communicated).

৩) Experimental infection of Freshwater fishes with haemoflagellates, *Trypanoplasma. Acta Protozol* (Communicated).
(এন সি নন্দী, জি বোস, এ দেবনাথ ও টি এন খান সংযোগে)

ডঃ প্রবাল দে

On the morphology and life cycle of a new *Zygocystis* (Apicenplexa : Sporozoa; Monocystidae) from an earthworm. *Amynthas diffringens* of Darjeeling, West Bengal, India. in *Acta Protozol*, (Communicated).

ডঃ দিলীপকুমার চক্রবর্তী

১) Contribution on the genus *Hydrozetes* Berlese (Acari : Oribatei) from India. in *J. Beng. nat. Hist. Soc.*, (Communicated).

২) On the genus *Expieremalus* (Acari : Oribatei) with description of three new species from India. Ibidem (Communicated).

(ডঃ এস কে দাশগুপ্ত সহযোগে)

ডঃ নির্মলকুমার সরকার

১) A study of some Blood Parameteres in Chronic Heroin Smokers in Medical Science Resharch, Middlex, England, Vol. 22; 379-380, 1994.

২) Historical and Functional Changes of the Oviductal Endometrium during the Seasonal R productive Changes of the Soft-shelled Turtle, *Lissemys punctata punctata* in Journal of Morphology, USA (Accepted).

৩) Estimation of some blood compounds for assessmeni of kidney function in chronic heroin smokers. 1st West Bengal Sci. Congress, 1994 (Abstract).

৪) Effects of Estradiol- 17 on vitellogenin Synthesis and ovarian growth during Different Phases of the Reproductive Cycle in Adult Female Soft-shelled Turtle, *Lissemya punctata punctata*. 82nd Session of Indian Sci. Congress (Abstract).

(ধৃতি ব্যানার্জী, সুপ্রীতি সরকার ও ডঃ বিশ্বরঞ্জন মাইতি সহযোগে)

প্রদীপ দে

১) Studies on intensity of infection of *Lymnaea acuminata* with trematode larvae in relation to Snail Size. in *J. Beng. Nat. Hist. Soc.* (Accepted)

২) Impact of Industrial Chemical Effluents — A Case Study. Abstract in Proc. National Symposium, Eco-Environmental Impact and Oganism Response at P. G. Department of Zoology and Botany of Govt. Vidarbha Mahavidyalaya Amaravati, 1994

(ডঃ বলরাম দাশগুপ্ত সহযোগে)

ডঃ পি কে সেনশর্মা

১) Worker aggregation and baiting for management of subterranean termites — Ashish Publishers, New Delhi.

২) সম্পাদনা : a) Forest Entomology, b) Forestry for the people, c) Agroforestry—Indian perspective—Ashish Publishers, New Delhi

(ডঃ এল কে ঝা সহযোগে)

ডঃ ত্রিলোচন মিশ্র

১) Cytological features and types of spermatogonia in *Felis domesticus.* (Communicated to *Ind. J. Exptl. Biol.*)

২) Milabris phelerata—শুক্রাণু বহিঃস্ক্রমণের সম্ভাব্য পদ্ধতি — বাংলা বিজ্ঞান কংগ্রেস, ১৯৯৪।

বাংলা বিভাগ

অধ্যাপক অরুণকুমার ঘোষ

১) একচক্ষু হরিণের ভ্রমে — জীবনানন্দ-সমালোচনায় বিভ্রান্তি : 'কবিকৃতি' (প্রকাশিতব্য)।

২) উপন্যাসে কবিতার অমোঘ সংক্রাম : বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' — 'ময়ূখ' (প্রকাশিতব্য)।

অধ্যাপক দেবদাস জোয়ারদার

১) রবীন্দ্রনাথ কি শেষপর্যন্ত নাস্তিক হয়ে উঠেছিলেন ? — চতুরঙ্গ।

২) বিভূতিভূষণের অধ্যাত্মবোধ ও সংস্কৃত পাঠ — অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এবং এই সময়' বিভূতিভূষণ সংখ্যা।

৩) টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের আসন্ন প্রকাশন স্বসম্পাদিত 'রবীন্দ্র কবিতা পাঠ-১' এ 'উর্বশী' কবিতার আলোচনা।

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১) রবীন্দ্রনাথের পঞ্চকন্যা — সাহিত্য ও সংস্কৃতি (শ্রাবণ সংখ্যা)

২) প্রদীপ জ্বালার আগে — পশ্চিমবঙ্গ (বাইশে শ্রাবণ সংখ্যা)

৩) ব্যাপ্ত সময় : পূর্ণ মানুষ — দিবারাত্রির কাব্য (পূজা সংখ্যা)

৪) বিভূতিভূষণের আমি — তমসুক (পূজা সংখ্যা)

৫) প্রসঙ্গ বিভূতিভূষণ — গ্রন্থ সমালোচনা — দেশ, ২৬ মার্চ, ১৯৯৪

৬) সম্পাদকের সঙ্গে মুখোমুখি — গ্রন্থ সমালোচনা — দেশ, ৪ জুন, ১৯৯৪

৭) তবুও মানুষ থেকে যায় — গ্রন্থ সমালোচনা — দেশ, ৮ অক্টোবর, ১৯৯৪।

ভূগোল বিভাগ

১) Nomenclature of Darjeeling Region 1994 — Himavanta (Himalayan Academy) Vol. 26, Page 35-40

২) Morphology of Glaciers and the Himalaya 1994 — Science Courier *Vol. 5, No. 6 (in press)*

ভূতত্ত্ব বিভাগ

ডঃ প্রদীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

Structural Characturistics of rocks and their bearing on the status of Singhbum Shear Zone, around Mosaboni - Singhbhum Dt. Bihar (Submitted to Geologycal Society of India in 1994).

অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর ঘটক

উত্তরবঙ্গের পরিবেশগত সমস্যার কয়েকটি দিক : (যন্ত্রস্থ)

ডঃ সাগরলাল রায়

১) Metallogenetic aspects of the proterozoic mobile belt in Eastern India - and outline. Q. J. Geol. Assoc. Re. Centre. V(2) P - 1 - 10. (S. K. Deb & S. K. Roy).

২) Geochemistry and gnisses of the Dongargarh Supergroup Precambrian rocks in Bhandara - Drug region, Central India. India J. Earth Sci. V22(2) P - 117 - 126 (S. N. Sarkar, S. S. Sarkar & S. L. Roy).

ডঃ শুভশংকর সরকার

১) Compositional structure of groundwater in and arround Gangajalghati, Bankura Dt., West Bengal. Indian Jour. Earth Sci. 20 (1), 1993 PP. 17 - 27. (P. K. Sikdar. S. S. Sarkar & S. Dasgupta).

২) Geochemistry & gneisses of the Dongargarh Supergroup Precambrian rocks in Bhandara - Durg region, Central India. India J. Earth Sci. V 22 (2) P - 117 - 126 (S. N. Sarkar, S. S. Sarkar & S. L. Roy).

৩) Groundwated management in parts of Saltora Block, Bankura Dt. W. B. Jour, Geol. Soc. India 44 (3) 1994 P 291 - 293 (P. K. Sikdar, M. Dasgupta & S. S. Sarkar).

৪) Mixprop : a Roburt Petrologic Mixing Programme. Ind. Minerals *(in Press)*. (*S. S. Sardar*, S. Nandy & A. Chattarjee).

অধ্যাপক প্রদ্যোৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১) Mid Archaean evolution of the Eastern Indian Craton : geochemical and isotopic evidence from the ''Bonai Pluton''. Precambrian Research, 49 P. 23 - 37. (Sengupta S., Paul D. K., de Lacter, J. R., Mc Naughton N. J., Bandyopadhyay, P. K., and Desmeth, J. B.)

২) Petrogenesis of granitoid components from Bonai Puton and its implication on the formation of the Eastern Indian Archaean sialic crust. Proc Nat. Acod. Sci, India 63 (A), I 189 - 209. (Sengupta S., Bandyopadhyay, P. K. de Smith, J. B. & Maitra, M).

রসায়ন বিভাগ

ডঃ সঞ্জীব ঘোষ

১) Triplet state spectroscopy applied to polypeptide and proteins. Trombay Symposium on Radiation & Photochemistry (1994), *1*, 144.

২) Comparative photophysical studies of anhydrons 2,2. dihydroxy-1(H) benz [f] indene 1,3(2H) dione and anhydrons ninhydrin. (alongwith S. Bhattacharya, J. Roy & G. Chatterjee) XVth IUPAC Symposium on Photochemistry, July 1994, Prague, CZECH, Republic.

৩) The lowest (n,π^*) transition of Indanetrione (anhydrous ninhydrin) in various ether as solvents. (alongwith J. Roy, S. Bhattacharya & S. Samanta) Proc. of Indian Acad. Sci (Ch. Sc) 1994, *106*, 73.

৪) The Gramicidin Pore : Study by Optical Emission of Tryptophan Residues. (alongwith S. Mondal) 16th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, Sept 1994, New Delhi, India.

৫) Perturbation of trytophan residues by point mutation in Bacteriophage T 4 Lysozyme studied by Phosphorescence spectroscopy. 16th IUBMB Indian Satelite Symposium on 'Protein : Structure, Function and Engineering', Sept., 1994, Calcutta, India.

অধ্যাপক বিভূতিভূষণ মাজি

Crystal Structure of the product from acid-catalysed Dimerisation of the intermediate formed during Hydrogenolysis of 2- (Benzo [b]-Thiophen-2-yl) propan-2-ol. (alongwith G. Biswas, S. Pain, K. L. Ghatak, S. N. Ganguly and Y. Iitaka) J. Chem. Res. (1994)
(accepted for publications)

ডঃ দীপককুমার মণ্ডল

১) Thermodynamics of lectin — carbohydrate interactions. Titration microcalorimetry measurements of the binding of N-linked carbohydrates and ovalbumin to concanavalin A. (alongwith N. Kishore & C. F. Brewer). Biochemistry (1994), *33*, 1149.

২) Studies of the binding specificity of concanavalin A. Nature of the extended binding site for asparagine-linked carbohydrates (alongwith L. Bhattacharyya, S. H. Koening, R. D. III Brown, S. Oscarson & C. F. Brewer) Biochemistry (1994), *33*, 1157.

৩) Purification and characterization of three iso-lectins of soybean agglutinin : Evidence for C-terminal truncation by electrospray ionization mass spetrometry. (alongwith E. Nieves, G. A. Orr, L. Bhattacharyya, J. Roboz, Q. Yu & C. F. Brewer) Eur J. Biochem. (1994), *221*, 547.

ডঃ স্বপনকুমার ভট্টাচার্য

১) Electrocatalytic activities of some metallized graphite electrodes for aqueous Fe^{2+}/Fe^{3+} redox couples from polarisation studies (alongwith K. K. Kundu) Ind. J. Chem. (1994), *33A*, 754.

২) Kinetics of of anodic corrosion of cadmium sulphide and oxidation of ferrocene/ferricinium ion redox couple on cadmium sulphide electrode in water and some nonaqueous media (alongwith H. Talukdar & K. K. Kundu) Ind. J. Chem. (1994), *33A*, 935.

ডঃ পার্থসারথি চক্রবর্তী

প্রবন্ধ :

১) পরিবেশ ভাবনা : বিশ্বপরিবেশ দিবস। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ই জুন, ১৯৯৪।

২) বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা। দেশ, ২৯ জানুয়ারী, ১৯৯৪।

৩) পারমাণবিক ঘড়ি। শারদীয় কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান, ১৯৯৪।

৪) ইলেকট্রনিক্স (১ম, ২য় ও ৩য় পর্ব)। কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪।

গ্রন্থ :

১) ছোটদের বিজ্ঞানকোষ (পঞ্চম খণ্ড)। আনন্দ পাবলিশার্স, নভেম্বর, ১৯৯৪।

২) জীন ও জীবন-রহস্য। ভারতী, ডিসেম্বর, ১৯৯৪।

৩) Environmental Pollution — air, water and soil (যন্ত্রস্থ)

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে — মৌচাক, মাঘ ১৪০১ সাল।

ডঃ হিমাংশুরঞ্জন দাস

১) Difurfusyl thiocarbuhydrazone as a sensitive and selective reagent for the spectrophotometric determination of Osmium (VI) & Iridium (III). (alongwith co-worker). J. Indian Chem. Soc. (1994) accepted for publication.

২) Spectrophotometric determination of Palladium (II) and Rhodium (III) with difurfusyl thiocarbohydrazone, a sensitive as well as selective reagent. (alongwith co-worker). J. Indian Chem. Soc. (1994) accepted for publication.

রাশিবিজ্ঞান বিভাগ

ডঃ অতীন্দ্রমোহন গুণ

১) "Education in West Bengal : expansion without excellence", *West Bengal Today : a Fresh Look* (ed. Biswanath Ray), 253 - 267, Mittal Publications, New Delhi, 1993.

২) "Strategy for controlling India's population", Development, *Management and Administration* (ed K. C. Ray *et. al*), 91 - 102, Wiley Eastern, New Delhi, 1993.

৩) "P. C. Mahalanobis : representative of the Bengal Renaissance", *P. C. Mahalanobis Centenary Commemoration Volume*, Indian Science News Association (1993).

৪) 'বহুমাত্রিক মানুষ প্রশান্তচন্দ্র', জয়শ্রী বিজ্ঞানসংখ্যা, ১৯৯৪।

ডঃ বিশ্বনাথ দাস

১) 'ভারতকন্যা নিবেদিতা', দৈনিক বর্তমান, ২৮ অক্টোবর, ১৯৯৪।

২) "Test of Laplace Location Based on Gauging, (with Mr. Asim Sankar Nag) *Essays on Probability and Statistics*, Festschrift in honour of Prof. Anil Kumar Bhattacharyya, Golden Jubilee Celebration Committee Department of Statistics, Presidency College, Calcutta, 1994.

শ্রীঅসিত বরণ আইচ

১) "Jackknifing a modified ratio estimator under a model" (with Prof. S. B. Nandi), *Senkhya B*, Vol 56, Pt. I, 1994.

২) "A note on estimation of P(X>Y) for some distributions useful in life-testing", (with Prof. S. B. Nandi), *IAPQR Transactions*, Vol 19, Pt, I, 1994.

ডঃ শৈবাল চট্টোপাধ্যায়

১) 'Comparing means by combining individual sequential estimators available from independent studies' (with Prof. N. Mukhopadhyay), *Sankhya*, Sor. A. Vol. *56*, pp-128-143, 1994.

২) 'Sequential methodologies for comparing exponential mean survival times' (with Prof. N. Mukhopadhyay), *Sequential Analysis*, Vol. *10*, No. 3 and 3, pp. 139-148, 1991.

৩) 'Further developments in estimation of largest mean of k normal populations', (with Prof. N. Mukhopadhyay and Dr. S. K. Sahu), *Metrika*, Vol. *40*, pp. 173-183, 1993.

৪) 'Efficient sequential sampling strategies for long-term environmental monitoring' (with Prof. N. Mukhopadhyay, Prof. R. B. Bendel and Dr. N. P' Nikolaidis), *Water Resources Research*, Vol. 28, No. 9, pp-2245-2256, 1992.

৫) 'Simultaneous estimation of proportions in a finite population', (with Prof. N. Mukhopadhyay), *Calcutta Statistical Association Bulletin*, Vol. 43, No. 169-170, pp. 65-73, March and June 1993.

৬) 'Comparing Exponential Clinical Trials By Combining Individual Sequential Experiments Available From Independent Studies', (with Prof. N. Mukhopadhyay), Submitted for publication, *Department of Statistics Technical Report, No. 92-09*, University of Connecticut, Storrs, U.S.A.

শ্রীতুষারকান্তি ঘড়া

১) 'Analysis of a group of Latin Square designs', *Gujarat Satistical Review*, Vol. *19-20*, pp. 475-480, 1993.

২) 'The faunal association on some frestwater weeds', *Bangladesh Journal of Zoology*, Vol. *22(2)*, 1994.

শ্রীদেবেশ রায়

১) 'On Use of Symmetrical Balanced Inconplete Block Design in Construction of Sampling Design Realising Pre-assigned Sets of Inclusion Probabilities of First Two Orders', (with Dr. R. Arnab). *Commun. Statist —Theory Meth.*, Vol. 19 (1990), pp. 3223-3232.

২) 'Asymptotically Optimal Variance Estimation For QR-Predictors in Randomized Response Surveys, accepted for publication, *Australian Journal of Statistics*.

শ্রীঅসীম শংকর নাগ

১) 'Test of Laplace Location Based on Gauging' (with Dr. B. Das), *Essays on Probability and Statistics*, Festschrift in honour of Prof. Anil Kumar Bhattacharyya, Golden Jubilee Celebrations Committee, Department of Statistics, Presidency College, Calcutta, 1994.

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

অধ্যাপক অশোককুমার মুস্তাফি

১) 'বিচ্ছিন্নতাবাদ ইত্যাদি প্রসঙ্গে' — রাষ্ট্র, সেপ্টেম্বর '৯৪।

২) 'U. N. and the Gender Question' — প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা, '৯৩।

৩) 'Thomas Paine And Young Bengal' — R B U Journal of Political Science 1994

৪) H. J. Laski : A Centennial Appraisal — Sociolist Perspection, 1994

অধ্যাপক কৃত্যপ্রিয় ঘোষ

১) প্রসঙ্গ বহুবিবাহ : কাণ্ডজ্ঞান বনাম মননশীলতা। বাংলা একাদেমি পত্রিকা, মে '৯৪।

২) বাংলা ভাষার জন্যই প্রয়োজন সাহিত্য-পরিষৎ। আনন্দবাজার, রবিবাসরীয়, জুলাই '৯৪।

৩) উনিশ শতকের বাংলাদেশের সভাসমিতি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। যুবমানস, শারদীয় '৯৪।

৪) রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। পরিচয়, শারদীয় '৯৪।

৫) অম্লান দত্তর প্রবন্ধ (গ্রন্থ সমালোচনা)। প্রতিক্ষণ, মে '৯৪।

৬) চাই সম্পূর্ণ ক্রান্তি (গ্রন্থ সমালোচনা)। যুবমানস, জুলাই '৯৪।

শারীরবিদ্যা বিভাগ

অধ্যাপক চন্দন মিত্র

১) Mechanism of inhibition of smooth of guineapig taenia coli by chloramphenical (alongwith P. Pramanik & S. C. Dutta). Journal of Physiology & Pharmalogy (Polish Academy of Science), Vol. 45, pp - 132 - 145, 1994.

২) Evidence for chloramphenicol - indeed inhibition of potassium activated Ca^{2+} channels in guineapig taenia coli (alongwith P. Pramanik). Journal of Physiology & Pharmalogy (Prlish Academy of Sciences) (Communicated).

৩) Decrease in intestinal transference of Ca^{2+} may be the primary cause of hypogonadal otheoporosis (alongwith M. N. Isalm, S. Chanda & P. Pramanik). Ibid, (Communicated).

৪) High lipid diet intake may be an important predisposing factor in the development of hypogonadal Osteoporosis (alongwith S. Chanda, M. N. Islam & P. Pramanik).
Japanese Journal of Physiology (communicated).

৫) Mechanish of chloramphenicol-induced modulation of ibal motility (alongwith P. Pramanik). Japanese Journal of Medical Science & Biology (communicated)

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

অধ্যাপক শমিত কর

গ্রন্থ :

মার্কসের পর মার্কসবাদ। প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স।

প্রকাশের সময় : ১৯৯৪ কলকাতা পুস্তক মেলা

নিবন্ধ :

১) Great Wall of Chinese Silence. The Telegraph

২) মাও কেন মহান। আজকাল পত্রিকা

৩) He Called the Peasants Idiot. Amrita Bazar Patrika

৪) De-Europeanized Markxises of MAO DONG. Mainstream, New Delhi

৫) From MARX to MAO. The Patriot, New Delhi
৬) Digha Hearted. The Telegraph
৭) কার স্বার্থে গ্যাট ? আজকাল পত্রিকা
৮) Mandal Factor. The Statesman
৯) The Ufeline May Snap. The Patriot, New Delhi
১০) কার স্বার্থে টি আই এফ আর। আজকাল পত্রিকা
১১) প্রসঙ্গ কুসংস্কার। আকাশবাণী কেন্দ্র, কলকাতা
১২) জনস্ফীতির ভয়াবহ সমস্যা। যুগান্তর পত্রিকা
১৩) চীন কেন গ্যাট-এ ঢুকতে চায়। আজকাল পত্রিকা
১৪) সাম্প্রদায়িকতা আন্তর্জাতিক স্তরে প্রসারিত হচ্ছে। যুগান্তর পত্রিকা
১৫) West Bengal Land Reforms Tribunal. West Benaal
১৬) অন্যন্যসাধারণ সমাজবিজ্ঞানী ধূর্জটিপ্রসাদ। পশ্চিমবঙ্গ
১৭) Cente of Virtuovs Circle. The Telegraph
১৮) Maimed by a Mardi Gras. The Telegraph
১৯) রাজনীতির মৌলিক অঙ্ক। আজকাল পত্রিকা
২০) সংস্কার বনাম কুসংস্কার। যুগান্তর পত্রিকা
২১) On the Wings of an Illusion. The Telegraph
২৩) Medical Sociology. The Statesman
২৪) Towards A New Workers Movement. Maistream, New Delhi
২৫) পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে অভ্যন্তরীন বাধা। যুগান্তর পত্রিকা
২৬) Population Boom in India. The Patriot, New Delhi

হিন্দী বিভাগ

ডঃ সুব্রত লাহিড়ী

১) রাহুল কী অনুবাদ দৃষ্টি — রাহুল চিন্তা ঔর মন্থন গ্রন্থ।
২) রবীন্দ্রনাথ কা সহজ পাঠ ঔর বালশিক্ষা — প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা।
৩) সময় সে জুঝতী কবিতা — জনশ্রুতি (পঃ বঃ হিন্দী আকাদেমী)

পরিশিষ্ট—৮

প্রেসিডেন্সি কলেজের সকল শ্রেণীর কর্মীর নামের তালিকা

(১০-১-৯৫ তারিখে যেমন ছিল)

শিক্ষকমণ্ডলী

অধ্যক্ষ

শ্রীঅমলকুমার মুখোপাধ্যায়

বারসার

শ্রীবিশ্বনাথ দাস

অর্থনীতি বিভাগ

শ্রীঅমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীআশিস্ দাশগুপ্ত
শ্রীমতী মমতা রায়
শ্রীশিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
শ্রীশ্রীমন্তকুমার ভৌমিক
শ্রীঅম্বরনাথ ঘোষ

ইংরেজী বিভাগ

শ্রীঅশোককুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীবিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীকালিদাস বসু
শ্রীমতী কাজল সেনগুপ্ত
শ্রীমতী তপতী গুপ্ত
শ্রীঅতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী জয়তী গুপ্ত
শ্রীমানসকুমার রায়
শ্রীমতী ভাস্বতী চক্রবর্তী
শ্রীপ্রদোষ ভট্টাচার্য

ইতিহাস বিভাগ

শ্রীরজতকান্ত রায়
শ্রীঅজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীপ্রদীপকুমার লাহিড়ী
শ্রীশ্রীকুমার আচার্য
শ্রীসুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী
শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীমতী শিরীন মাসুদ

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীরবীন প্রসাদ
শ্রীবরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীপরিমলচন্দ্র রায়
শ্রীঅশোককুমার বাগ
শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঘোষ
শ্রীমানসরঞ্জন মজুমদার
শ্রীঅশোক রায়
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ভৌমিক
শ্রীঅমলকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীনরেন্দ্রনাথ শী
শ্রীমতী কল্পনা ঘোষ
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাল

গণিত বিভাগ

শ্রীহরিহর ঘোষ
শ্রীমণীন্দ্র মিত্র
শ্রীসাধনকুমার মাপা
শ্রীদীনেশচন্দ্র সাহা
শ্রীঅরুণকুমার সান্যাল
শ্রীসুকুমার রায়
শ্রীউৎপলকুমার সমাদ্দার
শ্রীহিমাংশুশেখর গুহ
শ্রীতুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

দর্শন বিভাগ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্তী
শ্রীদিলীপকুমার রায়
শ্রীদেবব্রত সেন
শ্রীমাণিকলাল বল

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

শ্রীঅমলকুমার রায়চৌধুরী
INSA ফেলো প্রফেসর (অবসরপ্রাপ্ত)
শ্রীশ্যামলকুমার সেনগুপ্ত
(এমেরিটাস অধ্যাপক)
শ্রীসুব্রত দত্ত
শ্রীসলিল সরকার
শ্রীঅশোককুমার ঘোষ
শ্রীসনৎকুমার ঘোষ
শ্রীপ্রদীপকুমার দত্ত
শ্রীদিলীপকুমার পাল
শ্রীনির্মলকুমার ভট্টাচার্য
শ্রীমুরারীমোহ নকুণ্ডু
শ্রীমতী মণিমালা দাস
শ্রীশ্যামলকুমার শেঠ
শ্রীসজলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসুভাষ কর
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল
শ্রীপ্রসাদ সেনগুপ্ত
শ্রীমহেন্দ্র সিংহ রায়
শ্রীদেবপ্রিয় শ্যাম
শ্রীসৌমিত্র সেনগুপ্ত
শ্রীদেবব্রত ঘোষ
শ্রীকালীপদ নাহাল
শ্রীতপনকুমার দাস

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

শ্রীসুজিতকুমার দাশগুপ্ত
শ্রীসীমানন্দ অধিকারী
শ্রীঅমিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীদিলীপকুমার চক্রবর্ত্তী
শ্রীদেবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
শ্রীভানুচন্দ্র নন্দী
শ্রীত্রিলোচন মিস্থা
শ্রীদীপকরঞ্জন মণ্ডল
শ্রীরূপেন্দু রায়
শ্রীপ্রবাল দে
শ্রীনির্মলকুমার সরকার
শ্রীসুমিত হোমচৌধুরী
শ্রীশিবেন্দু দত্ত
শ্রীপ্রদীপ দে
শ্রীত্রিজিৎ নন্দ
শ্রীজয়ন্ত রায়

বাংলা বিভাগ

শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ
শ্রীঅমিতাভ ঘোষ
শ্রীমিহিরকুমার মজুমদার
শ্রীকরুণাময় মজুমদার
শ্রীদেবদাস জোয়ারদার
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীদিলীপকুমার বসু

ভূগোল বিভাগ

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ সেন
শ্রীবিমলকুমার চক্রবর্তী
শ্রীজয়দেবকুমার কোলে
শ্রীত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়
শ্রীগুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীহরেকৃষ্ণ দত্ত

ভূতত্ত্ব বিভাগ

শ্রীপ্রদীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীঅজিতকুমার সাহা
[এমেরিটাস প্রোফেসর]
শ্রীগৌরীশংকর ঘটক
শ্রীমিহিরকুমার বসু
[অবসরপ্রাপ্ত]
শ্রীদেবকুমার দাশগুপ্ত
শ্রীদীপঙ্কর লাহিড়ী
শ্রীমলয় চক্রবর্তী
শ্রীঅনীশকুমার রায়
শ্রীসুশান্তকৃষ্ণ দেব [অবসরপ্রাপ্ত]
শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীআনন্দকুমার চক্রবর্তী
শ্রীসাগরলাল রায়
শ্রীশুভশঙ্কর সরকার
শ্রীঅশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅরুণাভ বসু
শ্রীতারকেশ্বর মিত্র

রসায়ন বিভাগ

শ্রীসঞ্জীব ঘোষ
শ্রীপরিমলকৃষ্ণ সেন
শ্রীহিমাংশুরঞ্জন দাস
শ্রীমনোতোষ দাসগুপ্ত
শ্রীহিমাংশু গুপ্ত
শ্রীগৌতম সিদ্ধান্ত
শ্রীপার্থসারথি চক্রবর্তী
শ্রীঅভয় চরণ ভট্টাচার্য
শ্রীরামপ্রসাদ পাল
শ্রীবিভূতিভূষণ মাজি
শ্রীপ্রবালকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীহরিগোপাল মিত্র মুস্তাফি
শ্রীরমাপ্রসাদ চক্রবর্তী
শ্রীপীযূষকান্তি তরফদার
শ্রীদীপককুমার মণ্ডল
শ্রীঅনুপকুমার গুঁই
শ্রীউদয়চাঁদ ঘোষ
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সরকার
শ্রীস্বপনকুমার ভট্টাচার্য
শ্রীনিখিলরঞ্জন প্রামানিক
শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ
শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ দাসশর্মা
শ্রীদুলালকান্তি দাস
শ্রীদেবকুমার দাস

রাশিবিজ্ঞান বিভাগ

শ্রীঅতীন্দ্রমোহন গুণ
শ্রীবিশ্বনাথ দাস
শ্রীঅসিতবরণ আইচ
শ্রীশৈবাল চট্টোপাধ্যায়
শ্রীতুষারকান্তি ঘড়া
শ্রীদেবেশ রায়
শ্রীদীপঙ্কর বসু
শ্রীঅসীমশঙ্কর নাগ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

শ্রীপ্রশান্ত রায়
শ্রীঅশোককুমার মুস্তাফী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু
শ্রীকৃত্যপ্রিয় ঘোষ
শ্রীরঞ্জন রায়

শারীরবিদ্যা বিভাগ

শ্রীচন্দন মিত্র
শ্রীদেবজ্যোতি দাশ
শ্রীঅশোক দেবনাথ
শ্রীমতী অশোকা চক্রবর্তী
শ্রীমতী অমৃতা বন্দ্যোপাধ্যায় (মৈত্র)
শ্রীপৃথ্বীশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅঞ্জন বিশ্বাস
শ্রীগৌতমলাল চক্রবর্তী
শ্রীদেবাশিস সেন

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

শ্রীপ্রশান্ত রায়
শ্রীশমিত কর
শ্রীমতী শম্পা দত্তগুপ্ত
শ্রীমতী শান্তিলতা বিশ্বাস

হিন্দী বিভাগ

শ্রীসুব্রত লাহিড়ী
শ্রীবিবেকানন্দ দেব
শ্রীশিবনাথ পাণ্ডে
শ্রীলালবাহাদুর সিং
(আংশিক সময়ের জন্য—স্থায়ী পদ)

গ্রন্থাগার

শ্রীশশাঙ্কুমার বাগচী
শ্রীমতী গীতা পুরকায়স্থ
শ্রীমতী মঞ্জরী বসু
শ্রীমতী সুরভি বাগচী
শ্রীমতী বাসন্তী দেবনাথ
শ্রীমতী মমতা দাশগুপ্ত
শ্রীঅশোক হাজরা
শ্রীমতী রীণা মজুমদার

ক্রীড়া বিভাগ

শ্রীশান্তিরঞ্জন সাঁতরা
শ্রীদেবপ্রসাদ আচার্য
শ্রীমতী কৃষ্ণা ভট্টাচার্য
শ্রীশম্ভুনাথ ভট্টাচার্য

ইডেন হিন্দু হোস্টেল

শ্রীবরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়	—	অধীক্ষক
শ্রীনিখিলরঞ্জন প্রামাণিক	—	সহ অধীক্ষক
শ্রীঅরুণকুমার নাগ	—	স্টুয়ার্ড

অ্যাকাউন্টস অফিসার

শ্রীসুবিমল কুণ্ডু

কলেজ অফিসের কর্মীবৃন্দ

শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ কুণ্ডু
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চৌধুরী
শ্রীব্রজদুলাল দাস
শ্রীমতী মিনতী দে
শ্রীসুবলচন্দ্র গুহ
শ্রীস্বপনকুমার নন্দী
শ্রীমৃনাল সেনগুপ্ত
শ্রীমতী সরস্বতী সিংহ (ঘোষ)
শ্রীতাপসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসঞ্জীব ধর
শ্রীতপনকুমার দাস
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ নস্কর
শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রীমতী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীতারকনাথ প্রসাদ

শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে
শ্রীঅমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীসুনিলচন্দ্র রায়
শ্রীউত্তম সামন্ত
শ্রীমহঃ তসলিম
শ্রীমৃনালকান্তি দাস
শ্রীকিশোর দাস

শ্রীঅলোককুমার দে
শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী
শ্রীসমীর দেবনাথ
শ্রীবিকাশচন্দ্র কুণ্ডু
শ্রীসুশান্তকুমার রায়
শ্রীনির্বাণচন্দ্র পাইন
শ্রীস্বপনকুমার দাস
শ্রীসুব্রতকুমার দাস

কেয়ারটেকার

শ্রীশ্যামলকুমার মুখোপাধ্যায়

মেকানিক

শ্রীদিলীপকুমার অধিকারী

ড্রাফ্‌টসম্যান

শ্রীবীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়

হারবেরিয়াম কীপার

শ্রীতপনকুমার দত্ত

সূত্রধর

শ্রীহরেনচন্দ্র বৈদ্য

ইন্সট্রুমেন্ট কীপার

শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক
শ্রীকাজী মইনুল হক

ইলেকট্রিসিয়ান

শ্রীঅমিতাভ ভড়

আর্টিস্ট কাম রেকর্ডকীপার

শ্রীতরুণকান্তি রায়

কলেজের সহকারী কর্মীবৃন্দ

শ্রীঠাকুর দাস
শ্রীসুনীল বড়ুয়া
শ্রীকানাইলাল আওন
শ্রীরাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুবলচন্দ্র দে
শ্রীতপনকুমার ভঞ্জ
শ্রীতরুণকুমার দাস
শ্রীশিশিরকুমার সিংহ
শ্রীমতী পুষ্পরাণী দে
শ্রীরামদেও সিং
শ্রীনিখিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসুধাংশুশেখর দাস
শ্রীমতী শীলারাণী দাস
শ্রীক্ষুদিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবাবুলাল দাস
শ্রীসুবল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীমোহন রাম
শ্রীঅনন্তকুমার বারিক
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র হেলা
শ্রীমদনমোহন দত্ত
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীতিমিরবরণ সামন্ত
শ্রীনির্মল সিং
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মহাপাত্র
শ্রীকিষানদেব শর্মা
শ্রীসম্পাত প্রসাদ
শ্রীমোহনলাল রাঙ্গোয়া
শ্রীরামমুরৎ প্রসাদ রাঙ্গোয়া
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বারিক
শ্রীকেশবচন্দ্র রায়
শ্রীবোষ্টম খুঁটিয়া
শ্রীঘনশ্যাম হেলা
শ্রীত্রিবেনীপ্রসাদ খায়োয়ার
শ্রীকাশীনাথ মণ্ডল
শ্রীজয়দেব দাস
শ্রীগুনধর বাউল
শ্রীবংশীধর নায়েক
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র নাথ
শ্রীদিলীপকুমার বীর
শ্রীহনুমান ধুরিয়া
শ্রীসন্তোষকুমার শাসমল
শ্রীমতী শান্তি হেলা
শ্রীমতী সাবিত্রী বারিক
শ্রীমতী মায়া হাজরা
শ্রীমুকুন্দলাল দাস
শ্রীআশুতোষ চৌধুরী
শ্রীপ্রশান্ত মণ্ডল
শ্রী মহঃ শেখ আলম
শ্রীআশীষকুমার মাইতি
শ্রীললিতমোহন হাজরা
শ্রীকালীপদ জানা
শ্রীরামনারায়ণ হেলা
শ্রীসুনীল চন্দ্র দে
শ্রীরামলাল হেলা
শ্রীচতুর্ভুজ দাস
শ্রীসমরনাথ সুর
শ্রীসনৎকুমার শীল
শ্রীগৌরাঙ্গ সরকার
শ্রীসতীশচন্দ্র পাত্র
শ্রীগোপালচন্দ্র নায়েক
শ্রীশঙ্কর হেলা (২)
শ্রীপ্রভাংশুশেখর মাইতি
শ্রীআনন্দদুলাল মাইতি
শ্রীশ্যামলকান্তি সিংহ
শ্রীইমাম রসুল
শ্রীরাজকুমার প্রসাদ
শ্রীদেবব্রত গুহ ঠাকুরতা
শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীস্বপনকুমার রায়
শ্রীরিণ্টু দে
শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষ
শ্রীমতী দুলালী হেলা
শ্রীপ্রফুল্লকুমার নাথ
শ্রীধীরেন্দ্রকুমার নাথ
শ্রীহরিপদ রায়
শ্রীরামনাথ প্রসাদ
শ্রীঅনাথ নাথ মণ্ডল
শ্রীগৌতম দত্ত
শ্রীপ্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীহরবিলাস বাল্মীকি
শ্রীসনৎ নন্দী
শ্রীরাজা হেলা
শ্রীআশুতোষ ঘোষ
শ্রীমনিরুদ্দিন
শ্রীমতী সান্তকিলাল হেলা
শ্রীজাহিদ হোসেন
শ্রীমহঃ ইশাহাক
শ্রীদেল আমবিয়া
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সাহা
শ্রীরতনকুমার রায়
শ্রীচুনীলাল হেলা
শ্রীশ্যামসুন্দর রায়

শ্রীঅশোককুমার গিরি
শ্রীদুলালচন্দ্র দাস
শ্রীআবদুল হামিদ খান
শ্রীস্বপন গুহ
শ্রীশঙ্কর হেলা (১)
শ্রীহারাধন সাহা
শ্রীমতী চন্দ্রমণি
শ্রীঅমরনাথ নন্দী
শ্রীমতী সুমতি হাজরা
শ্রীঅরবিন্দ মান্না
শ্রীহরিনারায়ণ পাল
শ্রীপীতবাস আচার্য
শ্রীছেদিলাল পাসোয়ান
শ্রীচেৎ বাহাদুর
শ্রীখগেন্দ্রনাথ জানা
শ্রীঅশোককুমার নায়েক
শ্রীশ্যামসুন্দর প্রসাদ
শ্রীকমলেশ মণ্ডল
শ্রীনবকুমার রায়
শ্রীরামসবিত মিশ্র
শ্রীঅক্ষয়কুমার থাপা
শ্রীদশরথ সিং
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ রাঙ্গোয়া